কৃতজ্ঞতাবোধ এর ভিত্তিতে আবদুল্লাহর সাথে আমার যাত্রা

কৃতজ্ঞতাবোধ এর ভিত্তিতে আমরা আল্লাহর অনুগ্রহের দ্বারা মিলিত হব।

ডাঃ আবদুল মুহসিন আবদুল্লাহি আল জারাল্লাহ আল খারাফি

কুয়েত
২০১৬

কৃতজ্ঞতাবোধ এর ভিত্তিতে আবদুল্লাহর সাথে আমার যাত্রা

কৃতজ্ঞতাবোধ এর ভিত্তিতে আবদুল্লাহর সাথে আমার যাত্রা

কৃতজ্ঞতাবোধ এর ভিত্তিতে আমরা আল্লাহর অনুগ্রহের দ্বারা মিলিত হব।

ডাঃ আবদুল মুহসিন আবদুল্লাহি আল জারাল্লাহ আল খারাফি

কুয়েত
২০১৬

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু

ওহে! আবদুল্লাহ, আমার হৃদয়ের ফল। প্রকৃতপক্ষে, এই বইটি এমন একটি অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করে যা আমরা পেরেছি। আরাধ্য পিতৃত্বের অনুভূতি হিসাবে, আপনার পিতামাতারা পাঠের বিষয়ে পাঠ দেওয়ার জন্য এটি লিখিতভাবে রাখার জন্য লক্ষ্যবস্তু করেছিলেন।

যদি সত্যই, ইতিহাসটি সাধারণত রচিত হয় এবং কাহিনীটি বর্ণিত হয়, সত্যিই তুমি, ওহে আমার প্রিয়তম একজন, তুমি কেবল আমার জন্য ইতিহাসই নন, তুমি অবশ্য ততদিন আমার হৃদয়ে বেঁচে থাকবে যতদিন আমি বেঁচে থাকি।

তোমার মা

কুয়েত ২০১৬

সূচিপত্র

উৎসর্গ	৭
প্রশংসা এবং প্রার্থনা	৮
হিউম্যান প্রিন্সকে ধন্যবাদ ও স্বীকৃতি	৯
কেন এই বই?	১১
এই গ্রন্থের সুবিধাভোগী	১২
বইটি কী বিষয়ে আলাদা করে সে সম্পর্কে পরামর্শ	১৩
ফরোয়ার্ড	১৪
বইয়ের বিষয়বস্তুগুলির আয়োজনের দর্শন	১৬
বইয়ের ভাষা	১৭
যাত্রার আগে প্রশংসার একটি শব্দ	১৮
যাত্রার মাইলস্টোনস	২১
কৃতজ্ঞতাবোধ এর ভিত্তির পরিচয়	২১
প্রশংসার ঘরে স্বর্গের বাসিন্দাদের স্থান	২৫
যারা তাদের সন্তানদের হারিয়েছে তাদের পুরস্কার সম্পর্কে কী বলা হয়েছিল	২৭
অতীতে যারা এই শোকের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাদের উদাহরণ এবং পাঠ	৩০
চাবুকানে ধৈর্য্যের ফল (পুরস্কার)	৩৪
রোগীরা সাফল্য এবং বেঁচে থাকার মানুষ	৩৫
তাদের হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হয়	৩৫
আল্লাহ্ উচ্চতর হিসেবে- তাদের ক্ষতিকে আরও ভাল প্রতিস্থাপন করবেন	৩৫
পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও পুণ্য বৃদ্ধির কারণ ধৈর্য	৩৬
ধৈর্য হৃদয়কে পরিচালিত করার একটি কারণ	৩৬
দারিদ্র্য ও কষ্টের মধ্যে	৩৭
অতিরিক্ত চিৎকার ও কান্নার বিধিনিষেধ	৩৭
মৃত সম্মানের বিষয়ে	৪০
বক্তব্যে আল্লাহর চেয়ে সত্যবাদী আর কে!	৪২
মরণমুখী মানুষ শাহাদাহকে উৎসাহ দিচ্ছেন	৪৩
(আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই)	৪৩
ইসলামে অসুস্থতার দর্শন	৪৪
ইসলামে মৃত্যু দর্শন	৪৮
ইসলামে প্রার্থনার দর্শন	৫২
প্রার্থনা ও রুকিয়াহ	৫৬
দুয়ার প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি	৬৩

দুয়ার প্রতিক্রিয়ায় শর্তাদি	৬৫
দুয়ার সাড়া প্রদানের প্রকৃতি	৬৬
বিশিষ্ট আলেমদের কাছ থেকে রুকিয়াহ শরিয়াহর বিস্তৃত বার্তার পাঠ	৬৬
উম্মু আবদুল্লাহর কাছ থেকে তার ছেলে এবং তার বন্ধুদের প্রতি চিঠি	৬৭
সাদাকাহ (দাতব্য) দ্বারা অসুস্থের চিকিৎসা	৭০
আমাকে ক্ষমা করুন ওহ আব্দুল্লাহি তবে আশা করি আপনার সাথে দেখা হবে	৭৩
এটি একটি মঙ্গলজনক যা আমাকে প্রশান্তি দেয়	৭৫
একজন রোগীকে তার সাথে আসা বা দেখা করার মাধ্যমে কী বলা উচিত	৭৬
রোগীদের সাথে থাকার পুরস্কার	৭৯
অসুস্থদের দীর্ঘায়িত দর্শন না করার জন্য সুপারিশ	৭৯
প্রশংসা গৃহে যাত্রা থেকে যা শিখেছি	৮১
আপনার বাচ্চাদের জীবনে অন্যান্য পৃথিবী সম্পর্কে আবিষ্কার	৮৮
কোন নাটকটি আমাদের বাচ্চাদের আকর্ষণ করে?	৯০
ওষুধের গুরুত্ব এবং নির্ভরতার সাথে পরিচর্যা করা	৯২
চিকিৎসা বৈধ এবং ইহা নির্ভরতার বিরোধিতা করে না	৯৪
যিনি মস্তিষ্কের রোগে মারা গেছেন তার কাছ থেকে পুনরুত্থানের সরঞ্জামগুলি সরানোর অনুমতির সম্ভাব্যতা	১০৩
রোগী এবং তার পিতামাতার এবং তার সত্যতার অস্তিত্বের জন্য চিকিৎসক পরামর্শ	১০৪
প্রশংসার গৃহে আমাদের প্রতিবেশীকে স্বাগতম: খালিদ আবদুল লতিফ আল শায়া	১০৭
সভ্যতা এবং রোগীদের প্রতি ইসলামী উম্মাহর অঙ্গীকার	১০৯
স্বাস্থ্য অনুগ্রহ	১০৯
স্বাস্থ্য ও মনস্তাত্ত্বিক যত্নে ইসলামিক অনুগ্রহ এবং এর ভূমিকা	১০৯
বাগদাদের হুমেরাল হাসপাতাল	১১১
অসুস্থ এবং অপরিচিতদের জন্য উপার্জনীয় অনুগ্রম	১১১
নিরাময় সম্পর্কে রোগীর জন্য অনুপ্রেরণামূলক অনুগ্রহ	১১২
দামেস্কের বড় নূরী মনোরোগ হাসপাতাল	১১২
সালাহ মনোরোগ হাসপাতাল	১১৩
ক্যালাউন মনোরোগ হাসপাতাল (আল মনসৌরি হাসপাতাল)	১১৩
মারাকেচ হাসপাতাল	১১৫
ইউরোপের হাসপাতাল রাজ্য	১১৬
রোগী এবং তাঁর আত্মীয়দের হাতে আমাদের অন্তরঙ্গ অক্ষসুত্র বন্ধুত্বপূর্ণ এবং মহৎ	১১৬

অক্ষসূত্র এবং এর ধরনের ব্যবহার করার বৈধতা	১১৭
ক্ষমা প্রার্থনা করার সুবিধা	১১৮
পিচ্ছিলে ফিসফিস শব্দ অস্বীকার	১২০
রাষ্ট্রদ্রোহ প্রতিরোধ এবং রোগীর উপর ফিস ফিস করে কথা বলায় ধর্মীয় জ্ঞান এবং ইহার প্রভাব	১২১
শয়তানকে ফিসফিস করে কথা বলা রোগীর সংশ্লিষ্টতা বাড়ায় এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস	১২২
অথবা এক শ্রেনীর পিতামাতা যারা তাঁর জন্য প্রার্থনা করে	১২৯
সম্পদ উৎস আবিষ্কার: আমি একজন কোটিপতি	১৩৩
গ্রহণযোগ্যতার লক্ষণগুলির মধ্যে	১৩৬
ভাল পরিণতির প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভাল স্বপ্ন	১৪০
ভবিষ্যদ্বাণী হওয়ার পরেও ভাল দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যায় এবং এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এটি একটি ভাল স্বপ্ন	১৪২
স্বপ্নে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখা	১৪২
স্বপ্নে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে দেখার সম্ভাবনা	১৪৩
মৃতকে সৎকর্মের প্রতিদান দেওয়ার বৈধতায় ইসলামের দয়া	১৪৪
আমরা কবরস্থ লোকদের কীভাবে খুশি করতে পারি?	১৪৮
জান্নাত কেবল প্রশস্ত চোখের ময়দান নয়	১৫০
জান্নাতে মুসলিম মহিলাদের জন্য দুর্দান্ত আনন্দ	১৫২
নির্মল আত্মা: ভালভাব-সন্তুষ্ট, ভালভাবে খুশীর	১৫৩
আবদুল্লাহ	১৫৫
ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা: মায় আবদুল্লাহ আবদুল আজিজ আল ফারেস	১৫৯
অন্যান্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ডকুমেন্ট তলব	১৬৩
উপসংহার	১৬৪
আত্মার সর্বশেষ দুঃখের বিষয়	১৬৫
ভ্রমণ স্টেশনগুলি কি শেষ?	১৬৬
তাহলে ছবিগুলি কোথায়?	১৬৭
বইটি কী অনন্য এবং বৈশিষ্টপূর্ন করে তোলে?	১৬৮

উৎসর্গ

আমার পুত্র আবদুল্লাহর আত্মার প্রতি যে আমাকে কৃতজ্ঞতার গৃহে আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহে এবং তাঁর সত্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাড়না করেছে।

এবং কৃতজ্ঞতা গৃহের যাত্রায় তাঁর সঙ্গীর কাছে, পথের অংশীদার উম্মু আবদুল্লাহ, প্রেমময় মা।

এবং আবদুল্লাহর বোনদের যারা তাঁকে এবং তাঁর বাবা-মায়ের প্রতি এতটা যত্ন করে।

এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্য এবং প্রিয়জনদের একজন যিনি তাঁর যৌবনত্বের দিক থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।

জীবিত থাকাকালীন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর অনুগত বন্ধুদের প্রতি যাদের সাথে তাঁর ভাল ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল।

এবং যারা তাঁর ওষুধ গ্রহনের সময় তার সুস্থতার জন্য ভালবাসিত এবং কৃপার প্রার্থনা করিত এবং আল্লাহর ইচ্ছা, অনুগ্রহ ও নেয়ামত দ্বারা প্রশংসা গৃহে তাঁর যাওয়ার পরে ক্ষমা করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন।

আমি এই বই উৎসর্গ করিতেছি।

প্রশংসা ও প্রার্থনা

সকল প্রশংসা আল্লাহর প্রতি; যিনি মহাবিশ্বের পালনকর্তা। সকল পরিস্থিতিতে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে। সকল প্রশংসা সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো প্রশংসা নয়। তিনি দান করেন এবং গ্রহণ করেন এবং তাঁর ফয়সালার জন্য মহিমান্বিত অন্য কেউ নেই। তিনি জীবন দান করেন, জীবনের আয়ু নির্ধারণ করেন.....এবং উচ্চ মর্যাদার জন্য। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা শাহাদাতের মৃত্যু পছন্দ করেন। তিনি তারুণ্যের আয়ু পূর্বাহ্নে নির্ধারিত করেন, সুতরাং তিনি তাদের পিতামাতাকে তাদের মৃত্যুর পরে প্রার্থনা করার সুযোগ দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছেন, তাদের মৃত্যুর পরে যারা উত্তম সন্তান হিসাবে তাদের জন্য প্রার্থনা করবে। তবে আল্লাহ এর প্রতিদান হিসাবে উত্তম প্রতিদান প্রদান করবেন। তিনি তাদের পরিবর্তে সর্বোত্তম প্রতিস্থাপন করেন, যেমন তিনি তাদেরকে কৃতজ্ঞতার গৃহের প্রতিশ্রুতি দেন (প্রশংসা), যদি তারা ধৈর্য ধারণ করেন, এর জন্য প্রতিদান চান, আল্লাহর প্রশংসা করেন এবং ইসত্রিজা[১] দিয়ে সান্ত্বনা দেন।

হে আল্লাহ, আপনি আপনার বান্দার উপর দয়া করুন; আবদুল্লাহ, তাকে আপনার প্রশস্ত জান্নাতের বাসিন্দা করুন, তাকে শহীদদের প্রতিদান দিন যাঁদের আপনার পিয়, মুস্তফা- আল্লাহর রহমত এবং তাঁর কবরকে হালকা করেছেন, জান্নাতের উদ্যানের মধ্যে একটি বাগান করুন, হে! মহাবিশ্বের পালনকর্তা।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে আপনার উত্তম বান্দাদের মধ্যে যারা ধৈর্যধারণ করে, যারা আপনার প্রতিদান কামনা করে, যাদেরকে আপনি ক্ষমা করেছেন এবং সন্তুষ্ট করেছেন তাদের মধ্যে আমাদের একটি করুন। হে আল্লাহ, আমাদের জীবনে এবং আমাদের কর্মে যা কিছু অবশিষ্ট রয়েছে তার জন্য দয়া করুন, আমাদের উত্তম পিতা-মাতা, আমাদের প্রিয়জন, নেককার ও শহীদদের দ্বারা আমাদেরকে আপনার উচ্চ জান্নাতের বাসিন্দা করুন, এইভাবে সেসব লোকদের সাথে চলাই ভাল। হে আল্লাহ, আমাদের বংশধরদের হৃদয় ও অন্তরকে আপনার আনুগত্যের প্রতি ভালবাসা এবং আবেগ দিয়ে পূর্ণ করুন, যাতে আমরা এখানে এবং পরকালে এটিতে সফল হতে পারি।

[১] বলার মাধ্যমে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন (নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর অন্তর্ভুক্ত এবং অবশ্যই তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব।)"

দি হিউম্যান প্রিন্সের ধন্যবাদ ও স্বীকৃতি [১]

তিনি প্রশংসার গৃহে আমাদের ভ্রমণের সময় আমাদের হৃদয়ে ছাপ রেখেছিলেন। তাঁর উচ্চ রাজকীয় আশ-শাইখ সাবাহ আল আহমাদ আল-জাবির আস-সবাহ, মানবিক রাজপুত্র ..... কুয়েতের আমির। তিনি তার জনগণ এর জন্য স্নেহশীল থাকতে পছন্দ করতেন। আমি এবং আমার পুত্র তার প্রতি যত্নশীল। অতিরঞ্জন ও স্বতঃস্ফূর্ততা ছাড়াই অসুস্থতার শুরু থেকেই তিনি আবদুল্লাহর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি সাধারণত তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যেহেতু তিনি জানেন যে তিনি তাঁর পিতা-মাতা ও বোনদের একমাত্র পুত্র সদ্য স্নাতক, যদিও আল্লাহ তাঁর বিষয়গুলিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ রাখেন।

আবদুল্লাহ মারা গেলে আল্লাহ তার প্রতি শান্তি প্রদান করুক, তাঁর অনুসারিরা তাঁর সমাধিস্থলের অনুসরণ করে, তাঁর শোকের অনুষ্ঠানে শিষ্ঠাচারের সাথে ব্যাপকভাবে উপস্থিত। বুধবার সন্ধ্যায় ০১/১০/২০১৪ তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানটি শেষ হয়ে গেলে, বৃহস্পতিবার সকালে ২/১০/২০১৪ তে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত শিথিলতা লক্ষ্য করেছেন। কোনও চালক বা সুরক্ষা বা সুরক্ষা ছাড়াই তিনি শুধুমাত্র একজন চালক নিয়ে এসেছিলেন। কারণ তিনি জানেন যে কুয়েতের মানুষের হৃদয়ই তাঁর আসল সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা।

তিনি তাঁর শোক সফরে সময় কাটিয়েছিলেন, যেখানে তিনি তাঁর বিশাল উদ্বেগের জন্য তাঁর জন্য আমার প্রশংসা শুনেছিলেন। কুয়েতে এবং কুয়েতের বাইরে তার চিকিৎসার জন্য আমি তাকে প্রশংসিত ও স্বীকৃতি দিয়ে এবং যারা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, তাদেরকে আমি সততার দৃষ্টিতে দেখি। আমি তাকে অহংকার না করেই বলেছিলাম - বর্তমানে আমার কেবল একই অবনতি ঘটেছে, যখন তিনি উচ্চ মর্যাদাশীল ছিলেন, তিনি তাঁর মূল্যবান কন্যা সালওয়াকেও হারিয়েছিলেন, তিনিও আব্দুল্লাহর মতো একই অসুস্থতায় ভুগছিলেন, এই রোগটি যে কোনও রোগ ছাড়াই শরীরের সমস্ত অংশকে আক্রমণ করে। সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর প্রশংসা করুন।

সহানুভূতিশীলরা তার সময় সম্পর্কে অবগত এবং তারপরে তিনি চলে গেলেন। তবে আমি তাকে তার গাড়িতে করে দেখার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যাতে তাঁর এই সফরের জন্য আমার উপলব্ধি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে তিনি নিজের আসনে রয়েছেন এবং আমি শপথ করেছিলাম যে আমার জায়গা ছেড়ে যাব না। আল্লাহ যেমন চান, আমি তা প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছি, যেমন আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং শপথ দিয়ে বলি যে, তাকে ধন্যবাদ জানাতে এবং প্রশংসা করার জন্য আমাকে তাঁর গাড়িতে করে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু যখন সে জোর দিয়েছিল, আমার উচিত আমার জায়গায় থাকা, আমি তাঁর সাথে মজা করে বললাম - তাঁর উচ্চতা - "আপনার সম্মান দীর্ঘায়ু থাকতে পারে ... এর অর্থ, আমাকে তিন দিন উপবাস করতে হবে

[১] এই নিবন্ধটি এআই-কাবাস ম্যাগাজিন, ১৭ জানুয়ারী, ২০১৭ প্রকাশ করেছে।

আপনাকে দেখার জন্য আমার শপথটির প্রায়শ্চিত্ত করতে..." তার প্রাকৃতিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে, প্রশস্ত হাসি দিয়ে তিনি বললেন, "আমাকে তিন দিন পরে রোজা রাখতে হবে"।

আমরা সকলেই হাসলাম, এবং তিনি আমার পরিবারের মধ্যে অন্য যে কারো চেয়ে বয়স্ক এবং আরও সম্মানিত ব্যক্তি, যে তাঁর খ্যাতি প্রাপ্য- আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন। এর দ্বারা কুয়েতে নেতা ও নেতৃত্বের মধ্যে আমাদের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষ চরমে উঠলো। সেই দিন থেকে, আমি জীবনটি বুঝতে পারি এবং কুয়েতের শাসকগণ এবং কর্তৃত্বপ্রাপ্তরা এবং রাজপরিবারের সদস্যরা তাদের লোকদের সাথে মিশেছি; তাদের সুখ এবং দুঃখ অংশগ্রহণ। এবং এটি তাদের কাছে বিস্ময়কর নয়। শাসক ও শাসকের মধ্যকার সম্পর্কের কারণে কুয়েত সমাজ এটাই উপভোগ করে।

আমরা আপনাকে উচ্চতা ধন্যবাদ, হিউম্যান প্রিন্স

কেন এই বই?

সাতটি কারণে:

১। কারণ এটি কোনও অভিজ্ঞতার ব্যথা এবং যাচাইয়ের বিবরণ দেওয়ার একটি উপায়, সম্ভবত এটি কার জন্য প্রয়োজন হতে পারে তার পক্ষে এটি কার্যকর।

২। কারণ, এটি প্রথম ধরণের, যা নিম্নলিখিত সম্পর্কে যা জানা উচিত তা ব্যাখ্যা করে: * অসুস্থতা * ঔষধ প্রয়োগ * মৃত্যু।

৩। কারণ এটি জীবনের সমস্ত কাজে অসাবধানতা, অজ্ঞদের জন্য অন্তর্দৃষ্টি এবং কঠোর পরিশ্রমের জন্য প্রয়োগের আহ্বান।

৪। কারণ এটি সুগন্ধযুক্ত অতীত এবং বহিঃস্থ কঠোর উপস্থিতির মধ্যে একত্রিত হয়েছে, একটি বইয়ের বক্তৃতা এবং বিষয় বস্তুতে।

৫। কারণ, এটি তাদের জন্য একটি উপহার যা তাদের বিষয়টির প্রয়োজন হতে পারে, এতে অন্তর্দৃষ্টি এবং স্মরণীয়তা রয়েছে।

৬। কারণ, এতে দরকারী তথ্য, ভাল জ্ঞান এবং নতুন বেনিফিট প্রাপ্তি রয়েছে।

৭। কারণ, এমন কিছু লোক রয়েছে যাঁদের কিছু অভিজ্ঞতা ছিল যা সামগ্রীতে সমৃদ্ধ, তবে তাদের কাছে এটি বর্ণনা করার সুযোগ নেই বা অন্যদের উপকার করার জন্য বোঝা বা প্রভাব ছাড়াই তাদের অভিজ্ঞতা সংকলন করার ভাল ব্যাখ্যা নেই।

এই গ্রন্থের সুবিধাভোগী

১। অসুস্থতা এবং তাদের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে ক্ষতিগ্রস্থ।

২। চিকিৎসকরা।

৩। তাদের বাচ্চাদের এবং তাদের প্রিয়জনের মৃত্যুতে ক্ষতিগ্রস্থ।

৪। যারা ওষুধের জন্য বা তাদের দেশের বাইরে সাধারণত কুয়েতে চলে যায় এবং বিশেষত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে।

৫। আগ্রহী স্বাস্থ্যকর যারা অসুস্থতার সংস্কৃতি, চিকিৎসা সংস্কৃতি, শিশু এবং প্রিয়জনের মৃত্যুর বিচারের সংস্কৃতি দিয়ে সজ্জিত হতে চান।

আমরা তাদের অনুরোধ করছি, আদেশ না দিয়ে, আমাদের জন্য প্রার্থনা করার জন্য, আল্লাহ তাদের প্রতিদান দিন এবং তাদেরকে পুরস্কৃত করুন।

বইটি কী আলাদা করে দেয় সে সম্পর্কে টিপস

এটি জানা যায় যে তাঁর বইয়ের জন্য লেখকের প্রশংসা সমালোচিত। আল্লাহ জানেন যে আমরা গ্রন্থের কারণে প্রশংসা অর্জন করার লক্ষ্য রাখিনি। এটি আল্লাহর ইচ্ছা যে, গ্রন্থটি প্রকাশের আগে দেওয়ার আগে ব্যাকরণগত ত্রুটিগুলি পরীক্ষা করার প্রয়োজন ছিল, যা পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে সেরা পছন্দ ছিলেন বিশিষ্ট ভাই ডঃ আহমদ সাইয়্যিদ আহমদ আলি, দ্বারা সম্পন্ন আল-আজহার আশ-শরীফ থেকে ব্যাকরণগত চেকিং এবং তাঁর মূল্যবান পর্যবেক্ষণ, উল্লিখিত কিছু হাদীসের বিবরণ এবং ব্যাকরণগত পর্যবেক্ষণ সম্পর্কিত তাঁর প্রচেষ্টার জন্য তিনি প্রশংসা পেয়েছেন। তিনি উৎসাহী এবং বইয়ের কোর্সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। তিনি আমাকে তাঁর মূল্যবান পর্যবেক্ষণগুলির ভিত্তিতে, আরবী ও ইসলামিক গ্রন্থাগারের অন্যান্য বইয়ের মধ্যে বিষয়টিকে আলাদা করার বিভিন্ন উপায়ের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। যদিও আমি এই বইটি ডঃ আহমদ সায়্যিইদ দ্বারা বর্ণিত ক্ষেত্রগুলির তুলনায় পৃথক পৃথক জায়গাগুলির উল্লেখ করে প্রশংসা বা সুপারিশ করে আমার লেখার সূচনা করতে চাই না, তবে বইয়ের শেষে আমি সিদ্ধান্তটি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং সম্মানিত পাঠকের কাছে বইটির সন্ধান ও সুবিধাগুলির বিমূর্ততা যা এই জীবনে শেষ হয় "কৃতজ্ঞতার প্রতি আমার যাত্রা" দিয়ে এটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে।

অগ্রবর্তী বিবরণ

নিঃসন্দেহে বইটি সম্পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে শুরু হয়েছে যে, হাদীসে আল্লাহর ওয়াদা যা এই বইয়ের প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছিল তা পূর্ণ হবে। রেফারেন্সটি ইঙ্গিত দেয় যে, মহান আল্লাহ তাঁর স্বর্গদূতদের জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করার আদেশ দেবেন যা তার সন্তানের জন্য যে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ হবে, তার জন্য ধৈর্য্য ধারণ করবে, মহান আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং নিজেকে 'ইসতির্জা' দিয়ে সান্ত্বনা প্রদান করবে, অর্থাৎ তিনি "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর এবং আমরা অবশ্যই তাঁরই দিকে ফিরে যাব।" আল্লাহর ইচ্ছায় এটি আল্লাহর কিতাব এবং নবীর ঐতিহ্যের ক্ষেত্রের এক আশীর্বাদী যাত্রা। এর সাথে আমরা পর্যায়ক্রমিক সময়ে আমাদের বিনীত অভিজ্ঞতার কথা জানানোর চেষ্টা করি অসুস্থতা, চিকিৎসা এবং আবদুল্লাহর মৃত্যু যার দ্বারা এটি উপকৃত হতে পারে।

নিঃসন্দেহে বইটি সম্পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে শুরু হয়েছে যে, হাদীসে আল্লাহর ওয়াদা যা এই বইয়ের প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছিল তা পূর্ণ হবে। আল-কাবস পত্রিকায় আমার চমৎকার চেনাশোনা সিরিজের ধারাবাহিকতায় পাঠকদের এবং তাদের অনুসরণের কারণে, এই বইটি প্রকাশে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমি অনেক অনুপ্রাণিত।

বইয়ের বিষয়বস্তুগুলি সাজানো প্রক্রিয়ার দর্শন

বইটি অধ্যায় এবং ইউনিটে বিভক্ত করা হয়নি, যেমন আমি বইয়ের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে আমার অন্যান্য বইগুলিতে করতাম। এই বইটি যেমন সম্মানিত পাঠকের কাছে প্রকাশ পেয়েছিল, উদয় হওয়া ধারণার আকারে যা আবদুল্লাহর সাথে কৃতজ্ঞতার সাথে যাত্রার মাইলফলকের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, আমি যৌক্তিক বিন্যাসকে বিবেচনা না করে বিষয়বস্তুগুলি সাজিয়েছি, যা এই অধ্যায় এবং ইউনিটগুলিতে সাজিয়ে তুলতে পারে। বিষয়বস্তুগুলির বিন্যাসের প্রত্যাশিত যৌক্তিকতাকে বিবেচনা না করে আমরা এই বিষয়টিকে অন্য বিষয়বস্তুতে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সেই মাইলফলকের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে উদ্দীপনার উপাদান বজায় রাখতে পারি। এই ব্যবস্থা করার আরেকটি কারণ হ'ল বইটির বেশিরভাগ বিষয়বস্তু জার্নাল নিবন্ধ আকারে শুরু হয়েছিল যা পুরো এক বছর ধরে সাপ্তাহিক ঘাঁটিতে অব্যাহত ছিল। আমরা সকলেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে পারে নিবন্ধের সীমা এবং আকার জানি, সেই আল-কাবস সংবাদপত্রের বিষয়ে কম কথা বলি যার নির্দিষ্ট রীতিনীতি কঠোরভাবে মেনে চলা দরকার। সুতরাং, আমি এবং অন্যান্য লেখকদের তাদের নিবন্ধগুলি লেখার সময় তাদের বিধি বিধানগুলি মেনে চলতে হবে। আর একটি কারণ হ'ল এই নিবন্ধগুলির দুর্দান্ত গ্রহণযোগ্যতা, যার মধ্যে আমি আমার অভিজ্ঞতাটি সকলের উপকারের জন্য স্থানান্তর করতে চেয়েছিলাম, তাই অন্যরা অসুস্থতা, চিকিৎসা এবং মৃত্যুর জ্ঞান সম্পর্কে শূন্য স্তরের তথ্য থেকে শুরু করবে না। আমি প্রকৃতপক্ষে তার নিবন্ধের বইয়ের সিরিজের পরিবেশনায় এর প্রকাশের তারিখ অনুযায়ী, একইভাবে নিবন্ধ এবং বইয়ের মধ্যে সম্পর্ক উল্লেখ করেছি। এবং কীভাবে এটি ভ্রমণের স্টেশন হিসাবে বিবেচিত হয়। এই বইয়ের বিষয়বস্তুর জন্য আমি কোন শিরোনামটি বেছে নিই। এই সিরিজের এই বিন্যাসের অর্থ এমন একটি বিন্যাস নয় যা বিষয়গুলির গুরুত্ব এবং এর সুবিধাগুলি সরবরাহ করে। তবে, সমস্ত বিষয় দরকারী। তারা সব ব্যাপক। আমি এতে পার্থক্য দেখিনি যা এগুলি অধ্যায় এবং ইউনিটগুলিতে সাজিয়ে দেওয়ার পরোয়ানা দিতে পারে। তেমনি, এই গ্রন্থগুলির প্রকৃতিটি বিদ্যা ও গবেষণার পদ্ধতিগুলির বন্ধন ব্যতীত সংকলিত করা উচিত যা কিছু পাঠকের পক্ষে নিস্তেজতা সৃষ্টি করতে পারে এবং এই লেখাগুলির উদ্দেশ্যগুলি থেকে তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারে।

বইয়ের ভাষা

সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ধন্যবাদ দেওয়ার পরে যিনি আমার পক্ষে প্রধান-সম্পাদক হিসাবে পনেরোটি বই এবং একাধিক ধারাবাহিক নিবন্ধ প্রকাশ করা সহজ করেছিলেন, আমার সমস্ত লেখাগুলি তাদের বিষয়গুলি অনুসারে বোধগম্য ভাষায় রচিত। সমালোচনা ছাড়াই সরলতার জন্য - সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে ধন্যবাদ - বইগুলি ভালভাবে গৃহীত হয়েছিল। বইগুলির বিষয়গুলি ডকুমেন্টারি যা প্রকৃতির বিশ্লেষণাত্মক নয় যা ইতিহাস এবং রাজনৈতিক ধারণার বিশেষজ্ঞ গবেষকদের কাজ।

এই জাতীয় বইয়ের সমাপ্তির কারণ যা যা নির্দিষ্টভাবে এখনও পরিষেবাটি এখনও সম্পন্ন হয়নি তা যাচাই করা হয়নি যাচাইকরণের প্রয়োজনীয়তা। এটি হ'ল সাধারণ কুয়েতের বিখ্যাত পুরুষ ও মহিলা বিশেষত অতীত ও বর্তমান কুয়েতে, পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জীবনী এবং পরিচালনকারীদের জীবনী যাচাইকরণ। সুতরাং প্রয়োজনের ভিত্তিতে বিশ্বাসের (বিশ্বাস) সামাজিক ও শিক্ষার ভাষ্য সহ সৎ ও নগ্ন ইতিহাসের বর্ণনামূলক ভাষা ব্যবহার করা স্বাভাবিক।

যদিও এই বইয়ের ভাষা গভীর অনুভূতিতে লেখা হয়েছিল, যা প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠায় লেখকের অশ্রুতে মিশে যায়। পাঠগুলি কালি দিয়ে মিশে গেছে, এমন বাস্তব অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করে যা তথ্য বা অনুমানযোগ্য ফ্রেমের কাজ হতে পারে না, বা তৎপর্যপূর্ণ যুক্তিও হতে পারে না। আমি প্রায়শই এই উক্তিটির কথা স্মরণ করি যা বলে: "যা কিছু অন্তর থেকে উদ্ভূত হয় তা হৃদয়ে পৌঁছায়, এবং যা কিছু শোনার থেকে আসে, তা শোনার পথ অতিক্রম করতে পারে না"।

এটি বইয়ের ভাষা এবং এর বক্তৃতার প্রকৃতি গঠনের জন্য ব্যবহৃত আত্মা। যদিও আরবী ভাষা সম্ভবত বইটির নির্বাচিত ভাষা, তবে আরবি ভাষাটি বিভিন্ন অভিব্যক্তির শিম; এটিতে সাহিত্য গ্রন্থ, ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য এবং শালীন একাডেমিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি আন্তরিকভাবে বহন করে এবং লেখকের আগ্রহ এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ফ্লিপ হয়। আরবি ভাষা সুস্পষ্টভাবে মহৎ কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, যদি এটি একটি পর্বতের উপরে স্থাপন করা হয় তবে তা মহান আল্লাহর কাছে বশ্যতা সহকারে চিড় ধরবে। এটি কুরআন অবতীর্ণ করার জন্য ব্যবহৃত ভাষার দুর্দান্ত আশীর্বাদ প্রদর্শন করে। এটাই যে, মহান আল্লাহ তায়ালা আরবের মধ্যে স্বচ্ছ ও স্পষ্টতাকে এ জাতীয় বিশালতার একটি আয়াত সম্পাদন ও তদন্ত করার জন্য চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন এবং তারা ব্যর্থ ও বোকা।

মূল বিষয়বস্তুতে, লক্ষ্যটি হ'ল এই বইটি সংকলন করতে ব্যবহৃত ভাষার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা, এবং এটি মিশ্রিত হৃদয় থেকে বাহির বা অনুকরণ ছাড়াই বেরিয়ে এসেছিল। এটি লেখকের অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য প্রকাশিত হয়েছিল, সুতরাং আঙুলের নখের জন্য এমনকি এর বিশ্বাসযোগ্যতার সংশোধন করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ সর্ব সাক্ষী রয়েছেন। এই বইয়ের কিছু অংশে ভাষার একাকীত্ব প্রদর্শনের কৃতিত্বের দাবিদার জনাব হাজিম আলি মাহিরের প্রচেষ্টার প্রশংসা করা প্রয়োজন হতে পারে।

যাত্রা করার আগে প্রশংসার একটি শব্দ [১]

শুরু করার জন্য, উদ্দেশ্যটির বিষয়টি তার সুবিধার সাধারণত্বকে সীমাবদ্ধ করে না। এই অবস্থানগুলি আমার পুত্র আবদুল্লাহর সাথে কৃতজ্ঞতার ঘরের উদ্দেশ্যে আমার ভ্রমণের দর্শনীয় স্থান, যা মহান আল্লাহ - মহান - তাঁর নবীর মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন - আল্লাহর রহমত এবং দয়া তাঁর উপর - যে বাবা-মা এই বলে পুত্র-কন্যার হত্যার ট্র্যাজেডিকে স্বীকার করে। আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর কাছে, বিশ্বজগতের পালনকর্তা) এবং তাদেরকে উদ্ধার করে বলেছিলেন "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর এবং আমরা অবশ্যই তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব।" এটি সহীহ হাদীসে আহমদ ও তিরমিযীর বর্ণনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমার এই যাত্রার প্রথম স্টেশনটি হৃদয় থেকে সত্যবাদী কথা হবে, আমি আবদুল্লাহকে ভালবাসি এবং তার পুনরুদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করে এমন সকলের প্রতি এটি নির্দেশ করতে চাই এবং তাঁর মৃত্যুর পরে তাকে ক্ষমা ও আশীর্বাদ পাওয়ার জন্যও প্রার্থনা করেছি। তারা তাঁর পিতামাতাকে ভালবাসে এবং তাদের ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের জন্য প্রার্থনা করেন। এটি তাই, আমি সাধারণভাবে কুয়েতের জনগণের, রাজপুত্র, সরকারী কর্মকর্তা ও নাগরিকদের প্রতি তার চিকিৎসার সময় এবং তারপরে মৃত ব্যক্তির প্রতি তাদের অমূল্য সমর্থন ও মমত্ববোধের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরে।

আমার ভাই-বোনেরা, আবদুল্লাহর চিকিৎসার সময় এবং মৃত্যুর পরে যারা প্রার্থনা করেছিলেন, তারা কুয়েতের অভ্যন্তরে ও বাইরে বিভিন্ন উপায়ে এবং সমবেদনা জানিয়েছেন। আল্লাহ আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং আমি আপনাদেরর সত্য অনুভূতি যা অন্তরকে সান্ত্বনা দেয় তার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই: আমি, তার প্রিয় মা, ভাইবোন এবং পরিবার। আপনার সমর্থন আমাদের আত্মার মধ্যে সান্ত্বনা এবং আশ্বাস পাঠিয়েছে। আমরা নিশ্চিত যে আল্লাহ তাঁর বান্দা ও শক্তি দ্বারা আমাদের প্রতিশ্রুতি হিসাবে আমাদের প্রার্থনা কবুল করবেন। আমরা বিশ্বাস করি যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে যেভাবে প্রার্থনার বিভিন্ন উপায়ে উত্তর দেওয়া যেত- আল্লাহর রহমত ও রহমত তাঁর উপর হয়। এই দুনিয়াতে বাসনা অর্জনের দ্বারা, অথবা শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিদান রেখে, বা এর মতো ত্রুটিগুলি উপেক্ষা করে। আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি (মহিমান্বিত) প্রতিশ্রুতি অনুসারে সেই সমস্ত সুসংবাদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অংশের জন্য আবদুল্লাহকে দান করুন। আমি এখানে আপনার কাছে সুসংবাদ দিয়েছি যে পন্ডিগণ রায় দিয়েছেন ক্যান্সারের ফলে যে কেউ মারা গেলে সে একজন শহীদ, বিভিন্ন শহীদদের উল্লেখযোগ্য সত্য বিবরণ থেকে অনুমিত হয়। সেগুলি হ'ল: আল্লাহর পথে মৃত্যুবরণকারী, মহামারীজনিত রোগে মৃত্যুবরণকারী, অন্ত্রের অসুস্থতায় মারা যাওয়া, ডুবে যাওয়া, জ্বলন্ত এবং নষ্ট হওয়া। এটি মুহাম্মদের অনুসারীদের প্রতি একটি বড় করুণা, এত বেশি শহীদ থাকা যে তাদের পিতা-মাতা এবং লোকদের জন্য সুপারিশ চাইবে। আমরা আবদুল্লাহকে এ দলগুলির মধ্যে একটির জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহকে চাই, যাতে আল্লাহ আমাদের মধ্যস্থতা দান করেন। কেন না আমি ধরে নিচ্ছি যে আমি কৃতজ্ঞতার গৃহটির দিকে তাকিয়ে আছি যা আল্লাহ প্রিয় আবদুল্লাহর মাধ্যমে আমাদের জান্নাত দান করবেন।

[১] এই নিবন্ধটির একটি অংশ আল-কাবাস ম্যাগাজিন, ১২ অক্টোবর, ২০১৪ প্রকাশ করা হয়েছে।

এটা যেন আমি জান্নাতে আমাদের জন্য প্রস্তুত বালিশের দিকে তাকিয়ে আছি, যা মহান কোরআনে বর্ণিত আছে। মনে হ'ল আমি তাকে পরিচ্ছন্ন কাপড়, সজ্জিত, জ্বলজ্বলে সিল্কে দেখছি। যেন আল্লাহর উপস্থিতিতে আছি। আমি ভাবনার জগতে সাঁতার কাটছি, জান্নাতের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমার মেঘলা কল্পনা রেখে যা জান্নাত সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহে উল্লিখিত ছিল এবং এতে সেখানে উত্তেজনা রয়েছে, জান্নাতে কি আছে, কোন চোখেই দেখা যায় না, এটি কানে শুনেছিল না, না আত্মা দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

যেহেতু আল্লাহ তাকে এবং আমাদেরকে আশীর্বাদ করেছেন, জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনের তৃতীয় দিন, যখন হাজ্জিগণ আল্লাহর পবিত্র ঘরে যাচ্ছিলেন, তখন এগুলি আবদুল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা ও সন্তুষ্টির মহান লক্ষণ, কুয়েতে ও অন্যদের শহীদদের একজন হিসাবে, লোকেরা স্বেচ্ছায় তাঁর পক্ষ থেকে হজযাত্রা পালন করেছিল এবং যাদের সৌভাগ্য হয়েছিল তারা বলবে যে তারা আবদল্লাহকে সন্তোষজনক অবস্থায় দেখেছিল। এই দর্শনগুলি জাগিয়ে তোলে যে তিনি আল্লাহর সন্তুষ্টিতে সুখী এবং প্রশান্ত।

লোকেরা তাঁর ভূমিতে আল্লাহর সাক্ষী নবী আমাদের জানিয়েছিলেন - এটি আমাদের কাছে সুসংবাদ নিয়ে আসে। মাগরিবের নামাজের ডাক দেওয়ার পরে তাঁর সমাধিস্থল এবং জানাজার আয়োজনে অংশ নেওয়া লোকের সংখ্যা বেড়েছে। এই দিনগুলিতে তাঁর পাশে সমাহিত অন্যান্য আট মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সাথে এটি একটি বিরল ঘটনা। তারা জেনে গিয়েছিল যে, যারা এসেছিল তারা তাঁর পরিবারের কাছ থেকে কোন পার্থিব লাভের বিষয়ে আগ্রহী ছিল না, তেমনিভাবে, জমায়েতে যারা এসেছিল, তারা মাগরিব ও দাফন শেষে তাদের প্রস্থান স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তারা প্রচুর ভিড়ের কারণে সমাধিস্থলে তাদের সমবেদনা জানায়নি, বরং পরের দিন বিশেষ পরিস্থিতিতে শোক প্রকাশের জন্য বিলম্ব করে হলেও তারা জিলহাজ্জের সপ্তম দিনের উপবাস ও উপভোগ করতে আগ্রহী ছিল।

একই সাথে এত বৃহৎ সংখ্যক কুয়েতের লোকজন যেভাবে আরাফার পাহাড়ে পবিত্র হজ যাত্রা পালন করার কারণে আবদুল্লাহর সন্মানার্থে নামাজ আদায় করার জন্য সমবেত হয়েছিল। এই দুনিয়াতে মহান আল্লাহর উপহারের সমতুল্য কিছুই নেই। এগুলি হ'ল আরাফার দিনে আরাফার পাহাড়ে কুয়েতবাসী ও অন্যান্য প্রিয়জনদের কাছ থেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রশংসায় এই বিপুল সংখ্যক লোকের প্রার্থনায় সমবেত হওয়া ।

শেষ অবধি, আমি আপনাকে আমার কাছ থেকে অতিরঞ্জন ছাড়াই বলতে পারি - কারণ আমার কথাটি সমালোচিত হতে পারে - অনেকেই তাঁর সমাধির আগে তাঁর আলোকিত মুখ লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পরে তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রশংসা তাঁর জন্য আনুকূল্য স্বরূপ।

আল্লাহ আপনার ও তাঁর মূল্যবান প্রার্থনার জন্য আমাদের রক্ষা করুন। এবং আমরা আপনার পক্ষ থেকে আমাদের পক্ষ থেকে এবং আমাদের পুত্র এবং আপনার ভাই আবদুল্লাহর পক্ষ থেকে অনুরোধ করছি, আল্লাহ তাকে অনুগ্রহ করুন - আপনি যখনই আপনার প্রিয়জনদের জন্য প্রার্থনা করেন তখন তাঁর জন্য প্রার্থনা চালিয়ে যান এবং তিনি তাদের অন্যতম। সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রশংসা।

ভ্রমণের ধারাবাহিকতা

কৃতজ্ঞতার গৃহের পরিচয়

(প্রাসাদ, তাঁবু, ঘর)[১]

আমি প্রকৃতপক্ষে এই অনুধাবনাকে একটি সুন্দর ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঐতিহ্য থেকে অনুধাবন করেছি যে, যে কেউ একটি শিশুকে হারিয়েছিল এবং তাকে সুসংবাদ দিয়েছিল যে সে যদি আল্লাহর প্রশংসা করে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে পুনরুদ্ধার করে, তবে তার পুরস্কার তার এক প্রকারের কাজ (প্রশংসা)ও হবে তিনি যা করেন তার তুলনায় আরও বড় এবং করুণাময়। তাদের জান্নাতে "কৃতজ্ঞতার গৃহ" নামে একটি বাড়ি দেওয়া হবে। আবু মুসা আল-আশরিয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর সালাত রেখেছেন: "যখন একজন মানুষের পুত্র মারা যায়, তখন আল্লাহ তার ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন," আপনি কি আমার বান্দার ছেলেকে ধরেছেন? "তারা বলবে:" হ্যাঁ "। আল্লাহ বলবেন:" আপনি কি তাকে তাঁর অন্তরের ফলকে অস্বীকার করেছেন? "তারা বলবে:" হ্যাঁ "। তিনি জিজ্ঞাসা করবেন:" আমার বান্দা কি বলেছিল? "তারা বলবে: সে তোমার প্রশংসা করেছে এবং আপনার কাছ থেকে একটি পুরষ্কার পুনরুদ্ধার। " আল্লাহ বলবেন: "আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি কর এবং এর নামকরণ কর "কৃতজ্ঞতার গৃহ "।

দেখা যায় যে এই হাদিসটি সেই ঘরটিকে আহ্বান করেছে যে আল্লাহ তার পুত্রের মৃত্যুর প্রতিদানের জন্য "প্রশংসার ঘর" এর জন্য প্রস্তুত ও প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। অতএব, পন্ডিত এই নামটি বাড়ির নামকরণ থেকে অনুধাবন করেছেন যে (অসুস্থতা এবং ট্র্যাজেডি) এই ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ কারণ নয়, কারণ এটি পছন্দমত একটি কাজ নয়, বরং ধৈর্যই এই পুরষ্কারের দিকে নিয়ে যায়। এটি ইবনে আবদুস সালাম এবং ইবনে কাইয়িমের অবস্থান, এবং উভয়েই বলেছিল: "কেবলমাত্র এই ঘরটি যদি সে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং পুনরুদ্ধার করে তবে তার ট্র্যাজিকের কারণে নয়। ট্র্যাজেডির প্রতিদান পাপের কাফফারা। তবে সঠিক মতামত এর পরিপন্থী ... এবং স্পষ্টতই ঘর বানানোর বিষয়টি থেকে এই যে, আল্লাহর প্রশংসা ও সন্ধান করা একত্রে পুরষ্কারের কারণ এবং তাই, যদি একজন অন্যকে ছাড়া পালন করা হয় তবে তার পক্ষে কিছুই নির্মিত হবে না। ভিত্তিক ' এর উপর, নামকরণের পেছনের উপমাটি বলতে হবে: তারা এটিকে প্রশংসা ও পুরষ্কারের সন্ধানের ঘর বলেছে, তবে এর নিকটতম অর্থ হল যে পুরষ্কারের দিকে নিয়ে যাওয়া গুণটি প্রশংসা, তাই সন্ধান করা।

[১] এই নিবন্ধটির একটি অংশ আল-কাবাস ম্যাগাজিন, ১৯ অক্টোবর, ২০১৪ প্রকাশ করেছে।

[২] তাঁর সহীহ (হাদীস নং ১০২১) -তে তিরমিযী থেকে বর্ণিত, ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে (হাদীস নং ১৯৭২৫), ইবনে হিব্বান তাঁর সহিহ (হাদীস নং ২৯৪৮), বায়হাকী তাঁর সহিহ (হাদীস নং ৭১৪৬), সরীহ সুন্নাহে বাঘাওয়ী (হাদীস নং ১৫৫০), মুনথিরি তারগিব ও তারহিবের (হাদীস নং ৩০৬৫), জামিউউ কবিরের সুয়ূটি (হাদীস নং ২৮০৮) এবং মাওরিদ জামে'আনের হাইথামিয়ী (হাদীস নং ৭২৬)। আত-তিমিথিয় বলেছিলেন - শব্দটি তাঁর অন্তর্গত - "ভাল তবে অদ্ভুত", আল.-বানিয়ে এটি ভাল বলে নিশ্চিত করেছেন এবং সিলসিলাহ সহিহাহ্ (ভলি-৩/৩৯৮) (হাদীস নং ১৪০৮) এ উল্লেখ করেছেন। তিনি এ সম্পর্কে তাঁর কথায় মন্তব্য করেছিলেন "ঐতিহ্য, এর সামগ্রিক চেইনে, সর্বনিম্ন মর্যাদায় ভাল।"

পুরস্কারটি কেবল প্রশংসা ও বিকল্প ছিল, নামটি দেওয়ার জন্য (বাড়িটি) দেওয়ার প্রমাণের ভিত্তিতে।[১]

যা জানা যায় তা হ'ল আল্লাহ তাঁর উত্তম বান্দাদের কাছ থেকে জান্নাতুল ফেরদাউসের প্রতিদান হিসাবে তাঁর (উত্তম) উপস্থাপিত উপহার হিসাবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যেমন তাঁর বাণীতে: "আল্লাহ মুমিনদের সাথে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন - পুরুষ ও স্ত্রীলীগন, যে নদীর তলদেশে নদীসমূহ; সেখানে চিরকাল বসবাসের জন্য প্রবাহিত হবে এবং ইদন (জান্নাত) উদ্যানগুলিতে সুন্দর বাসস্থান, তবে সর্বাধিক পরম আনন্দ আল্লাহর সন্তুষ্টি, এটিই চূড়ান্ত সাফল্য "এবং জান্নাতীদের বাসস্থানগুলির একটির সাথে উল্লেখ করা হয়েছে তিনটি শব্দ যথা; প্রাসাদ (বা ঘর), তাঁবু এবং তৃতীয়টি হল কক্ষ।

প্রাসাদগুলি সম্পর্কে, তারা নবীজির অনেক বাণীতে উল্লেখ করা হয়েছিল - আল্লাহর প্রসন্নতা ও দয়া তাঁর উপর - "প্রাসাদ বা বাড়ী" শব্দটি সহ, উদাহরণস্বরূপ, নবীজির উক্তি - আল্লাহর শান্তি ও করুণা হতে পারে তার উপর - "যে ব্যক্তি দশবারের মধ্যে" কুল হুওয়াল্লাহু 'আহাদ "[৩](সূরা ইখলাস) তেলাওয়াত করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে একটি প্রাসাদ প্রদান করবেন" [৪]। তাঁবুগুলি সম্পর্কে, আল্লাহর বাণীতে এটি প্রকাশিত হয়েছিল: "হরিস (সুন্দর, সুন্দরী স্ত্রীলোক) মণ্ডপে (তাঁবুগুলিতে) রুদ্ধ ছিল।[৫] এদিকে," কক্ষগুলি "শব্দটি মহান কুরআনে অনেক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে, উদাহরণস্বরূপ: আল্লাহর বাণী যা এইভাবে চলেছে: "তবে যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং তাদের প্রতি তাদের প্রতি আল্লাহকে ভয় করে তারা উচ্চ কক্ষ নির্মিত হয় ...." [৬] এবং তাঁর বক্তব্য: "... তবে কেবল তিনিই আল্লাহকে বিশ্বাস করেন, এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে; তবে তাদের কৃতকর্মের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার হবে এবং তারা শান্তি ও সুরক্ষায় উচ্চ কক্ষগুলিতে থাকবে।[৭]

যখন "বাড়ি" শব্দটি জান্নাতে উল্লেখ করা হয়েছে, তখন এটি "প্রাসাদ" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, এটি ইমাম নওয়াওয়ীর মতামতের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে, যা আল-খাতাবির সাথে সম্পর্কিত।

.....

১ আল-মুনাভি ফয়েদুল-কাদির, শরিহ আল জামিয়ু আস-সগীর (১/৪৪০), উৎস: মক্তব তিজারিয়াহ কুবরা, প্রথম মুদ্রণ ১৩৫৬ হিজরী

২ সূরা তাওবা: ৯:৭২

৩ সূরা আল-ইখলাস

৪ শায়খ আল বানিয়া তাঁর সিলসিলাহ সহিহাহ খন্ড ২/১৩৬ খন্ডে হাদীস নম্বর ৫৮৯-এ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন "ভাল"।

৫ সূরা আর-রহমান: ৫৫:৭২

৬ সূরা আয-যুমার: ৩৯:২০

৭ সূরাহ সাবা ': ৩৪:৩৭

অনেক সময় এই সমস্যাটি কিছু লোকের মধ্যে মিশে গিয়েছিল এবং এই নামগুলি একসাথে মিশে গিয়েছিল, অর্থাৎ জান্নাতীদের বাসিন্দাদের নাম এবং এই পৃথিবীতে তাদের পছন্দ রয়েছে। সুতরাং এটি বলা বাহুল্য যে, জান্নাতে স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়ে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা জনগণের অর্থ ও বোঝাকে সহজ করার জন্য বলা হয়েছে, কারণ তারা বিশ্ব আরামের সাথে একই রকম নয়। তারা নিছক নাম একই নয়। এটি আল্লাহর এই বক্তব্যকে সমর্থন করে: "তারা যা করত তার প্রতিদান হিসাবে তাদের জন্য আনন্দের বিষয় যা গোপন করা হয়েছিল তা কেউই জানে না।[১]" আবু হুরায়রাহ কর্তৃক বর্ণিত পবিত্র হাদিসের প্রতিও সমালোচনা করা হয়েছে, যেখানে তিনি বলেছেন: নবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহ (মহিমান্বিত) বলেছেন: "আমি আমার উত্তম বান্দাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছিলাম, যা চোখ কখনও সাক্ষ্য দেয়নি, বা কানে কখনও শোনা যায় নি, বা চিন্তার চিহ্ন হিসাবে আত্মাও তা করে না"[২]

এটি ইবনে আব্বাসের সাথে সম্পর্কিত বলে ছিল: "জান্নাতে এমন কিছুই নেই যা পৃথিবীতে নাম ছাড়া (গুণাবলীতে নয়) ছাড়া পাওয়া যায়।[৩] এর সর্বোত্তম উদাহরণ আমরা আল্লাহর বাণীতে যা শুনি তা কল্পনা করতে পারি, "হাউরিস (সুন্দর, সুন্দরী মহিলা) মণ্ডপগুলিতে সংযত", আমরা এখন মণ্ডপে (তাঁবু) বর্ণনার কথা কল্পনা করি, আমাদের এখানে পৃথিবীতে রয়েছে এবং সেগুলি একই নয় গবধহযিরষব এদিকে, একটি খাঁটি হাদীস আছে যা বর্ণনা করে আমাদের কাছে এই বিশ্বে আমরা যা দেখতাম তার সম্পূর্ণ বিপরীত বিবরণ সহ মণ্ডপগুলি আবু বকর বিএন আবদুল্লাহ বিএন কাইস কর্তৃক তাঁর পিতার সাথে সম্পর্কিত যে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - তাকে - বললেনঃ নিশ্চয় জান্নাতে নষ্ট মুক্তো থেকে তৈরি মণ্ডপ রয়েছে এর প্রস্থটি ষাট মাইল। এর প্রতিটি কোণে এমন পরিবার রয়েছে যা একে অপরকে দেখতে পায় না এবং বিশ্বাসীরা তাদের আশেপাশে যায়"[৪]

.....

১ সূরা আস-সাজদা: ৩২:১৭

২ সহিহুল-বুখারি, হাদিস নম্বর ৩২৪৪ এবং সহীহ মুসলিম, হাদিস নম্বর ২৮২৪

৩ বায়হাকী ফাইল বাথ-ওন-নূশুর, হাদীস নম্বর ৩৩২, আল-বানিয়া কর্তৃক সিলসিলাহ সহিহায় খন্ড, ৫/১৯৯ খন্ড, হাদীস সংখ্যা ২২৮৮।

৪ সহিহুল-বুখারি, হাদিস নম্বর ৪৮৭৯ এবং সহিহ মুসলিম, হাদিস নম্বর ২৮৩৮

প্রশংসা গৃহে জান্নাতের বাসিন্দাদের স্থান

মাশাল্লাহ! সর্বশক্তিমান আল্লাহর (পবিত্র) প্রশংসা, যিনি আমাদের জান্নাতে স্থানের গুণাবলী প্রশংসার ঘরে এবং অন্যান্য স্থানের বর্ণনা দিয়ে আমাদের সুসংবাদ দিয়েছেন; প্রাসাদ, মণ্ডপ এবং জান্নাতের ঘরগুলি।

প্রিয় নম্র পাঠক! আসুন আমরা শুরু থেকেই জান্নাতুল্য সুন্দর বাসিন্দাদের সুন্দর জায়গাগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু নাযিলকৃত আয়াতগুলি পরীক্ষা করি: যখন নবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর থাকতেন - তখন আমাদের বোঝাচ্ছিলেন যে রোগী, যে আল্লাহর প্রতিদান চায় এবং তাঁর রবের প্রশংসা করে, আল্লাহ যাকে তাঁর পুত্রের আত্মা দখল করেছিলেন, তাকে জান্নাতে একটি ঘর দেওয়া হবে, যার নাম প্রশংসার ঘর। আমরা অবশ্য এটিকে ভাবেন না যে এই বাড়িটি এই পার্থিব ঘরের মতো, বিশেষত যখন আমরা বহু আয়াত স্মরণ করার চেষ্টা করি যা জান্নাতবাসীদের এবং তাদের বাড়ির অবস্থান বর্ণনা করে, আল্লাহ বলেন: "এবং আমরা তাদের থেকে সরিয়ে দেব কোন আঘাতের অনুভূতি (যে তারা থাকতে পারে), (তাই তারা ভাইদের মত হবে) সিংহাসনে একে অপরের মুখোমুখি?" [১] এছাড়াও তিনি বলেছেন: "এগুলি তাদের জন্য হবে আদন (জান্নাত) জান্নাত; যার নীচে নদী প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা সোনার ব্রেসলেট দ্বারা সজ্জিত হবে এবং তারা সূক্ষ্ম ও ঘন রেশমের সবুজ পোশাক পরিধান করবে। তারা তাতে উত্থিত সিংহাসনে বসে থাকবে। পুরস্কারটি কত উত্তম, আর কতই না চমৎকার মুরতাফাক (আবাস, বিশ্রামের জায়গা ইত্যাদি)! "[২] আল্লাহ আরও বলেন: নিশ্চয়ই জান্নাতবাসীরা আনন্দময় জিনিসে ব্যস্ত থাকবে। তারা এবং তাদের স্ত্রীগণ সিংহাসনে বসে একচ্ছত্র ছায়ায় থাকবে"[৩] মহাপরাক্রমশালী বলেছেন: "এবং তাদের প্রতিদান হবে জান্নাত, এবং রেশম পোশাক, কারণ তারা ধৈর্য ধরে সেখানে উত্থিত সিংহাসনে বসে থাকত, তারা সেখানে দেখতে পাবে না সূর্যের অত্যধিক উত্তাপ বা অতিরিক্ত তীব্র ঠান্ডা (যেমন জান্নাতে কোন সূর্য ও চাঁদ নেই) * এবং এর ছায়াও রয়েছে তাদের নিকটেই রয়েছে এবং এর ফলের গোছাগুলি তাদের নাগালের মধ্যেই কম স্তব্ধ হয়ে যাবে।"[৪] কিউ৭৬/১২-১৪।

একে অপরের মুখোমুখি হওয়ায় এই বিবরণটি বিশেষত সাধারণ প্রকৃতির আসনগুলির সাদৃশ্য দেখায়। একে অপরের মুখোমুখি হওয়ার এই বৈশিষ্ট্যটি নির্ধারিত পরিবেশকে শব্দ ও কথোপকথনের আদান-প্রদানের সুযোগ দেয়, যেখানে কেউ একে অপরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ পোষণ করে না, তারা সেখানে ভাই হিসাবে বাস করে, পার্থিব বিষয়ে তাদের পার্থক্য রেখে তারা ভাল উপভোগ করে, উপভোগ করে ভ্রাতৃত্বের আত্মা।

.....

১ সূরা আল-হিজর; ১৫:৪৭

২ সূরা আল কাহফ; ১৮:৩১

৩ সূরা ইয়াসিন; ৩৬: ৫৫-৫৬

৪ সূরা আল ইনসান; ৭৬: ১২-১৪

তারপরে, আরও কিছু আয়াত তাদের বসার ক্ষেত্রে তাদের উপস্থিতির বর্ণনা দেয়, একে অপরের মুখোমুখি হয়, যখন তারা বিছানায় ঝুঁকছিল, তারা তাদের পালনকর্তার ইচ্ছা এবং অনুগ্রহে চরম শিথিলতা এবং ভালবাসায় রয়েছে। পালঙ্কের উপর ঝুঁকির ফলে বাসিন্দারা যে পরিমাণ নিবিড় স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করছেন তা সেই ক্ষেত্রে প্রতিফলিত করে যা অনন্ত জান্নাতে আল্লাহর অতিরিক্ত নেয়ামত হিসাবে পরিণত হয়।

মহান আলোচনার এক আয়াত থেকে অন্য আয়াত স্থানান্তরিত। প্রথম আয়াতে তাদের ভাইদের সাথে সৌজন্যে সাক্ষাৎকারের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে, তবে অন্য আয়াতে জান্নাতবাসীদের বর্ণনা করা হয়েছে যেমন আল্লাহ বলেছেন: "তারা ও তাদের স্ত্রীগণ সিংহাসনে বসে থাকবে।"[১] মুখোমুখি এখানে প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়নি, এমনকি শ্রুতিমধুর জিম এবং দুর্দান্ত স্বাদের মাধ্যমে শ্রোতা এবং আবৃত্তিকারীদের দ্বারা এটি বোঝা যাওয়ায় একত্রীকরণ এবং আলিঙ্গন বাদ দেওয়া হয়।

সমস্ত পরিস্থিতিতে, বাসিন্দারা অন্যান্য আয়াতে যেমন তাদের ভাই এবং পরিবারের সাথে থাকে; তারা ঝুঁকছে এবং তারা সূর্য বা শীতকে দেখতে পাবে না, সুতরাং জান্নাতের ফলের গাছগুলি তাদের সমাবেশে তাদের কাছাকাছি চলে আসত।

কী বড় বর্ণনা! ওহ, কি সুন্দর সমাবেশ!

উহু! আল্লাহ আমাদেরকে এই সমাবেশে পৌঁছে দেন, যেখানে এর বাসিন্দাদের কোন দৌড় নেই, না সামাজিক বা কর্মসংস্থানের অবস্থা, সকলেই সেখানে বিরূপ হয়ে বাস করবে, তাদের মধ্যে সর্বাধিক পরহেযগার।

এই অর্থ ও ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য হ'ল আত্মাকে তার আগ্রহের দিকে পরিচালিত করা এবং এতে উৎসাহ জাগ্রত করা এবং অনন্ত জান্নাতের প্রত্যাশাকে উদ্বুদ্ধ করা। এটি প্রকৃতপক্ষে এমন বর্ণনা যা কোনও বোঝা নরম করে এবং যে কোনও ঝুঁকি হ্রাস করে এবং বিনীতভাবে নিজেকে হ্রাস করে। আমাদের মধ্যে কে এই পছন্দ করবে না, বা এটি আকুল হবে না? আল্লাহ বলেছেন: "সত্যই, এটিই চূড়ান্ত সাফল্য! * এর জন্য শ্রমিকরা কাজ করুক।"[২]

.....

১ সূরা ইয়াসিন; ৩৬:৫৬

২ সূরা আস সাফফাত; ৩৭: ৬১-৬২

অবশেষে, একজন পুরুষকে জান্নাতে একটি বাড়ি দেওয়ার একটি মূল্য ব্যাখ্যা করার জন্য এটি যথেষ্ট যে, আল্লাহ ঃযবমানদার মহিলাদের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ যে দুটি দান করেছিলেন তা অন্যতম, অর্থাৎ ফেরাউনের স্ত্রীর ক্ষেত্রে, তিনি তার রব (মহান) আল্লাহ্‌ কাছে প্রার্থনা করলেন যে তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করুক। আল্লাহ বলেন: আর আল্লাহ ঃযড়ংবমানদারদের জন্য ফিরআউনের স্ত্রী (ফেরাউন) -এর স্ত্রীদের জন্য একটি উদাহরণ স্থাপন করেছেন, যখন সে বলেছিলঃ হে আমার রব! আমার জন্য তোমার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি কর এবং আমাকে ফির থেকে রক্ষা কর। আউন (ফেরাউন) এবং তাঁর কাজ এবং আমাকে জালিমুন (মুশরিক, গোনাহগার ও আল্লাহর প্রতি অস্বীকারকারী) সম্প্রদায় থেকে রক্ষা কর। "[১]

হে আল্লাহ আপনার সাথে একটি ঘর তৈরি করুন, আপনাকে উন্নত করুন, প্রতিটি রোগীর জন্য, যে তার পুত্রের ক্ষতি করার জন্য পুরষ্কার কামনা করে, তোমার করুণায় তার যকৃতের ছিটিয়ে থাকে, হে পরম করুণাময় অতি দয়ালু।

যারা তাদের সন্তানদের হারিয়েছে তাদের প্রতিদান সম্পর্কে যা বলা হয়েছিল

সর্বশক্তিমান আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ও পরাক্রমশালী বলেছেন: ওহে যারা বিশ্বাস এনেছ তারা ধৈর্য ও প্রার্থনার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের সম্পর্কে বলো না, "তারা মারা গেছে"। বরং তারা জীবিত, তবে আপনি তা বুঝতে পারেন না। আমি অবশ্যই আপনাকে ভয় ও ক্ষুধা এবং সম্পদ ও জীবন ও ফল ও ক্ষতি সহকারে পরীক্ষা করব এবং রোগীদের সুসংবাদ দেব। যারা যখন তাদের উপর বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তখন বলে, আমরা তো আল্লাহরই অধিকারী এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব। তারাই তাদের প্রতিপালক ও করুণার আশীর্বাদ প্রাপ্ত, তারাই হ'ল সঠিক পথ প্রদর্শনকারী। "[২]

সন্তানের মৃত্যুর দুঃখ সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। এটি একটি বেদনা যা হৃদয়কে স্পর্শ করে। এটি অম্বল এবং যন্ত্রণার সাথে এটি বাড়িয়ে তোলে। প্রিয় ব্যক্তির বিদায় হ'ল এক বিরাট প্রতিকূলতা, ততটুকু পর্যন্ত যে বিচক্ষণ ব্যক্তির হৃদয় সঠিক অন্তদৃষ্টি দিয়ে বিখ্যাত, বিচলিত হয়। সুতরাং কীভাবে বিদায়টি যদি ফিরে না আসে, এবং এটি বাচ্চাদের সাথে সম্পর্কিত হয়, যারা হৃদয়ের ফল, মনের আত্মা, জীবিকার স্প্লিন্টার এবং চোখের আলো? ধৈর্য সহকারে, আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদানের অপেক্ষায়, আল্লাহর আইনের প্রতি বিশ্বাসী একজন আত্মার সাথে প্রশংসা ও পুনরুদ্ধার করার ফলে, আল্লাহ তাকে মহান প্রতিদান দান করবেন এবং আল্লাহ পিতামাতাকে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তনের দিন তাঁর সুপারিশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

.....

১ সূরা আত-তাহরীম; ৬৬:১১

২ সূরা বাকারাহ; ২: ১৫৩-১৫৭

"রসূল সাল্লাল্লামু আলাইহি ওয়াল্লালামের পরামর্শ," আসলে কোন মানুষ মারা যায় না, তবে আল্লাহ তা'আলা তার বাসিন্দাদের বলছেন, "তুমি কি আমার বান্দরকে ধরেছ? "তারা বল:" হ্যাঁ "। পুরস্কার আদায়া না। "আল্লাহ বলছেন:" আমার বান্দারের জন্য জানা একটি ঘর তৈরি করানো হয়েছে এবং নামকরণ করা "কৃতজ্ঞতার ঘর" [১]

সহিহ বুখারী-তে আবু হুরায়রাহর আদেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মহান আল্লাহ বলেন," আমার বান্দার প্রতিদান হিসাবে কিছুই নেই, যখন আমি সত্যের আত্মাকে নিয়েছিলাম এ পৃথিবীর মানুষের মধ্যে ভালবাসা এবং জান্নাত ব্যতীত আল্লাহর প্রতিদানের প্রত্যাশা রয়েছে "[২]

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর সমস্ত বান্দাদের বিনাশ ও নিখোঁজ হওয়ার পূর্বনির্ধারিত করেছিলেন এবং তাঁর জ্ঞান ও অভিপ্রায় অনুসারে তাদের উপর তাঁর আদেশ সম্পাদন করেছিলেন এবং রোগীদেরকে এই সুন্দর প্রতিদান দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অসন্তুষ্ট মানুষকে প্রচুর হুমকি দিয়েছিলেন। বিচারের দিন শাস্তি। যারা তাঁর কাজ জানেন তাদের তিনি খুশী করলেন তাদের আত্মারা আনন্দিত হয় যখন তারা পূর্বনির্ধারিত প্রতিশ্রুতি দেয় এবং আল্লাহ প্রদত্ত আদেশের প্রতিপন্ন হয়। তিনিই - মহিমান্বিত - আমি প্রতিটি পরিস্থিতিতে ধন্যবাদ জানাই এবং আমি তাঁর সাফল্য এবং দিকনির্দেশনা সরবরাহ করতে বলি।

শিশুদের জন্য সুসংবাদ, তার জন্য এই ধৈর্য সহকারে গ্রহণ করা উচিত:

প্রথম সুসংবাদ: "তাদের রব ও করুণার পক্ষ থেকে আশীর্বাদ": এবং আমরা অবশ্যই আপনাকে ভয় ও ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফসলের ক্ষতির সাথে পরীক্ষা করব এবং রোগীদের সুসংবাদ দেব। যারা যখন তাদের উপর বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তখন বলে, আমরা তো আল্লাহরই অধিকারী এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব। তারাই তাদের প্রতিপালক ও করুণার বরকত প্রাপ্ত, তারাই (সঠিকভাবে) পরিচালিত। "[৩]

.....

১ তিরমিঠিয়ায় সহকারী (হাদিস নম্বর ১০২১) - এ বর্ণিত

২ বোখারি (হাদিস নম্বর ৬৪২৪)

৩ সূরা বাকারা: ২: ১৫৫-১৫৭

দ্বিতীয় সুসংবাদ: আগুন থেকে উদ্ধার: শিশুদের ক্ষতির জন্য ধৈর্য আগুন থেকে রক্ষা করে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনদের ক্রোধ থেকে রক্ষা পান।

আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন যে এক মহিলা তাঁর সন্তানের সাথে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসেছিলেন এবং বললেন: আল্লাহর রাসূল, তাঁর উপর আল্লাহর নেয়ামত প্রার্থনা করুন কারণ আমি ইতিমধ্যে তিনজনকে দাফন করেছি। তিনি বললেন: "তুমি তিনজনকে দাফন করেছিলে!" তিনি বললেন: "হ্যাঁ" এরপরে তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: "আপনি অবশ্যই দৃ ঐবষষ[]. সুরক্ষার সাহায্যে জাহান্নামের আযাব থেকে নিজেকে রক্ষা করেছেন" [১]

তৃতীয় সুসংবাদ: জান্নাত

আল্লাহ বলেন, আর যারা ইমান এনেছে এবং যাদের বংশধররা তাদের বিশ্বাসে অনুসরণ করেছে - আমি তাদের সাথে তাদের বংশধরদের সাথে শামিল হব এবং আমরা তাদের কৃতকর্ম থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি, তার উপার্জনের জন্য, ধরে রাখা হয় " [২]

আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) -এর কর্তৃত্বে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "এমন কোন মানুষ যে মুসলমান নয় যে তিন বয়সের আগেই তিন সন্তান মারা গিয়েছিল সে মুসলমানকে জান্নাত প্রাপ্তি ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সাথে পুরস্কৃত করা হবে না" আল্লাহর শপথ তাদের প্রতি তাঁর করুণার কারণে "[৩]

জাবিরের কর্তৃত্বে মাহমুদ বি লুবায়েদ থেকে তিনি বলেছিলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনেছি, তিনি বলেছিলেনঃ যদি কারও তিন সন্তানের যুবক মারা যায় এবং তাদের উপর আল্লাহর প্রতিদান প্রার্থনা করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ' আমরা বললাম, 'আল্লাহর রাসূল, দু'জনের কী হবে?' 'এবং দুটি,' তিনি বললেন। " মাহমুদ জাবিরকে বললেন, আল্লাহর কসম, আমি মনে করি আপনি যদি জিজ্ঞাসা করতেন, 'এবং একটি?' তিনিও অনুরূপ উত্তর দিতেন। " তিনি বললেন, "আল্লাহর কসম, আমিও তাই মনে করি " [৪]

চতুর্থ সুসংবাদ: কৃতজ্ঞতার গৃহ

আল্লাহ - উঁচু ও উচ্চ - যিনি পুত্রের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে ধৈর্য ধরে রয়েছেন তাদের জন্য লিখেছেন যে তার নাম জান্নাতে একটি বিশেষ বাড়ি থাকবে, তাতে কৃতজ্ঞতার ঘর লেখা আছে। আবু মুসার কাছ থেকে বর্ণিত হয়েছে আল আশআরিয়্য যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি শান্তি ও করুণা বর্ষণ করেছেন: যখন একজন লোকের পুত্র

.....

১ সহিহ মুসলিম ২৬৩৬

২ সূরা আত-তুর: ৫২:২১

৩ সহীহ আল বুখারি ১২৪৮

৪ আহমাদ ৩/৩০৬ এবং বুখারি আদাব মুফরাদ হাদিস নম্বর ১৪৬

মারা গেলেন, আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদেরকে বলবেন, তুমি কি আমার বান্দার ছেলেকে ধরেছ? তারা বলবে: "হ্যাঁ" । আল্লাহ বলবেন: "আপনি কি তাকে তার অন্তরের ফলকে অস্বীকার করেছেন?" তারা বলবে: "হ্যাঁ" । আল্লাহ বলবেনঃ আমার বান্দা কি বলেছিল? তারা বলবে: তিনি আপনার প্রশংসা করেছেন এবং আপনার কাছ থেকে পুরস্কার আদায় করেছেন চ আল্লাহ বলবেন: "আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি কর এবং এর নামকরণ কর" কৃতজ্ঞতার ঘর । "[১]

অতীতে যারা এর শোক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাদের কাছ থেকে উদাহরণ এবং পাঠ:

এই জীবন দুঃখ ও দুঃখের বাড়ি । এটি বিপর্যয়, পরীক্ষা, প্রলোভন এবং রাষ্ট্রদ্রোহ থেকে মুক্ত নয় । মানুষ বিপর্যয়ের কবলে পড়ে যা এই জীবন থেকে দূরে চলে যাওয়া ছাড়া তাকে বাদ দিতে পারে না এবং আত্মা শুদ্ধ হয় না তবে যাচাই-বাছাই করেই হয়। সুতরাং, বিপর্যয় প্রকৃত পুরুষদের দেখায়, যেমন ইমাম ইবনে আল জাওযী বলেছেন, "যে নিরবচ্ছিন্ন সুরক্ষা এবং মঙ্গল পেতে চায় সে আজ্ঞা ও বশ্যতা বুঝতে পারে না । প্রতিটি প্রাণকে অবশ্যই বেদনার সম্মুখীন হতে হবে, সে বিশ্বাসী হোক বা অবিশ্বাসী, এবং কারওও আশা করা উচিত নয় যে সে দুর্দশা ও বেদনার হাত থেকে সুরক্ষিত হয়েছে। আসকাম আশীর্বাদ ও দুর্দশাগুলির মুখোমুখি হয়ে তার সময়ে পরিবর্তিত হয় ।

তবে, এই বিদায়ের বাস্তবতা কে জানে এবং এটি অনিবার্য যে, এবং এটি তার চেয়ে ভাল কাউকে দেখেছিল, তিনি বুঝতে পারবেন যে আতঙ্ক ও উদ্বেগ হারানো জিনিসটিকে ফিরিয়ে দেবে না বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে আসবে শত্রুদের দাপটে । যিনি এই বাস্তবতাটি জানতেন তার উচিত ধৈর্য ধারণ করা এবং পূর্বসূরিরা এই জাতীয় সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার পরে তাদের কী করেছিল তা অনুকরণ করে ।

আনহ বিন মালেকের কর্তৃত্বে থাবিত থেকে বর্ণিত: আমরা আল্লাহর রসূলের সাথে - কামার আবু সাইফের নিকট গেলাম, এবং তিনি ইব্রাহিমের ভিজা নার্স (রাসূলের পুত্র) এর স্বামী ছিলেন । আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইব্রাহিমকে নিয়ে তাঁকে চুম্বন করলেন এবং তাকে গন্ধ পেলেন এবং পরে আমরা আবু সাইফের ঘরে প্রবেশ করলাম এবং সেই সময় ইব্রাহিম তাঁর শেষ নিঃশ্বাসে ছিলেন, এবং আল্লাহর রাসূলের চোখ - আল্লাহর শান্তি ও রহমত । তার উপর থাকুন - অশ্রু বর্ষণ শুরু । আবদুর রহমান ইবনে আবদুল্লাহ বললেন, হে আল্লাহর রসূল, এমনকি আপনি কাঁদছেন! তিনি বললেন, হে ইবনে আবদ, এটি রহমত । তখন তিনি আরও কেঁদে বললেন,

.....

১ বর্ণনা করেছেন, ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদে (৪/৪১০, হাদীস নং ১৯৭৪০) এবং আত-তিরমিযিয়ায় তাঁর সহিহ (হাদীস নং -২০১১) এবং আল-বানিয়াহ তাঁর সিলসিলাহ সহিহায় (খন্ড ৩/৯৮৮) (হাদীস নং ১৪০৮) ।

"চোখ অশ্রু বর্ষণ করছে এবং হৃদয় শোকাহত, আর আমরা আমাদের পালনকর্তাকে যা খুশী করি তা ব্যতীত আর কিছু বলব না! হে ইব্রাহিম! আপনার বিচ্ছেদ দেখে আমরা দুঃখিত হয়েছি" [১]

খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ, ইশ্বর তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করুন, তিনি ধৈর্য, স্থায়িত্ব এবং দুঃখের বদলে নয়, তার পুত্র আবদুল মালিকের মৃত্যুতে আনন্দিত হয়েছিলেন। সুফিয়ান আত-থাওরি বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন: উমর ইবনে আবদ-আল-আজিজ অসুস্থ অবস্থায় তার ছেলে আবদুল আল-মালাকে বলেছিলেন: কেমন আছেন? তিনি বললেনঃ মৃত্যুতে। তিনি তাকে বললেন: "আমার কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমরা যে পুরষ্কার পেয়েছিলে তার থেকে আমার পক্ষে আল্লাহর নিকট পুরষ্কার লাভ করাই উত্তম।" তিনি তাকে বলেছিলেন: হে পিতা, তুমি যা ভালবাসলে তা ঘটেছিল যা আমি নিজে যা ভালবাসি তার চেয়ে বেশি আমি তাকে ভালবাসি। বলা হয়েছিল: যখন তাঁর পুত্র মারা গেলেন, তখন উমর বললেন:হে আমার পুত্র, তুমি ধংশ্বরেরূপে জীবন কাটিয়েছ সর্বশক্তিমান বলেছিলেন, "অর্থ এবং শিশুরা এই জীবনের শোভাকর" এবং আপনি আরও ভাল শোভাকর ছিলেন তবে আমি আশা করি যে আপনি আজ সেই বাকী ভাল জিনিসগুলির মধ্যে একটি, যা বিশ্বের চেয়ে ভাল, পুরষ্কারে ভাল এবং আশায় আরও ভাল। আমি আল্লাহর কসম খেয়েছি, আমাকে পাশ থেকে ডাকতে আমার পক্ষে সন্তুষ্টি হয়নি এবং আপনি আমাকে উত্তর দিয়েছেন। "তিনি যখন তাকে কবর দিয়েছিলেন, তখন তিনি তাঁর কবরে দাঁড়িয়েছিলেন এবং বলেছিলেন," আমি এখনও আপনার প্রতি সন্তুষ্ট, যেহেতু আপনার সম্পর্কে আমাকে বলা হয়েছিল জন্ম, তবে আমি আজকের চেয়ে তোমাকে নিয়ে কখনও সন্তুষ্ট হই নি। " অতঃপর তিনি বলেছিলেন: "হে আল্লাহ ওমরের পুত্র আবদুল মালিককে ক্ষমা করুন এবং কে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে?" [২]

কবি বলেছেন:

আল্লাহ আমাদের বিচ্ছেদ নিয়ে বিচার করেন না
বিচ্ছেদের স্বাদ স্বাদে তিক্ত
আমরা যদি বিচ্ছেদ দূরে যাওয়ার কোনও উপায় খুঁজে পাই
আমরা বিচ্ছেদের এজেন্টকে আলাদা করার স্বাদ দেব

হে আল্লাহ, প্রতিটি আহত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দান করুন, প্রিয় ব্যক্তির ক্ষয়ক্ষতি সহকারে যাকে ধৈর্য্যধারণ করা হয়েছে তাকে ধৈর্য দিন, আমাদের মধ্যে এমন একজনকে তৈরি করুন যারা পূর্বসূরীর জন্য ধৈর্য ধারণ করেন এবং দুর্দশায় সন্তুষ্ট হন।

.....

১ সহিহ আল বুখারি, হাদিস নম্বর ১৩০৩

২ রেফারেন্স: আল মাজালিসা ও জাওয়াহির আল ইলম রচিত আবু বকর দেনুরিয়ী (২/২৫০), দার ইবনে হিজম ১৪১৯ হিজরী এবং আজকার নওয়াওয়ী পৃষ্ঠা ১৫২ দ্বারা প্রকাশিত, দার আল ফিকর প্রকাশিত, বৈরুত ১৪১৪ হিজরী (১৯৯৪) এবং তাসলিয়াহ আহলুল-মাসোহিব মুনবাজি লিখেছেন, পৃষ্ঠা ১৫৬, দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত ১৪২৬ হিজরী(২০০৫) দ্বারা প্রকাশিত।

থাবিতের কর্তৃত্ব সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন: আবদুল্লাহ ইবনে মুত্তারিফ মারা গেলে তাঁর পিতা ভাল পোশাক ও সুগন্ধী হয়ে তাঁর লোকদের কাছে বের হয়ে গেলেন। তারা রেগে গিয়ে তাকে বলল, "আপনার ছেলে আবদুল্লাহ মারা গেলেন এবং তারপরে আপনি সুগন্ধিযুক্ত পোশাক পরে বের হয়ে গেলেন ঐব তিনি তাদের বললেন:" তার মৃত্যুর কারণে আমার কি এতটা হতাশ হওয়া উচিত? সর্বোপরি আমার মহান - প্রভু আমাকে তিনটি গুণাবলীর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকটিই দুনিয়া থেকে তার চেয়ে ভাল এবং এ পৃথিবী ও তার চেয়ে যে কিছুর চেয়েও প্রিয়। আল্লাহ বলেছেন, যখন বিপর্যয় তাদেরকে আঘাত করে, তখন বলে, আমরা অবশ্যই আল্লাহর। এবং আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব। "তারাই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দোয়া প্রাপ্ত - এটাই প্রথম - এবং করুণাময়, - দ্বিতীয়টি - এরা হ'ল সঠিক পথ প্রদর্শনকারী - এটি তৃতীয় - [১]

বর্ণিত আছে [২] যে, ইবনে আব্বাসকে ভ্রমণে যাওয়ার সময় তাঁর কন্যার মৃত্যুর খবর দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহকে রাখলেন, এক বিধান আল্লাহ প্রদত্ত একটি বিধান এবং আল্লাহ একটি পুরষ্কার নিয়ে এসেছিলেন। অতঃপর তিনি নেমে গিয়ে দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন এবং বললেনঃ আল্লাহ আমাদের যা আদেশ করেছেন আমরা তা করেছি। আল্লাহ বললেন, এবং সাহায্য প্রার্থনা কর। ধৈর্য এবং প্রার্থনার মাধ্যমে। [৩]

আর একটি উদাহরণ হ'ল উরওয়া ইবনুল যুবায়ের এবং তিনি একনিষ্ঠভাবে পরহেযগার ছিলেন। বর্ণিত হয়েছিল যে তিনি ভ্রমণের সময় পায়ে একটি আঘাত পেয়েছিলেন। তার জন্য ডাক্তার ডেকে আনা হয়েছিল। তিনি তার অর্ধেক পা কেটে ফেলেছিলেন এবং তার ধৈর্য থেকে তাঁর আর কোনও চিৎকার শোনা গেল না। তারপরে, তাকে তার পুত্র মুহাম্মদের মৃত্যুর কথা বলা হয়েছিল, যাকে খচ্চর দ্বারা লাথি মেরে হত্যা করা হয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে কোনও আতঙ্কের কথা শোনেনি। কিন্তু তিনি ফিরে এসে বললেন, "সত্যই, আমরা আমাদের ভ্রমণে এইভাবে অনেক ক্লান্তি সহ্য করেছি" [৪] হায়, আল্লাহ আমার সাত ছেলে ছিল এবং আপনি একটি করে আমাকে ছয়টি রেখেছিলেন এবং আমার চারটি অঙ্গ ছিল এবং আপনি একটি নিয়েছিলেন এবং আমাকে তিনজন রেখেছিলেন, আর যদি আমাকে কষ্ট দেওয়া হয় তবে আমি পুনরুদ্ধার করেছিলাম এবং যদি আপনি কিছু নেন তবে আপনি আমাকে অন্য জিনিস রেখেছিলেন। [৫]

আপনাকে জানতে হবে - আল্লাহ আপনার প্রতি অনুগ্রহ করুন - যে যে কান্নাকাটি করে সে পূর্বসূরীদের মধ্য থেকে বর্ণিত যে তার জন্য কান্নাকাটি করবে সে যখন মারা যাচ্ছিল,

.....

১ সূরা বাকারা; ২: ১৫৬-১৫৭

২ কায়রো দার আল কুতুব মিশ্রা প্রকাশিত ২ তাফসির আল কুরতুবিয়। "সেখানে বলা হয়েছিল যে তাকে তার ভাই মারা যাওয়ার কথা জানানো হয়েছিল, কাথাম। কেউ কেউ বলেছিল যে এটি তার মেয়ে।" দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৮৪ হিজরী।

৩ সূরা বাকারা; ২: ১৫৬

৪ সূরা আল কাহফ; ১৮:৬২

৫ আল কাবায়ের লিখেছেন থাহবি, পৃষ্ঠা ১৯২; ইহাফ আস-সাদাহ আল-মুত্তাকিন লিখেছেন যুবায়েদী ২/৩৮১ এবং মুআসাসসাহ তারিক আল-আরবিয়ী

তাঁর স্ত্রী কেঁদেছিলেন। তিনি তাকে বললেন: তুমি কাঁদছ কেন? সে বললঃ তোমার জন্য। তিনি বলেছিলেন: আপনি যদি কাঁদে তবে নিজের জন্য কাঁদুন, তবে আমি আমার পক্ষে চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে এই দিনটিতে কাঁদলাম।

এই প্রিয়জনদের চলে যাওয়া আমাদের কাছে কেবল একটি সতর্কবার্তা যে আমরা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব; তারা আমাদের আগে ছিল এবং আমরা তাদের সাথে দেখা করব। শীঘ্রই, আমরা এই পৃথিবী থেকে দূরে চলে যাব।

ধৈর্য্যের উপর ধৈর্য: একজন মুসলমানের জীবনে ধৈর্য হল আলো। এবং উচ্চতর পদমর্যাদা - সর্বশক্তিমান এবং তাঁর ধর্মের পূর্বনির্ধারার সাথে সন্তুষ্টি। আল্লাহর নবী ও রাসূলগণ তাদের উপরে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পাশাপাশি আইয়ুব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্য ও তৃপ্তির সর্বোত্তম উদাহরণ দিয়েছেন। মুসলিমকে সর্বোচ্চ গ্রেড পেতে ধৈর্যশীল এবং সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

ধৈর্যের সংজ্ঞা: ধৈর্য বলতে ভাষাতাত্বিকভাবে বোঝায় প্রতিরোধ এবং সীমাবদ্ধতা। আইনসুলভভাবে, এর অর্থ দুঃখ থেকে নিজেকে রোধ করা, জিহ্বাকে অভিযোগ করা থেকে বিরত করা, এবং মুখে থাপ্পড় মারতে এবং গাউনটি ছিঁড়ে ফেলা থেকে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। এটি আরও বলা হয়েছিল যে এটি আত্মার নীতিশাস্ত্রের একটি গুণী গুণ, যা ভাল বা উপযুক্ত নয় তা করা থেকে বিরত থাকে। এটি একটি আত্মশক্তি যা আত্মাকে ভাল করে তোলে এবং তার বিষয়গুলিকে শক্তিশালী করে। আত্মার দুটি শক্তি রয়েছে: সাহসের শক্তি এবং অনিচ্ছার শক্তি। ধৈর্যের সত্যটি হ'ল প্রয়োজনীয়তাগুলির প্রতি মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা এবং যেটি ক্ষতি করে তা বন্ধ করতে অনিচ্ছুক শক্তি।

তৃপ্তির ধৈর্য ধরে রাখার জন্য: সন্তুষ্টির জন্য, এটি সন্তুষ্টি এবং এমনকি আল্লাহর বেদনা পূর্ববর্তীকে গ্রহণ করা, এমনকি ব্যথা সহকারে, তবে সন্তুষ্টি হ্রাস করে যা হৃদয়ে স্থিরতার আত্মার দ্বারা। এর অর্থ এটি যদি বলা হয় যে ব্যক্তি যদি কোন সমস্যার মুখোমুখি হন তবে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে পুরষ্কারের প্রত্যাশার কারণে ত্রাণ কামনা করবেন না, যা তার কাছ থেকে নেওয়া হয়েছিল তার প্রত্যাবর্তনের চেয়ে উত্তম। যদি তাকে নেওয়া হয় তার ফেরত এবং বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে বিকল্প দেওয়া হয়, তবে তিনি বর্তমানটি বেছে নেবেন। যদি তার সন্তান মারা যায়, তার অর্থ হারায় বা শ্রবণশক্তি বা দৃষ্টিশক্তি হারায়, আল্লাহর পুরষ্কারে তার লোভ, সর্বশক্তিমান ইশ্বরের বিচারের প্রতি তার ভালবাসা এবং তার ক্ষমতা তাকে বর্তমান পরিস্থিতি ব্যতীত অন্য কিছুই কামনা করে না। তিনি আল্লাহর পূর্বনির্ধারিত প্রতি সন্তুষ্ট এবং

আশা করি আল্লাহর পুরস্কার এবং তাঁর রুহ আল্লাহর পূর্বনির্ধারিত ও হুকুমের সাথে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে।

শায়খুল ইসলাম বলেছেন: " ইশ্বরের আদেশের সাথে সন্তুষ্টি উচ্চমাত্রার ধৈর্য্য, এবং এটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত এবং খারাপ ইস্যুটির জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাতে উচ্চতর, কারণ এটি পাপ থেকে ক্ষমা করার কারণ হতে পারে এবং উত্থাপিত হতে পারে ব্যক্তির পদমর্যাদা, ইশ্বরের প্রতি তাঁর উৎসর্গ এবং তাঁর প্রতি তাঁর প্রার্থনা এবং তাঁর উপর নির্ভর করার জন্য তাঁর উৎসর্গ এবং কোন প্রাণীর কাছ থেকে আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর প্রত্যাশা "

শায়খুল ইসলাম বলেছেন: "আদেশটি সন্তুষ্টির জন্য নয় ধৈর্য্যের জন্য, তবে সন্তুষ্টির জন্য প্রশংসা ও শ্রুতিমধুরতা আসে " তৃপ্তি ওয়াজিব নয় তবে আল্লাহ তাআলা মানুষকে তা পাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন এবং যাঁরা আছেন তাদের প্রশংসা করেন। অধিকন্তু, আল্লাহ পরাক্রমশালী অবহিত করেন যে তৃপ্তির পুরস্কার ধৈর্যের চেয়েও বেশি এবং বেশি। আল্লাহর হুকুমে বান্দার সন্তুষ্টি তার সাথে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ফলস্বরূপ। "

চাবুকানে ধৈর্য্যের ফল (পুরস্কার)

আল্লাহতায়ালা রোগীদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন:ওহে যারা ইমান এনেছ তারা ধৈর্য ও প্রার্থনার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদের সম্পর্কে বলো না, "তারা মারা গেছে। " বরং তারা জীবিত, তবে আপনি তা বুঝতে পারেন না। আমরা অবশ্যই আপনাকে ভয় ও ক্ষুধা এবং সম্পদ, জীবন ও ফল এবং লোকদের ক্ষতি নিয়ে পরীক্ষা করব এবং রোগীদের সুসংবাদ দেব। যারা যখন তাদের উপর বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তখন বলে, আমরা তো আল্লাহরই অধিকারী এবং আমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করব। তারাই তাদের প্রতিপালক ও করুণার বরকত প্রাপ্ত এবং তারাই সৎপথ প্রাপ্ত। এছাড়াও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ধৈর্য্যের চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ কাউকে কাউকে দেওয়া হয় না। "

.....

১ সূরা আল বাকারা; ২: ১৫৫-১৫৭

২ সহিহ আল বুখারি, হাদিস নম্বর ১৪৬৯ এবং সহিহ মুসলিম, হাদিস নম্বর ১০৫৩

ধৈর্যশীলরা সাফল্য ও বেঁচে থাকার অধিকারী আল্লাহ পরাক্রমশালী ঃ ইমানদারদের পরকালে চিরকালের স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করার কথা বলে যে, "সত্যই, আমি তাদের আজকের দিন তাদের ধৈর্য্যের জন্য পুরস্কৃত করেছি যে তারা সাফল্য অর্জনকারী।" [১]

এ ছাড়া, আল্লাহ পরাক্রমশালী আমাদেরকে প্রতিদানের দিন জান্নাতীদেরকে যা বলা হয়েছে তা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছেন, "তোমরা যা ধৈর্য সহ্য করেছিলে তার জন্য তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। এবং সর্বোত্তম স্থান চূড়ান্ত।" [২]

আতা ইবনে আবী রাবাহ থেকে বর্ণিত: ইবনে আব্বাস আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে জান্নাতীদের কোন মহিলা দেখাব? আমি বললাম, "হ্যাঁ" তিনি বললেন, "এই কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসেছিলেন এবং বললেনঃ আমি মৃগী রোগের আক্রমণ পেয়েছি এবং আমার দেহ উন্মুক্ত হয়ে গেছে; দয়া করে আমার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন। " নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তুমি যদি চাও তবে ধৈর্য ধারণ কর এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর তুমি যদি চাও তবে আমি আল্লাহকে তোমার নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা করব। ' তিনি বললেন, 'আমি ধৈর্য ধরেই থাকব' এবং আরও বলেছিল, 'তবে আমি উদাসীন হয়ে পড়েছি, সুতরাং দয়া করে আমার জন্য আল্লাহকে প্রার্থনা করুন যেন আমি উদ্রেক না হয়ে যাই' ' সুতরাং সে তার জন্য আল্লাহকে ডাকে।

তাদের হিসাব ছাড়াই তাদের পুরস্কার দেওয়া হয়

আল্লাহ পরাক্রমশালী বলেছেন: "ওহে আমার বান্দারা যারা ইমান এনেছে, তোমার পালনকর্তাকে ভয় কর। যারা দুনিয়াতে সৎকর্ম করে তাদের জন্য উত্তম এবং আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। নিশ্চয় রোগীকে বিনা পারিশ্রমিতে পুরস্কৃত করা হবে।" [৪]

সুলায়মান বিন আল কাসিম বলেছেন যে ধৈর্য ব্যতীত যে কোনও কাজই জানা জরুরী। তিনি বললেন, "এটা ভারী জল পড়ার মতো।"

আল্লাহ - উচ্চতর - তাদের ক্ষতিকে আরও ভাল প্রতিস্থাপন করবেন

মুসআব ইবনে সা'দ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি বললঃ হে আল্লাহর রাসূল! লোকদের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে কঠোরভাবে বিচার করা হয়? তিনি বলেছিলেন: "নবীগণ, অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী, অতঃপর যারা তাদের নিকটবর্তী। একজন মানুষকে তার ধর্ম অনুসারে বিচার করা হয়; যদি সে তার ধর্মের প্রতি দৃঢ় থাকে, তবে তার বিচারসমূহ আরও কঠোর হয়, এবং যদি সে দুর্বল হয়

.....

১ সূরাহ আল মুমিনুন; ২৩: ১১১

২ সূরা আর রাদ; ১৩:২৪

৩ আহমাদ হাদিস নম্বর ৩২৪০; সহিহ আল বুখারি, হাদিস নম্বর ৫৬৫২ এবং সহিহ মুসলিম, হাদিস নম্বর ৬৬৬৩

৪ সূরা আয-যুমার; ৩৯:১০

তার ধর্ম, তারপরে তার ধর্মের শক্তি অনুযায়ী বিচার করা হয়। কোন দোষ ছাড়াই দাসকে পৃথিবীতে চলতে দেওয়া অবধি দাসের বিচার চলতে থাকবে। "[১]

ধৈর্য হ'ল পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও পূণ্য বৃদ্ধি লাভের কারণ

কিছু সালাফ বলেছেন: যদি কোন বিপর্যয় না ঘটে তবে আমরা বিচার দিবসে দেউলিয়া হয়ে যাব। আবু সা'দ আল খুদরী ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "কোনও ক্লান্তি, অসুস্থতা, দুঃখ, আঘাত বা যন্ত্রণা কোনও মুসলমানকে আসে না, এমনকি কাঁটা থেকে যে আঘাত হয় সে তা হয়, তবে আল্লাহ তার জন্য কিছু পাপ ক্ষমা করেন।"[২]

ধৈর্য হৃদয়কে পরিচালিত করার একটি কারণ

ধৈর্য হ'ল হৃদয়ের দিকনির্দেশনা এবং এর নিষ্ঠুরতা অদৃশ্য হয়ে যাওয়া এবং সদয় অনুভূত হওয়ার কারণ। কতজন অজ্ঞ মানুষ যারা অসুস্থ হয়ে পড়ে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করেছিল? আল্লাহর কাছ থেকে কত লোক দূরে রয়েছেন যারা তাঁর প্রিয় মানুষকে হারিয়ে তাঁর কাছে ফিরে এসেছিলেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী বলেছেন, "আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন বিপর্যয় সৃষ্টি হয় না। আর যে কেউ আল্লাহকে বিশ্বাস করে সে তার হৃদয়কে পথ প্রদর্শন করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ সর্বজ্ঞাতা। জিনিস।"[৩]

আলকামাহ বলেছিলেন: এ ব্যক্তি মহাসুরোগে আক্রান্ত এবং তিনি যখন জানেন যে এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে, তখন তিনি সন্তুষ্ট হন এবং তিনি তা গ্রহণ করেন[৪]। আয়াতটির অর্থ হ'ল: যে ব্যক্তি বিপর্যয় ভোগ করে এবং জানে যে এটি ইশ্বরের নিয়তি থেকে এবং ধৈর্যশীল হয়, তা গ্রহণ করে এবং আল্লাহর আদেশে আত্মসমর্পণ করে। আল্লাহ তার হৃদয়কে নির্দেশনা দেবেন এবং দুনিয়া থেকে নির্দেশনা, নিশ্চয়তা এবং নিশ্চিততার সাথে যা মিস করেছেন তার প্রতিদান দেবেন। আল্লাহ তাকে হারানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম জিনিস দান করতে পারেন। আল্লাহ আমাদের রোগীদের মধ্যে রাখুন, তাঁর এই কাজের জন্য কৃতজ্ঞ ও পথনির্দেশক ব্যক্তিদের জন্য হেদায়েত দান করুন।

.....

১ আহমাদ হাদিস নম্বর ১৪৮১; দারিমিয়, হাদিস নম্বর ২৭৮৩; আত-তিরমিজিয়, ২৩৯৮ নম্বর হাদিস এবং সিলসিলাহ সহিহায় আল-বানিয়াহ ১/২২৫

২ আহমাদ হাদিস নম্বর ৮০১৪; সহিহ আল বুখারি, হাদিস নম্বর ৫৬৪১ এবং সহিহ মুসলিম, হাদীস সংখ্যা ৬৬৬০

৩ সূরা আত-তাগাবুন; ৬৪:১১

৪ তাফসির বিএন কাথির, দার আল কুতুব আল ইলমিয়াহ, বৈরুত, প্রথম মুদ্রণ ১৪১৯ হিজরী

দারিদ্র্য ও কষ্টের মধ্যে

আবদুল্লাহর সাথে কৃতজ্ঞতার বাড়িতে যাত্রা করার দিনগুলিতে পরিবারটি বসবাস করেছিল: "অথবা আপনি কি মনে করেন যে আপনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন, যখন এই ধরণের [বিচার] এখনও আপনার কাছে আগে আসে নি যাঁরা তাদের আগে এসেছিল? তারা দারিদ্র্য ও কষ্টের দ্বারা ছোঁয়াচে পড়েছিল এবং তাদের রসূল পর্যন্ত এমনকী কাঁপানো হয়েছিল এবং যারা তাঁর সাথে ইমান এনেছে তারা বলেছিলঃ আল্লাহর সাহায্য কখন? নিঃসন্দেহে আল্লাহর সাহায্য নিকটে "[১]

দারিদ্র্য হ'ল নিজের বাইরে থেকে যেমন ঘটে থাকে যেমন সুরক্ষার হুমকি, বাড়ি থেকে বেরোন, অসুস্থতা বা আত্মীয়দের মৃত্যু। অন্যদিকে, অসুবিধা হ'ল ব্যক্তি নিজেকে রোগ, নির্যাতন বা মৃত্যু থেকে আক্রান্ত করে।

অতিরিক্ত কাঁদতে কাঁদতে নিষেধ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি দয়ালু, করুণাময়, তিনি সর্বদা যা আদেশ করেন সে বিষয়ে জ্ঞানবান, তাঁর বান্দাদের প্রতি সদয় ও উদাসীন যখন তাদের উদ্বেগ ও শোক উদ্রেক করে, যিনি রোগীকে বিনা হিসাব ছাড়াই তাদের প্রতিদান দিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

ইমাম আল-ধাবিয়ী তার "বড় পাপ" বইটিতে ওমর ইবনুল খাত্তাব বলেছেন: "মৃত্যুর কোণ যখন মুমিনদের আত্মাকে গ্রহণ করে, তখন সে তার ঘরের দরজায় দাঁড়াবে। তার পরিবারের মধ্যে থাকবে। যে তার মুখকে আঘাত করে, যে তার চুল ছড়িয়ে দেয় এবং যে কেঁদে কেঁদে ও উচ্চস্বরে কাঁদছে। তারপরে মৃত্যুর কোণটি বলবে: "আপনি চরম দুঃখ কেন? আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের কারওর বয়স কম করি নি, অথবা আল্লাহর কাছ থেকে তোমাদের কোন অনুদানও নিই নি। আমি তোমাদের কারও উপর অত্যাচার করি না। আপনার অভিযোগ এবং ক্রোধ যদি আমার উপর থাকে তবে নিশ্চিত হন যে আমি আল্লাহর নির্দেশ পেয়েছি। যদি এটি আপনার মৃত ব্যক্তির বিষয়ে হয় তবে তিনি ক্ষমতাশালী এবং আপনার ইশ্বরের সম্পর্কে, আপনি তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছেন না। আমি আপনারা সবাই না নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অবশ্যই আবার অনেকবার আসব। নবী বলেছেন, "যদি তারা তাঁর জায়গা দেখে এবং তাঁর কথা শুনে তবে তারা তাদের মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে অবাক হয়ে নিজেদের জন্য কাঁদবে [২]"

শায়খ আবদুল কাদির আল জিলানী, তাঁর ছেলের পরামর্শ দেওয়ার সময় বলেছিলেন, ওহে পুত্র, বিপর্যয় ধ্বংস হতে আসছে না, তবে এটি আপনার ধৈর্য ও বিশ্বাসকে পরীক্ষা করার জন্য এসেছে। ওহে পুত্র, আল্লাহর আদেশ হ'ল বুনো পশুর মতো, আর বন্য প্রাণী মরা প্রাণী খায় না। "

.....

১ সূরা আল বাকারা: ২: ২১৪

২ আল-কবি'র রচনা ধাহাবিয়া, পৃষ্ঠা ১৮৭

৩ তাসলিয়াতু আহলিল-মোসোয়াব, পৃষ্ঠা ১৬৬

আবু দারদা 'বললেন,' নিশ্চয়ই যখন আল্লাহ কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন আল্লাহ তাআলা এতে সন্তুষ্ট থাকতে চান। '[১]

ইমাম বুখারী - আল্লাহ তাঁর প্রতি করুণাময় হতে পারেন - "বিষয়: মৃত্যুবরণে অতিরিক্ত কান্নাকাটিতে যা নিরুৎসাহিত করা হয়" উমর (রাঃ) বললেন, "তারা আবু সুলায়মানের জন্য কাঁদুক, যদি তারা মাথায় মাটি না দেয় বা জোরে কান্নাকাটি না করে। " [২] ইমাম বুখারী আরও বর্ণনা করেন যে, আল-মুগিরাহ্ শুনবা-রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে শুনেছি যে, তিনি (অন্যকে) তাঁর মৃত্যুর জন্য বিলাপ করার অনুমতি দেন। , কেয়ামতের দিন এর জন্য শাস্তি দেওয়া হবে। "[৩]

ইমাম বুখারী বলেছেন, "আল্লাহর রাসূলের এই উক্তি - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -" যে ব্যক্তি (অন্যকে) তার মৃত্যুর জন্য শোক করতে দেয়, কেয়ামতের দিন তার জন্য শাস্তি হবে ", যদি হাহাকার তাঁর ইচ্ছা, আল্লাহর বাণীতে, "হে যিড়মানদারগণ! নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে আগুনের হাত থেকে রক্ষা কর, যার জ্বালানী মানুষ ও পাথর, যার উপরে নীলকণ্ঠ রয়েছে) ফেরেশতাগণ কঠোর ও কঠোর; তিনি তাঁর আদেশ অমান্য করেন না। [৪] এছাড়াও, মৃত্যুতে কাঁদতে নিষেধাজ্ঞাটি যখন এতে চিৎকার, চিৎকার জড়িত। এটিই আল্লাহর গন্তব্যে অসন্তুষ্টি প্রদর্শন করে।

এছাড়াও, বুখারী "উচ্চস্বরে কান্নার প্রতিরোধ ও এর নিরুৎসাহ" নিষেধাজ্ঞার অধীনে বলেছিলেন, যদি এটি কেবল দুঃখ হয় তবে বিশ্বের সেরা ব্যক্তি হিসাবে যিনি অন্য কোন ব্যক্তির চেয়ে মহানবীকে ভয় করেন, নবী মোহাম্মদ হিসাবে নিষিদ্ধ নয় - শান্তি ও দোয়া আল্লাহ তায়ালা - তা করেছেন। বুখারী যোগ করেছেন "কাঁদতে কাঁদতে বিনা অনুমতিতে কি দেওয়া যায়"

তিনি উসামাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) - এর কর্তৃত্বে একটি ঐতিহ্য বর্ণনা করেছেন, নবী কন্যা - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন: আমার পুত্র মারা যাচ্ছে, আমাদের কাছে আসুন। তিনি সালামের শুভেচ্ছা জানাতে তিনি তার কাছে একটি বার্তা প্রেরণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন: "তিনি যা গ্রহণ করেন এবং যা দেন, তা আল্লাহরই। আর আল্লাহর কাছেই প্রত্যেক কিছুর একটি নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। তিনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং সওয়াব কামনা করুন। " তিনি তাকে তাঁর কাছে আসার জন্য শপথ পাঠিয়েছিলেন। তখন তিনি উঠে সাদ বিন উবাদাহ, মুআদ বিন জাবাল, উবাই বিএন কাব, জায়েদ বিন থাবিত এবং আরও কয়েকজন লোককে সাথে নিয়ে গেলেন। ছেলেটিকে আল্লাহর রাসূলের কাছে নিয়ে গেলেন।

.....

১ ইবনে মুফলিহ ২/১৯২ রচিত আল আল আদাব শরীয়িয়াহ, 'আলমুল-কুতুব প্রকাশিত

২ সহিহুল-বুখারি ২/৮০, দার বিএন কাথির, বৈরুত, তৃতীয় মুদ্রণ ১৪০৭ হিজরী (১৯৮৭)

৩ সহিহুল-বুখারি ১২৯১

৪ সূরা আত-তাহরীম; ৬৬: ৬

তাঁর মধ্যে মৃত্যুর ধড়ফড় শব্দ, এবং তাঁর চোখের জল অশ্রুতে ভরা। সা'দ বললেন: ইয়া রাসূলুল্লাহ, এ কী? তিনি বলেছিলেন: "এটাই করুণা যা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের অন্তরে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাঁর করুণাময় বান্দাদের প্রতি দয়া করুন।" [১]

অ্যাল্যানি বলেছিলেন, তাঁর শব্দ "কান্নায় ভরা চোখের জল" ওয়াল ছাড়াই ইঙ্গিত দেয় যে কাঁদতে কাঁদতে এবং মৃত ব্যক্তির পক্ষে এটি ক্ষতিকারক নয় "[২]

ইবনে আবদুলবার - আল্লাহ রহম করুন - বলেছেন: আবু ইসহাক আলসুবায়্যি আবু মাসউদ আল আনসারি এবং থাবিট বিএন জায়েদ ও কুরজা বিন কাব থেকে আমির ইবনে সা'দ বাজালি থেকে বর্ণিত, তারা বলল, আমাদের অনুমতি রয়েছে। হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) - এর দৃষ্টিতে তাঁর পুত্র ইব্রাহিমের মৃত্যুতে অশ্রুতে ভরে উঠল এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) - এর চোখ হিসাবে মৃত ব্যক্তির উপর কান্নাকাটি করার জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছিলেন। "[২]

আনাস বলেছেন, আমি তাকে দেখেছি - অর্থাৎ ইব্রাহিম - আল্লাহর রাসূলের সম্মুখে মৃত্যুর মুহূর্তে - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শান্তি ও দোয়া -। তিনি বললেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করে - এবং তিনি বলেছিলেন:" চোখ কাঁদে এবং হৃদয় শোক করে, তবে আমরা কেবল তাই বলি যা আমাদের রব খুশি হন, এবং আমরা ইব্রাহিম আপনার জন্য দু: খিত।"[৩]

আন-নওয়াওয়ী বলেছিলেন, তাঁর কথাটি "আল্লাহর রাসূলের চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে শুরু করেছিল - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রশংসা করেছেন" ইঙ্গিত দেয় যে মৃত্যু বা দুঃখের জন্য কান্নাকাটি করা জায়েয এবং এটি সন্তুষ্টির সাথে বিরোধী নয় আল্লাহর গন্তব্য, পরিবর্তে তা করুণাময় আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের অন্তরে এটি তৈরি করেন, তবে নিষিদ্ধ কাজটি হাহাকার এবং অবৈধ বাণী বলা। এর ফলস্বরূপ, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তবে আমরা কেবল তাই বলি যা আমাদের রব সন্তুষ্ট হয়।"

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অসুস্থতার অভিযোগ করলেন তখন কাঁদলেন। লোকেরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাঁদতে দেখল তারাও কাঁদতে লাগল। তিনি বললেন: শোনো, চোখের পানি যে অশ্রু বা হৃদয়কে দুঃখ দেয়, আল্লাহ তার শাস্তি দেন না।

.....

১ সহিহুল-বুখারি ১২৮৪ এবং সহীহ মুসলিম ৯২৩

২ উমদাতুল-কারী '৮/৭২ দার' ইহিয়া 'তুরথ আল' আরবিয়, বৈরুত দ্বারা প্রকাশিত

৩ সহীহ মুসলিম ২৩১৫

৪ শরীহ আন নওয়াওয়ী মুসলিম ১৫/৭৫, দার ইহিয়া 'তুরথ আল' আরবিয়, বৈরুত দ্বারা ১৩৯২ হিজরিতে প্রকাশিত

অনুভব করে তবে তিনি এর জন্য শাস্তি দেন (তাঁর জিভের দিকে ইঙ্গিত করছেন) অথবা তিনি দয়া দেখান। নিশ্চয় মৃত ব্যক্তিকে তার পরিবারের উপরের শোকে শাস্তি দেওয়া হবে।"[১]

ওহে আল্লাহ, আমরা আপনার জন্য সমস্ত প্রশংসা করে জিজ্ঞাসা করি এবং উপাসনার যোগ্য কোন উপাস্য নেই, কেবল আপনিই, আপনার কোন অংশীদার নেই। ওহে আকাশ ও পৃথিবীর উদ্ভাবকগণ। ওহে মহামহিম, সম্মানিত। ওহে দ্য লিভিং, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, আমরা আপনাকে আমাদের মৃত এবং মুসলমানদের সমস্ত মৃতকে ক্ষমা করার জন্য বলি। হে আল্লাহ, তাদের ক্ষমা করুন এবং তাদের প্রতি করুণা করুন, তাদের নিরাময় করুন এবং তাদের পাপকে উপেক্ষা করুন, তাদের আবাসকে সম্মান করুন, তাদের প্রবেশপথটি প্রসারিত করুন এবং তাদেরকে জল, তুষার এবং ঠান্ডা দিয়ে ধুয়ে দিন, হে আল্লাহ পরম করুণাময়।

ধিক্কার ও দুর্যোগের উপর ধৈর্য

অ্যাশ-শায়খ মুহাম্মদ মুতাওয়ালি শরাউই (৬:৩৭)
আপনি কী প্রস্থান করেন বা মৃত্যুতে ধৈর্য রাখবেন কীভাবে
অ্যাশ-শায়খ মাশারী খরাজ (১১:১৩)

মৃত সম্পর্কে সম্মান[২]

মৃতদের সম্মানের কথা বলার পরে প্রথম যে বিষয়টি মনে আসে তা হ'ল অতীতে যা বলা হয়েছিল "মৃত ব্যক্তির সম্মানকে দাফন করা হবে"। অনেক লোক ধারণা করেন যে মৃতদের দাফন করতে তাড়াতাড়ি করা শরিয়ত তাকে সম্মান করার একমাত্র উপায়। প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম মৃত ব্যক্তির শারীরিক ও নৈতিক মর্যাদার দিকে গভীর মনোযোগ দেয়। তবে উপাদানটিকে নৈতিক থেকে পৃথক করা উপযুক্ত নয়; কারণ মৃত ব্যক্তিকে সম্মান জানানোও একটি নৈতিক সম্মান, কারণ শরীরকে সম্মান করা একই সাথে আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা। বরং এটি সাধারণভাবে এটি মানুষের কাছে সম্মানজনক।

ইসলামে ব্যক্তিকে সম্মানিত করার অন্যতম প্রকাশ হ'ল তাকে ধুয়ে ফেলা, তাকে কাফন করা, তার জানাজা ও দাফন করা এবং কবর জিয়ারত করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট শিষ্টাচার মেনে চলার তাগিদ, সব মিলিয়ে মৃত ব্যক্তির শ্রদ্ধা ও সম্মান। এটি তাঁর সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমরা তার দেহের উপর অভিনয় নিষিদ্ধ করে (এটি কেটে ফেলার মতো) বা খারাপ জিনিস উল্লেখ করার ক্ষেত্রে দেখতে পাই

.....

১ সহিহ আল বুখারি, হাদিস নম্বর ১৩০৪

২ এই বিষয়ে এই নিবন্ধটি ১২-জুলাই, ২০১৫, আল-কাবাস ম্যাগাজিন দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল।

তার মৃত্যুর পর. বরং আমরা তাঁর মঙ্গলভাবের কথা উল্লেখ করতে উৎসাহিত হই, ক্ষমা ও করুণার জন্য তাঁর জন্য প্রার্থনা করি।

এই বিভাগে কুরআনের আয়াত এবং ভবিষ্যদ্বাণী বিশেষ হাদীসগুলি অনেক রয়েছে যেমন নীচের আয়াতটি, "এবং আমরা অবশ্যই আদম সন্তানকে সম্মানিত করেছি এবং তাদেরকে স্থল ও সাগরে বহন করেছি এবং তাদের জন্য উত্তম জিনিস সরবরাহ করেছি এবং তাদের চেয়ে বেশি পছন্দ করেছি যা আমরা তৈরি করেছি তার বেশিরভাগ।[১]

এই আয়াতটি সাধারণ, যেমন এতে জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদেরও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, হাদিসগুলিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, এতে মানবকে এমনকি মৃত ব্যক্তিকে সম্মান করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে এবং জীবিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোনও হারাম হ'ল মৃত ব্যক্তির পক্ষে সমান। নিম্নলিখিত হাদিসগুলি এর জন্য উদাহরণস্বরূপ:

আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমার মৃত ব্যক্তির ফজিলতসমূহ উল্লেখ কর এবং তাদের মন্দসমূহের (উল্লেখ) থেকে বিরত থাক।[২] তাঁর উপর - তিনি বলেছিলেন: "সৎ লোকেরা আপনার মৃতদের ধুয়ে ফেলুক।[৩]" এবং তাঁর এই বক্তব্য- আল্লাহর শান্তি ও বরকত তাঁর - "মৃত ব্যক্তির হাড় ভাঙ্গা একে জীবিত ভাঙ্গার সমান।[৪]" এবং তাঁর উক্তি - আল্লাহর শান্তি ও বরকত তাঁর উপর - "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তার ভাইকে কাফন করে, তখন সে কাফনের উচিত তাকে ভালভাবেই বলা হয়েছে।[৫] এর মধ্যে তার মধ্যে রয়েছে "কবরে প্লাস্টার করা, এর উপর লেখা এবং তার উপরে পদার্পণ করা" তার নিষেধ।[৬]" আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত -" এটি কারওর জন্য অনেক ভাল রং আপনি একটি জীবন্ত কয়লার উপরে বসে থাকবেন, যা তার কাপড় পুড়িয়ে দেবে এবং কবরে বসে থাকার চেয়ে তার ত্বকে উঠবে "[৭] এছাড়াও হাদিসে ইবনে উমর নবীকে দায়ী করেছেন - আল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -" যখন আপনার কেউ মারা যায়, দেরি করবেন না যরস তাকে দ্রুত তার কবরে নিয়ে যান।[৮]" যেমনটি হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - এর মৃত্যু সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তোমার মৃতকে নেক মানুষের মাঝে সমাহিত কর, কারণ মৃতেরা খারাপ প্রতিবেশী দ্বারা প্রভাবিত হয়, কারণ জীবিতরা খারাপ দ্বারা আক্রান্ত হয় প্রতিবেশী।"[৯]

.....

১ সূরা আল-ইসরাহ '; ১৭:৭০

২ আবু দাউদ, ৪৯০০ নম্বরে, তিরমিজি, সংখ্যা ১০১৯

৩ ইবনে মাজাহ, নম্বর ১৪৬১ এবং আল-বানিয়া বলেছেন সিলসিলাহ আহাদিত দা'ফাহে "মনগড়া" ৯/৩৮৬

৪ ইবনে মাজাহ 'আইসাহ, হাদীস ১৬১৬ এর কর্তৃত্বে

৫ জাবির কর্তৃত্বে মুসলিম, নম্বর ৯৪৩, আবু দাউদ, ৩১৪৮ নম্বর এবং একটি নাসা, নম্বর ১৮৯৫

৬ আত-তিরমিজি, সংখ্যা ১০৫২

৭ মুসলিম, সংখ্যা ৯৭১

৮ টোবারণি ফাইল কবির, সংখ্যা ১৩৬১৩

৯ আবু নাম হিলিয়াহ (৬/৩৫৪)

অন্যান্য বহু ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঐতিহ্যগুলির মধ্যে যা আমাদের খাঁটি ধর্মকে জীবিত ও মৃত উভয়ই সম্মানিত করে তা ব্যাখ্যা করে। ইসলামের এই করুণার জন্য সমস্ত আল্লাহর প্রশংসা।

আল্লাহর চেয়ে সত্যবাদী আর কে! [১]

এখানে আমরা নিম্নলিখিত দুটি আয়াতগুলির মধ্যে পার্থক্যটি বর্ণনা করব যা এখানে 'বিবৃতিতে অনুবাদিত আরবি শব্দের "হাদিদা এবং কিলাহ" ব্যবহার করে। নিম্নলিখিত দুটি আয়াতে আমাদের এই দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত করা উচিত।

তবে যারা ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে - আমি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো, যার তলদেশে প্রবাহিত হবে সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। [এটা] আল্লাহর ওয়াদা, (যা সত্য) এবং কে আল্লাহর প্রতি সত্যের চেয়ে সত্যবাদী। "[২]

আল্লাহ - তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। নিশ্চয়ই তিনি আপনাকে কেয়ামতের দিন একত্রিত করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর আল্লাহর চেয়ে সত্যবাদী কে আছে বিবৃতিতে। [৩]

আমরা এই দুটি আয়াতে প্রথমে লক্ষ করি যে উভয়ই কিয়ামতের ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করছে এবং এতে কোন সন্দেহ নেই। এছাড়াও, যে ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জান্নাতের ভিতরে যে নদীর তলদেশে প্রবাহিত হয়েছে তার প্রতি আল্লাহর ওয়াদা একটি সত্য প্রতিশ্রুতি এবং এতে কোন সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয়ত, আমরা এই দুটি পদগুলিতেও নোট করি যা উভয়টি একই সাথে প্রশ্ন ট্যাগ এবং চ্যালেঞ্জের সাথে শেষ হয়। ইতিবাচক আকারে আসা সম্ভব হয়েছিল কারণ আল্লাহ বলতে পারেন: আল্লাহর চেয়ে সত্যবাদী আর কেউ নেই। তবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মানুষকে চিন্তাভাবনা ও প্রশ্ন করতে বলেন, এমন কি কেউ আছে যে আল্লাহর চেয়ে সত্যবাদী? উত্তর অবশ্যই নেতিবাচক হবে। সুতরাং, কেন কিছু লোক রয়েছেন যারা বিচারের দিনটি সম্পর্কে এখনও তাদের অধিকাংশই না থাকলে সন্দেহ করছেন?

এখানে তৃতীয় মন্তব্যটি এই যে সম্পর্কিত যে, আল্লাহ পরাক্রমশালী আরবী ভাষায় দুটি ভিন্ন শব্দ বেছে নিয়েছেন যার নির্বিশেষে তাদের একই অর্থ রয়েছে এবং তারা ইংরেজিতে একই শব্দে অনুবাদ করেছেন যা "বিবৃতি"। ব্যাখ্যাকারী পণ্ডিতদের যুক্তি রয়েছে যে দুটি আরবি শব্দের মধ্যে এই পার্থক্য সম্পর্কিত

.....

১ এই বিষয়ে এই নিবন্ধটি আল-কাবাস ম্যাগাজিন, ১৫ নভেম্বর, ২০১৫ প্রকাশ করেছে।

২ সূরা নিসা ': ৪:৮৭

৩ সূরা নিসা ': ৪:১২২

একটি বক্তৃতা যা তার আগে আরবি শ্লোকনে শব্দের সাথে আলোচনা করা হয় ধর্মীয় পদক্ষেপগুলি প্রয়োগ করা হয় না। এই পার্থক্যটি আরবি-এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে এবং ইংরাজী পাঠ্যক্রম প্রয়োগ বা বিশ্লেষণ করবেন না এবং এটি আরবিদের সাথে বিশ্লেষণ করা উচিত নয়।

আল্লাহর পবিত্রতা, সর্বশ্রেষ্ঠ
আমাদের সাথে সত্যবাদী অর্থ
শায়খ সালিহ আল মাগামসি (২:৫৫)

মৃত্যুবরণকারীকে উৎসাহ অনেক শাহাদাহ
(আল্লাহ বর্ণিত কোন সত্য উপাস্য নাই)[১]

এই বিষয়টি অনেক মানুষের মনে অনুপস্থিত, দুর্ভাগ্যবশত, অবদানের সীমাতে পৌঁছতে পারে এমন গুরুত্বেও ইশ্বর ইচ্ছুক, মৃত্যুর পরে মারা যাওয়া ব্যক্তির ভাগ্য নির্ধারণ করতে! আপনি যখন এই সত্যটি পড়েন তখন অবাক ও আশ্চর্য বোধ করবেন না, আমার বোন ও ভাইয়েরা পাঠক মু 'আদ বিন জাবাল - আল্লাহ রাব্বুল আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, " যার শেষ কথাটি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই) জান্নাতে প্রবেশ করবেন। "[২] এ ছাড়া আবু সা'দ আলখুদরী - আল্লাহ তায়ালা আনহু হয়েছিলেন - রিপোর্ট করেছেন: আল্লাহর রাসূল-পিস এবং আল্লাহ তায়ালার বরকত অবলম্বন করেছেন - বললেন, "তোমার মৃত ব্যক্তিকে তিলাওয়াত করার জন্য অনুরোধ কর: 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই)"[৩] হাফিজহ বিএন হাজার বলেছেন: "বলার অপেক্ষা রাখে না যে সত্যিকার উপাস্য ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ "উল্লিখিত হাদিসে শাহাদাহ ও তাওহীদের দুটি বাক্যটি বোঝার অর্থ, যা হ'ল: আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মোহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, হয় এই রূপে বা আপনি প্রথমে যুক্ত করেন" আমি প্রশংসাপত্রিত বা ঘোষণা করি যে ... "। উৎসাহ দেওয়ার রূপটি সম্পর্কে, তিনি মৃত ব্যক্তিকে দয়া করে "আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকারের রংশ্বর নেই" বলতে আরও বেশি কথা না বলে বলেছিলেন। এটি মনে মনে রাখার জন্য এবং তাঁর দ্বারা উচ্চারণ করা শেষ কথা হতে পারে বলে একবার বা দু'বার স্মরণ করিয়ে দেওয়া যথেষ্ট। ইশ্বর আমাকে এবং আপনাকে তাওহীদের বাণীতে ভাল পরিণতি ও মৃত্যুর প্রতিদান দিন।

.....

১ এই বিষয়টি ২২ নভেম্বর, ২০১৫, আল-কাবাসিং ম্যাগাজিন দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে।

২ আবু দাউদ, নম্বর ৩১১৬, হাকিম, ১২২৯ এবং আল-বানিয়া সেটআপ করা হয়েছে।

৩ মুসলিম, নম্বর ৯১৬

ইসলামে অসুস্থতার দর্শন [১]

ইশ্বরের নিয়তি এবং শক্তির নিখুঁত সন্তুষ্টিতে, জ্ঞানী কে, আমাদের নিজের কাছে ফিসফিসও করতে হবে না: কেন এড়ফশ্বর আমাদের এমন করেছিলেন এবং তা করেননি? এটি আমাদের মানবসীমা অতিক্রম করে এবং মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অধিকারকে অতিক্রম করে এবং তাঁর মাহাত্ম্য সম্পর্কে অজ্ঞতা অর্জন করে এবং আমরা যা চাই সে ব্যতীত তাঁর কিছু জ্ঞান গ্রহণ করতে পারি না। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: (আল্লাহ - তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বাত্মক অস্তিত্বের পালনকর্তা।) স্বস্তি তাকে কাটিয়ে ওঠে না এবং ঘুমায় না। আকাশে যা কিছু আছে এবং যা আছে পৃথিবীতে যা কিছু তাঁরই। তাঁর অনুমতি ব্যতীত এটাই কি তাঁর সাথে সুপারিশ করতে পারে? তিনি জানেন যে তাদের সামনে (বর্তমানে) কি আছে এবং তাদের পরে কী ঘটবে এবং তারা তাঁর জ্ঞানের কোন বিষয়কে আবদ্ধ করে না যা ইচ্ছা তিনি ব্যতীত তাঁর কুরসী আকাশ ও আকাশে বিস্তৃত রয়েছে। পৃথিবী এবং তাদের সংরক্ষণ তাঁর ক্লান্ত করে না এবং তিনিই সর্বোচ্চ, মহান [২]

আমরা যখন রোগে আক্রান্ত লোকের আঘাতের ফরারহবশিক জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি তখন আমরা শুরুতেই চিনতে পারি যে এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা করুণাময় এবং এই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই জানেন। তিনি যদি না থাকেন তবে আমরা প্রথমে মহাবিশ্বে বেদনা বা অসুখের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিনি যেমন এই নিয়ম, আমরা এটির দিকে মনোযোগ দিই নি, তবে এটি একটি ব্যতিক্রম এবং একটি লক্ষণ যা সমস্ত মানুষকে প্রভাবিত করে সময়ের সাথে সাথে বিজ্ঞানীরা এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিদের দ্বারা কথিত বিভিন্ন কারণে তাদের জাগতিক জীবনে কিছু সময়ের জন্য।

এই কারণগুলি থেকে আলেমরা ব্যাখ্যা করেছেন যে এই রোগটি একদিকে যেমন মন্দ, তবুও অন্য দিকগুলির চেয়ে ভাল। কেননা, যেমন ইমাম ইবনে কাইয়িম আল জাওযিয়াহ - আল্লাহ তায়ালা রহমত করেছেন - তিনি বলেছিলেন, "তিনি প্রতিটি দিক থেকে শুদ্ধ দুষ্টতা সৃষ্টি করেন না তবে তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তার আগ্রহ এবং যুক্তি রয়েছে এবং কারও কারও অতিরিক্ত আংশিক দুষ্টতা থাকলেও সম্পূর্ণ পরম সম্পর্কে সব দিক থেকে মন্দ, মহান আল্লাহ তা'আলা এটি সরবরাহ করেন না। " [৩]

এবং জ্ঞানের দ্বারা রোগীর রোগের আঘাত হ'ল তাকে তার পালনকর্তার কাছে যেতে অনুপ্রেরণা জানাতে এবং নিজের প্রতি কতটা অবহেলা ও অবিচার করা উচিত তা জানার জন্য এবং কারও কাছে গর্ব করার বা ভাবার অধিকার নেই তার নিজেকে অজেয় শক্তি হিসাবে তিনি, চোখের দ্বারা দেখা যায় না এমন একটি ভাইরাস হওয়ার সম্ভাবনাতে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন এবং গর্বের সাথে হাঁটার পিছনে পিছনে যাওয়ার পরে তাকে মাটি ছেড়ে চলে যায়।

.....

১ এই বিষয়ে এই নিবন্ধটি আল-কাবাস ম্যাগাজিন প্রকাশ করেছে ২ নভেম্বর, ২০১৪

২ সূরা আল বাকারা: ২: ২৫৫

৩ শিফা'আল 'আলিল ফী মাসআল-কাদা' ওয়াল ক্বাদর ওয়াল হিকামাহ ওয়া তা'লিল, পৃষ্ঠা ১৬৯

যদি রোগটি সেই ব্যক্তির জীবন শেষ না করে তবে সে তাকে দৃঢ় এবং স্বাস্থ্যকর ফিরিয়ে দেয় এবং প্রভুর অনুগ্রহগুলি জানে এবং কীভাবে সে গণনা করে না, তবে সে নিজেকে পর্যালোচনা করে, এবং এড়ফশ্বরের এবং তারপরে লোকদের কাছে নম্র হয় এবং অনেক ভাল কাজ করে , এবং তার স্বাস্থ্য এবং তাদের স্বাস্থ্যের পরিমাণের প্রতি আগ্রহী, যেহেতু তিনি সন্তুষ্টি বোধ করেন এবং অসুস্থ লোকদের এবং বিশেষত দরিদ্রদের অবস্থা অনুভব করেন, তখন তিনি তাদের অর্থ এবং স্বাস্থ্য এবং তাদের ধর্মঘটের যে দাবী করেন না তাদের দান করেন। মানুষের পিছনে ভাঙ্গা তাকে শক্তিশালী করবে।

অনেক খাঁটি হাদীসে বর্ণিত এই রোগটি একজন ব্যক্তিকে পাপমুক্ত করে। অতএব, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - যখন একজন অসুস্থ আরবীয় ব্যক্তির সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন তখন তিনি যা বলেছিলেন তা রোগীর কাছে বলা জায়েয, "কোন সমস্যা নেই, এটি আপনাকে আল্লাহর ইচ্ছায় পবিত্র করে তোলে।" [১] বেশিরভাগই আমরা যা রোগ, রোগ এবং এমনকি দুর্যোগে ভুগি তা হ'ল আমাদের হাতের মুঠোয়, আল্লাহ পরাক্রমশালী বলেছেন:

আর যা কিছু আপনাকে দুর্যোগে ডেকে আনে তা হ'ল আপনার হাতের কর্মের জন্য; তবে তিনি ক্ষমা করেন[২]।

মহানবী (সাঃ) - এর জিহবাতে আল্লাহর শান্তি ও অনুগ্রহ - আল্লাহ তাঁর বান্দাদের যিনি যে কোনও ধরণের রোগে ভুগছিলেন তা খুশি করে বলেছেন, "কোন মুমিন কখনই অস্বস্তি, অসুস্থতা, উদ্বেগের শিকার হয় না; একটি শোক বা মানসিক উদ্বেগ বা এমনকি কাঁটা ছোটাছুটি কিন্তু আল্লাহ তার পাপকে তা দিয়ে ক্ষমা করবেন [৩]

এবং তাঁর এই বক্তব্য- আল্লাহর শান্তি ও অনুগ্রহ তার উপর - "কোন মুসলিম অসুস্থতা এবং অন্য কিছুতে অস্বস্তিতে উদগ্রীব হয় না, তবে গাছ গাছের পাতা ঝরানোর সাথে সাথে আল্লাহ তার পাপগুলি মুছে ফেলবেন।[৪]"

এবং তাঁর এই বক্তব্য- আল্লাহর শান্তি ও অনুগ্রহ তাঁর প্রতি - "ম্যালেরিয়া বা অসুস্থতায় আক্রান্ত মুমিনের দৃষ্টান্ত লোহার রডের মত আগুনে ঢ়ুঃ[]কানো, তার মরিচা অপসারণ করা এবং এর সদ্ব্যবহার অবশেষ [৫]"

....

১ ইমাম বুখারী তার সত্যতা, হাদীসের একটি অংশ যাবতীয় পুস্তক, বিষয়, নবুওয়াতের লক্ষণসমূহ, ৩৬১৬ সংখ্যা। হাদীসের পুরো সংস্করণ: ইবনে আব্বাসের কর্তৃত্বে অবশ্যই নবী - শান্তি ও রহমত আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে - তিনি বেদুইনে প্রবেশ করলেন, তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়ে বললেন, যখনই তিনি অসুস্থ ব্যক্তির দিকে , তখন তিনি বলতেন "কোন অসুবিধা নেই, এটি আপনাকে পবিত্র করে দেয় আল্লাহর দ্বৈত দ্বারা" পবিত্র হওয়া? " তিনি যোগ করেছেন, না! এটি কেবলমাত্র বৃদ্ধার দেহে উষ্ণ তাপমাত্রার সাথে ম্যালেরিয়া যাঁর কবরগুলি দর্শন করতে টানতে চায় "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন -" তবে (মৃত্যু যদি আপনার পছন্দ হয়) তবে এটি ভাল."

২ সূরা আশ-শুরা; ৪২:৩০

৩ বোখারি (সংখ্যা ৫৬৪১), মুসলিম (সংখ্যা ২৫৭২), শব্দ বুখারীর অন্তর্ভুক্ত

৪ বোখারি (সংখ্যা ৫৬৪৮), মুসলিম (সংখ্যা ২৫৭১),

৫ মুস্তাদরাকের হাকিম (২৪৬ নম্বর), সুনানে কুব্রায় বেহাকিয়ী (সংখ্যা ৬৫৪৪)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন: "কোন উপাসক কোন বিপদ বা তার চেয়ে খারাপ বা খারাপ কোন ক্ষতি করে না, পাপের কারণে ব্যতীত এবং এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ যা ক্ষমা করেন তা বেশি।" [১]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন: "নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর বান্দাকে অসুস্থতার সাথে চেষ্টা করবেন যতক্ষণ না তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়" [২]

ওহে , ইশ্বর, আপনি শ্রদ্ধেয়, হে প্রভু, এমনকি কাঁটা, বা উদ্বেগ, বা দুঃখ বা দুঃখের উপরেও তারা আপনার দাসদের পাপগুলি প্রকাশ করে তাদের প্রতি দয়া দেখাবে?

আল্লাহ তায়ালা এই বান্দার চেয়ে তাঁর বান্দার রহমতের জন্য অধিক আগ্রহী, তিনি নিজের মায়ের চেয়েও মানুষের প্রতি করুণাময়।

হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, আমরা তাঁর এক যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। তিনি কিছু লোকের কাছে গিয়ে বললেনঃ এই লোকরা কে? তারা বললঃ আমরা মুসলমান। সেখানে একটি মহিলা তাঁর চুলায় কাঠ রাখছিলেন এবং তাঁর পুত্র তাঁর সাথে ছিলেন। আগুনের শিখা উঠলে তিনি তাকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসেছিলেন এবং বললেনঃ 'তারা হ'ল তুমি কি আল্লাহর রাসূল? ' সে হ্যাঁ বলেছে.' সে বললঃ আমার পিতা ও মাতা তোমাদের জন্য মুক্তিপণ দান করুক, আল্লাহ কি দয়া করেন না যারা দয়া করেন? ' তিনি বললেন: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' তিনি বললেনঃ 'আল্লাহ কি তার সন্তানের প্রতি মায়ের চেয়ে বেশি দয়ালু নন?' তিনি বললেন: 'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' তিনি বলেছিলেন: 'একজন মা তার সন্তানকে আগুনে ফেলে দেবেন না।' আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাথা নীচু করে কেঁদেছিলেন, অতঃপর তিনি তার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের কাউকে শাস্তি দেন না যারা ব্যর্থ ও বিদ্রোহী, যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এবং বলতে অস্বীকার করুন: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। " [৩]

এটা তাঁর রহমত থেকে তিনি আমাদেরকে রোগে আক্রান্ত করতে পারেন, যাতে আমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে পারি এবং প্রার্থনা ও প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারি, যাতে তিনি আমাদের সুস্থ করতে পারেন বা আমাদের প্রিয়জনদের নিরাময় করতে পারেন। এই জ্ঞানটি কেবল আমাদের দুর্যোগের মধ্য দিয়ে আসে কেবল একা বিপর্যয়ই নয়, পক্ষপাতিত্বের সাথেও। এই দুটি আয়াত সম্পর্কে চিন্তা করুন, মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন: "এবং আমরা তাদেরকে উত্তম [সময়] ও পরীক্ষা দিয়েছিলাম যাতে তারা ফিরে যেতে পারে

.....

১ আত-তিরমিযী তাঁর সুনানে (সংখ্যা ৩২৫২)

২ কবির তোবারানী (সংখ্যা ১৫৪৮), মুস্তাদরাকের হাকিম (সংখ্যা ১২৮৬) এবং শুআবে বৈহাকিয় (সংখ্যা ৯৩৯৭)

৩ ইবনে মাজাহ (সংখ্যা ৪২৯৭)

আনুগত্য [১] " এছাড়াও, তাঁর উক্তিটি, উন্নত, "এবং আমরা আপনাকে মন্দ এবং পরীক্ষারূপে ভাল সহ পরীক্ষা করি" [২]

আপনি দেখতে পাবেন যে মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদেরকে সমৃদ্ধি, কঠোরতা, আকাঙ্ক্ষা ও ভয় ও সুস্থতা ও কুড়াল দিয়ে চেষ্টা করেন।

কিছু রোগের আঘাতকে নিজের এবং অন্যের জন্য একটি শিক্ষা এবং প্রচারের জন্য তৈরি করা, স্বাস্থ্যের মূল্য এবং তারা কীভাবে পরমেশ্বরে রয়েছে তা জানার জন্য এবং এই আনন্দ যে টেকসই হয় না তাও বুদ্ধিমানের কাজ একটি অস্থায়ী পরমানন্দ যা স্থায়ী হয় না। এমনকি যদি এটি স্থায়ী হয়, তবে আমরা মানুষের উপরে স্থান পাব এবং আমরা অভাব বা অপ্রতুলতা বোধ করি না। তবে আমরা আমাদের আদিতে মানুষ ধ্বংস সুতরাং, অভাব এবং মৃত্যু আমাদের মধ্যে রয়েছে।

এগুলি রোগের জ্ঞানের কিছু জরুরি লক্ষণ, যা ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা ছাড়া বোঝা যায় না। এটি আল্লাহর করুণা বোঝা এবং এটি জানতে যে তিনি যদি কোনও খারাপ কিছুতে আক্রান্ত হন তবে কেবল লোকের কাছে অভিযোগ না করেই তার প্রতি ধৈর্য ধরতে হবে বা অনাদিকাল থেকেই তাঁর নিয়তির প্রতি রচিত হওয়া সম্পর্কে ক্রুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। যে মারাত্মক সমস্যায় আক্রান্ত বেশিরভাগ লোকেরা ভাববাদী এবং তারপরে পছন্দ এবং পছন্দগুলি হয়।

আবু সা'দ আল খুদরী বলেছেন: আমি যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর প্রবেশ করলাম যখন তিনি জ্বরে ভুগছিলেন তখন আমি তার গায়ে হাত রাখলাম এবং কম্বলের উপর থেকে আমার হাত দিয়ে তাপ অনুভব করলাম। আমি বললাম: 'হে আল্লাহর রাসূল, আপনার পক্ষে কত কঠিন!' তিনি বললেনঃ আমরা (নবীগণ) এরূপ। বিচার আমাদের জন্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং পুরস্কারও হয় রং ' আমি বললাম: 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, কোন লোকেরা সবচেয়ে কঠোরভাবে পরীক্ষা হয়? তিনি বললেন: 'নবীগণ'। আমি বললাম: 'ইয়া রাসূলুল্লাহ, তাহলে কে?' তিনি বলেছিলেন: 'অতঃপর ধার্মিক, যাদের মধ্যে কেউ কেউ দারিদ্রতার সাথে পরীক্ষিত হয়েছিল, যতক্ষণ না তারা নিজেদের চারপাশে রাখার জন্য একটি চাদর ছাড়া কিছুই না পেয়ে। তাদের মধ্যে একজন দুর্দশায় আনন্দিত হবে যেহেতু তোমাদের মধ্যে কেউ স্বাচ্ছন্দ্যে আনন্দ করবে "[৩]

এটি যদি নবীগণ ও সৎকর্মীদের ক্ষেত্রে হয় তবে যারা তাদের চেয়ে কম তারাও মহান আল্লাহতায়ালা থেকে অনেক দূরে?

.....

১ সূরা আল আরাফ; ৭:১৬৮

২ সূরা আল আনবিয়া; ২১:৩৫

৩ বুখারী আল আদাব আল মুফরাদে (৫১০ সংখ্যা) এবং আল বানিয়ে তা সত্যায়িত করেছেন

ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার প্রতিশ্রুতি রোগীকে নবী ও ধার্মিক ব্যক্তি এবং তাদের পছন্দসই দলগুলির দলে নিয়ে আসতে পারে, বিশেষত যদি তিনি মহান আল্লাহপাকের কাছে নবী ও সৎকর্মীদের সাথে তাঁর অনুগ্রহ ও করুণার সাথে বাঁচার জন্য প্রার্থনা করেন।

তাই কবি বলেছেন:

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন হয় যখন কোন বান্দা অনুগ্রহের সাথে কৃতজ্ঞতার সাথে সাড়া দেয়
এবং তাঁর সাহায্যকারের সাথে দেখা করার জন্য ধৈর্য সহকারে
আর যে আল্লাহর সন্তুষ্ট হয়, নিশ্চয়ই
তিনি আল্লাহর অনুগ্রহে তাঁর জীবনে এবং পরকালে সফল হন।

ফিলোসপি অফ ডেথ অফ ইসলাম[১]

মৃত্যু হ'ল সবচেয়ে বড় সত্য যা কেউ সন্দেহ করতে পারে না। এটা নিশ্চিত যে সন্দেহাতীত। এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সতর্কতা ছাড়াই এবং সর্বদা স্থগিতাদেশ বা বিলম্ব ছাড়াই ঘটেঃ

"এবং প্রত্যেক জাতির জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা। সুতরাং যখন তাদের সময় আসে তখন তারা এক ঘন্টারও পিছনে থাকবে না এবং তারা এর আগেও চলে না" [২]

এটি এমন এক কাপ যা সমস্ত লোকেরা এটি থেকে গ্রহণ করবে এবং একটি অববাহিকা এবং প্রত্যেক লোক এতে প্রবেশ করবে, ধনী ও দরিদ্র, প্রিয় এবং অপমানিত, শক্তিশালী এবং দুর্বল।

"প্রত্যেক প্রাণ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং কেয়ামতের দিন আপনাকে কেবলমাত্র [পূর্ণ] ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি দোযখ থেকে দূরে সরে গেছে এবং জান্নাতে প্রবেশ করেছে সে [তার ইচ্ছা] অর্জন করেছে। আর এই পৃথিবীর জীবন বিভ্রান্তি ভোগ ব্যতীত আর কী। "[৩]

আল্লাহ পৃথিবীর প্রত্যেককেই নয়, মহাবিশ্বের প্রত্যেককেই মৃত্যু নির্ধারিত করেছেন, যাতে আল্লাহ কেবল, পরাক্রমশালী, বেঁচে থাকা, অনন্তকালীন বেঁচে থাকবেন, এর আগে বা পরে কোন মৃত্যু হবে না।

.....

১ এই বিষয়ে এই নিবন্ধটি আল-কাবাস ম্যাগাজিন, ৯ নভেম্বর, ২০১৪ দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল
২ সূরা আল-আরাফ; ৭:৩৪
৩ সূরা আল ইমরান; ৩: ১৮৫

"পৃথিবীর প্রত্যেকেই ধ্বংস হয়ে যাবে। এবং সেখানে আপনার পালনকর্তার চেহারা থাকবে, মহিমাময় ও সম্মানের মালিক[১]

এটি একটি সত্য যে বেশিরভাগ লোক তাদের কর্ম দ্বারা, তাদের অনুভূতি এবং তাদের চিন্তাভাবনা দ্বারা না পারলে পালানোর চেষ্টা করে, তবে কীভাবে?

বলুন, তোমরা যে মৃত্যু থেকে পালিয়ে এসেছ - তা অবশ্যই তোমার সাথে দেখা করবে। অতঃপর তোমাকে অদৃশ্য ও দর্শন জ্ঞানের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে এবং তোমরা যা কর সে সম্পর্কে তিনি তোমাদের অবহিত করবেন।[২]

আর তাহলে পালাতে হবে কোথায়? মানুষের সময় শেষ হলে সর্বত্র মৃত্যু তাড়া করে চলেছে।

"আপনি যেখানেই থাকুন না কেন মৃত্যু আপনাকে ছাপিয়ে যাবে, এমনকি যদি আপনার উচ্চ নির্মাণের মিনারগুলির মধ্যেও থাকে" "[৩]

তদুপরি, আশা করা যায় না যে, যদি তাদের পালনকর্তা কোন প্রাণীর আত্মাকে ধরার আদেশ দেন তবে আল্লাহর রসূলগণ অবাধ্য হবেন:

এবং তিনি তাঁর বান্দাদের অধীনস্থ এবং তিনি তোমাদের উপর অভিভাবক-ফেরেশতা প্রেরণ করেন, যতক্ষণ না তোমাদের কারওর মৃত্যু হয়, তখন আমাদের রসূলগণ তাকে ধরে নেন এবং তারা ব্যর্থ হয় না। [৪]

কেউ ভাবতে পারে না যে তার চারপাশের পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং ভাইয়েরা তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারে বা তার আত্মাকে তার কাছে আবার ফিরিয়ে দিতে পারে, তবে তারা তখন তাকে বাঁচাতে অক্ষম হয়ে তার সামনে দাঁড়াবে।

"তাহলে কেন, মৃত্যুর সময় আত্মা যখন গলায় পৌঁছে যায়
এবং আপনি সেই সময়ে তাকিয়ে আছেন -
আমাদের ফেরেশতারা তোমাদের চেয়ে তাঁর নিকটবর্তী, কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে না -
তবে আপনি যদি প্রতিশোধ গ্রহণ না করেন তবে আপনি কেন করবেন না,
ফিরিয়ে আনো, যদি সত্যবাদী হয় তো? [৫]

.....

১ সূরা আর-রহমান; ৫৫: ২৬-২৭

২ সূরা আল-জুমাহ; ৬২: ৮

৩ সূরা নিসা '; ৪:৭৮

৪ সূরা আল-আনাম; ৬:৬১

৫ সূরা আল ওয়াকিয়াহ; ৫৬: ৮৩-৮৭

কত মৃত্যু তার পিতার পুত্র, তার পুত্রদের একজন পিতা, তার ভাইয়ের একটি ভাই, তার বন্ধুর বন্ধু এবং তার প্রেমের প্রেমিক এবং তার আত্মীয়ের নিকটবর্তী হয়ে অপহরণ করেছে এবং কেউ মৃত্যুর হাত ধরে বা প্রেমিককে সাড়া দিতে পারেনি বা প্রিয়। এবং কীভাবে তারা তাকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারবে এবং যখন সে প্রস্তুত থাকবে তখন তারা এ থেকে নিজেদের বাঁচাতে পারবে না?

"যারা [বাড়িতে বসে] তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলেছিল," তারা যদি আমাদের কথা মেনে চলত তবে তাদের হত্যা করা হত না। বলুন, যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তবে নিজেরাই মৃত্যুকে বাধা দাও[২] "এবং মৃত্যু একটি বিপর্যয়। অবশ্যই মৃত ব্যক্তির এবং তার প্রিয়জন এবং তার সহচরদের জন্য আল্লাহ পরাক্রমশালী বলেছেন: "যখন মৃত্যু তোমাদের একজনের নিকটে আসে [২]

তবে এটি জীবনের বোঝা বা অসুস্থতা বা আঘাতের ব্যথা থেকে ব্যক্তিটির জন্য স্বস্তি হতে পারে। এবং মৃত্যু স্বর্গে যারা তাদের জন্য সত্যই দয়া এবং সত্য, যেখানে মৃত্যু লিভার এবং জীবনের প্রথম পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য। এর পরিপ্রেক্ষিতে, যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মৃত্যুর যন্ত্রণা সহ্য করছিলেন, তখন তিনি ফাতেমা - আল্লাহ রাব্বুল আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "ওরে আমার বাবার অসুস্থতা! "। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেছেন -" এই দিনটির পরে আপনার পিতা কোন অসুবিধা অনুভব করবেন না। নিশ্চয়ই অনিবার্য জিনিসটি আজ আপনার পিতার উপর অবতীর্ণ হয়েছে, অর্থাৎ মৃত্যু যা কিয়ামাহের দিন অবধি কেউ এড়াতে পারবে না [৩] "

মৃত ব্যক্তি যদি বেদনাদায়ক অসুস্থতায় অসুস্থ থাকে এবং তার নিরাময়ের আশা না করে তবে এটি জীবিতদের জন্যও রহমত হতে পারে, বা তিনি ক্ষতিকারক ব্যক্তি, যার আশঙ্কা রয়েছে এবং লোকজন তার ক্ষতি প্রতিরোধ করতে পারে না। সুতরাং, ছেলেটিকে হত্যা করা তার ধার্মিক পিতামাতার জন্য স্বাচ্ছন্দ্য ছিল; অন্যথায় তারা অত্যাচার ও অবিশ্বাসের সাথে নিপীড়িত হবে যেমনটি সূরা আল-কাহাফে বর্ণিত হয়েছে, যেখানে কুরআন এমন এক ধার্মিক ব্যক্তির কাহিনী বর্ণনা করেছে, যাকে নবী মুসা - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য অনুসরণ করেছিলেন। লোকটি তাঁর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যগুলি জানেন না তাদের উপস্থিতিতে কিছু অদ্ভুত কাজ করেছিলেন। এর মধ্যে একটি হ'ল তিনি একটি ছেলেকে হত্যা করেছেন।সুতরাং তারা রওয়ানা হল, যতক্ষণ না তারা একটি ছেলের সাথে দেখা করেছিল, আলকিদ তাকে হত্যা করেছিল। [মূসা) বললেন, "আপনি কি প্রাণকে হত্যা করার পরিবর্তে খাঁটি আত্মাকে হত্যা করেছেন? আপনি অবশ্যই একটি দুর্ভাগ্যজনক কাজ করেছেন।" এরপরে তিনি মুসার কাছে তাঁর এই কাজের পেছনের যুক্তিটি ব্যাখ্যা করে বললেন, এবং ছেলেটির জন্য তার পিতা-মাতা বিশ্বাসী ছিল এবং আমরা আশঙ্কা করেছি যে সে সীমালংঘন ও কুফর দ্বারা তাদেরকে চাপিয়ে দেবে। সুতরাং আমরা স্থির করেছিলাম যে তাদের পালনকর্তা যেন তাদের জন্য আরও উত্তম হয়ে ওঠেন

.....

১ সূরা আল ইমরান; ৩: ১৬৮

২ সূরা আল মায়েদা; ৫: ১০৬

৩ ইবনে মাজাহ, জানাইজের গ্রন্থ, বিষয়: তাঁর মৃত্যু ও তাঁর জানাজার ব্যবস্থা উল্লেখ করে (সংখ্যা ১৬২৭), আল-বানিয়া কর্তৃক অনুমোদিত

৪ সূরা আল কাহফ; ১৮:৭৪

ন্যায়পরায়ণতা ও করুণার নিকটে। "[১] এখানে মৃত্যু বাবা-মা এবং সন্তানের জন্যও স্বস্তি ছিল কারণ তিনি কৈশোরে পরিণত হওয়ার সময় তাকে অহঙ্কারী পুত্র হতে বাধা দিয়েছেন উপরের সমস্তটি সত্যিকারের জ্ঞানের ফলস্বরূপ সর্বশক্তিমান ইশ্বরের মতে মৃত্যু ও জীবনের জন্য সর্বশক্তিমান ইশ্বরের সৃষ্টি, যিনি মানবিক কষ্ট ও জান্নাত বা আগুনের সাথে পুরষ্কারদাতা বলেছেন, "[তিনি) যিনি আপনাকে মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যা পরীক্ষা করার জন্য [যাতে] আপনার মধ্যে কোনটি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই সেরা ঐব তিনি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল "[২]

এটি দুর্দশা, হুমকি এবং ভয় দেখানোই এর লক্ষ্য নয়, তবে উপদেশ ও পাঠ, যাতে একজন মানুষ তার অস্তিত্বের কারণটি উপলব্ধি করতে পারে এবং সে তার গন্তব্যকে সত্যিকারের পৃথিবী অর্থাৎ পরকালের জন্য সংজ্ঞায়িত করে।

যদি কোন ব্যক্তি ইসলামে মৃত্যুর দর্শন উপলব্ধি করে তবে সে দুনিয়ার আসল মূল্য অনুধাবন করবে এবং আখেরাতের প্রতি তার মুখোমুখি হবে এবং সে নিষ্ঠার সাথে কাজ করবে, এমনকি যদি সে মারা যায় তবেও সে জান্নাতে প্রবেশ করতে প্রস্তুত। আল্লাহ আমাদের এবং আমাদের সম্পূর্ণ মৃতকে এতে বিনা হিসাববিহীন ও কোন শাস্তি না দিয়ে রাখুন।

মৃত্যুর দর্শনের বোধগম্যতা ব্যক্তিকে মৃত্যুর দিকে প্রজ্ঞা এবং শান্তিতে দেখায়। সুতরাং, তিনি কারও মৃত্যুতে অত্যধিক শোক করবেন না, গালে চড় মারবেন না, অশ্রুতে কাঁদবেন না। বরং তিনি ধৈর্য, ধন্যবাদ, আনন্দ, পুরষ্কারের সন্ধান, প্রশান্তি এবং আরামের সাথে মৃতদের সাথে তার সম্পর্ক নির্বিশেষে মোকাবেলা করবেন।

উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "যখন কোন ব্যক্তি বিপদগ্রস্থ হয় এবং উচ্চারণ করে: 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহুম্মা উজুরানী ফী মুসিবতি, ওয়াখলুফ লি খাইরান মিনহা (আমরা আল্লাহরই এবং তাঁর কাছেই আমরা ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমার দুর্দশায় আমাকে ক্ষতিপূরণ দিন, আমার ক্ষতি প্রতিদান দিন এবং এর বিনিময়ে আমাকে আরও ভাল কিছু দান করুন), তবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে ক্ষতিপূরণ দেবেন। পুরষ্কার এবং আরও ভাল বিকল্প সহ। " উম্মে সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন: আবু সালামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন মারা গেলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে যে আদেশ দিয়েছিলেন তা অনুরূপ পুনরাবৃত্তি করলাম (কর)। সুতরাং আল্লাহ আমাকে তাঁর চেয়ে উত্তম বিকল্প দান করেছেন (আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছি)

.....

১ সূরা আল কাহাফ; ১৮: ৮০-৮১

২ সূরা আল-মুলক; ৬৭: ২

এটিই মৃত্যুর বাস্তবতা উপলব্ধির ফল এবং যাঁরা এটির আকারের অনুপাতে এটি পান তাদের পুরষ্কার। এটি একটি বিপর্যয়, হ্যাঁ, তবে খুব শীঘ্রই বা পরে সমস্ত মানুষ এটি ভোগ করবে।

মরে যাওয়া মানুষকে শাহাদাহকে উপদেশ দেওয়া (আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই)
শায়খ মুহাম্মদ ইসমা'ইল আল-মুকাদম (৫৭:৩)
অসুস্থতা; পরিশোধন বা অপমান; ও দর্শনার্থী রোগী ডাঃ ওমর আবদুলকাফি এর শিষ্টাচার (৩৭: ৮)
দাস অসুস্থ হলে, আল্লাহ - মহিমান্বিত - তাঁকে দুইজন ফেরেশতাণ প্রেরণ করেন
শেখ মুহাম্মদ রতিব আল-নাবুলসি (৩২:১৪)

ইসলামে দোয়া দর্শন[১]

প্রার্থনা ইবাদত [২]। এর মধ্যে রয়েছে বহু অর্থ এবং ধারণাগুলি যা মানুষের কাছে আল্লাহর ইবাদতের উপর জোর দেয় এবং বিশ্বাস করে যে তিনিই একমাত্র তিনিই যিনি তাঁর প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং তাকে ত্রাণ করতে সক্ষম। তিনিই একা যার কাছে আমরা সকলেই অভিযোগ করব, যিনি যে কোনও কিছু হওয়ার আদেশ দেন এবং তা অবিলম্বে হয়ে যায়। ইসলামের নিদর্শন হিসাবে দোয়ার তাৎপর্যের কারণে, যে ব্যর্থ হয় বা ছেড়ে যায়, তার বিশ্বাসে ভুল রয়েছে এবং তাকে নিজের পর্যালোচনা করতে হবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী বলেছেন: "না! [তবে] প্রকৃতপক্ষে মানুষ সীমালংঘন করে। কারণ সে নিজেকে স্বাবলম্বী দেখায়।" [৩]

স্বাবলম্বী কার কাছ থেকে ?! স্বাবলম্বী যার থেকে কে তাকে দেয়, তাকে অনুদান দেয়, তাকে রাখেন এবং তাকে উন্নীত করেন!? এটিই আসল ধ্বংস এবং অহংকার যা তার সঙ্গীকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। এর প্রতীক প্রার্থনা অবহেলা। এর নিশ্চয়তা হ'ল আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বক্তব্য:

"এবং আপনার পালনকর্তা বলেছেন," আমাকে ডাক; আমি তোমাদের কাছে সাড়া দেব। "যারা আমার উপাসনা থেকে বিরত থাকবে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে [আরোপিত] ঘৃণারযোগ্য।" [৪]

পূর্ববর্তী হাদীসে বর্ণিত ইবাদত-বন্দেগী হওয়া বিষয়টিকে নিছক একটি প্রান্তিক বিষয় নয় যা দিয়ে তা প্রকাশ করা যায়। বরং এটি এমন বিষয় যা মানুষের প্রতিপালকের প্রতি সত্য এবং তাঁর উপর তাঁর আস্থার পরিমাণ নির্ধারণ করে।

.....

[১] এই বিষয়ে এই নিবন্ধটি আল-কাবাস ম্যাগাজিন, ১৭ নভেম্বর, ২০১৪ দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল
[২] আত-তিরমিযী তাঁর সুনানে (সংখ্যা ৩৩৭২২) এবং বলেছিলেন "ভাল ও সত্যবাদী হাদীস)
[৩] সূরা আল-আলাক; ৯৬: ৬-৭
[৪] সূরা আল গফির, ৪০:৬০

এই সত্যটিই দু'আর যে কোনও আলোচনা ভিত্তি করে। প্রার্থনা তাওহীদের (আল্লাহর একত্বের) প্রতীক, এর অর্থ হল যে ব্যক্তি বিশ্বাস করবে যে সর্বশক্তিমান ছাড়া তাঁর জন্য কোন আশ্রয় বা উদ্ধারকাজ নেই। সুতরাং, তাঁর প্রার্থনা অব্যাহত রাখা উচিত, এতে মনোনিবেশ করা উচিত এবং তাঁর অন্তরকে জীবের সাথে সমস্ত প্রবৃত্তি থেকে সরিয়ে স্রষ্টা সর্বশক্তিমানের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা উচিত। তাঁকে ডাকার জন্য এবং তাঁর প্রিয়তম নিকটতম স্থানটি গ্রহণের জন্য তাঁর সর্বোত্তম সময়টি বেছে নেওয়া উচিত - এবং এটি কিবলা দিকের সিজদায় রয়েছে -। তাঁর উচিত তাঁর আনুগত্য করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভব তার অবাধ্যতা না করা। তার উচিত নিজের মধ্যে, নিজের পরিবারে ও লোকের মধ্যেই আল্লাহকে ভয় করা। তার উচিত হালাল খাওয়া। পাপের জন্য বা পারিবারিক বন্ধন ভেঙে নয়, বরং ভাল জিনিসের জন্য তাঁর প্রার্থনা করা উচিত। তিনি প্রার্থনা গ্রহণযোগ্যতা এবং প্রার্থনার অন্যান্য শিষ্টাচার জন্য তাড়াহুড়ো করা উচিত নয়।

একটি সাধারণ নিয়ম হিসাবে - দুআর জবাবের জন্য এটি প্রয়োজন যে প্রার্থনাকারী আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী এবং তিনি তাঁর আদেশের প্রতি সাড়া দেন এবং তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী যা নিষিদ্ধ করেন তা থেকে বিরত থাকেন, আল্লাহ পরাক্রমশালী বলেন: "এবং যখন আমার বান্দারা তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে - সত্যই আমি নিকটেই আছি, তিনি যখন আমাকে ডাকে আমি প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দেই। সুতরাং তারা আমাকে (আনুগত্যের সাথে) সাড়া দাও এবং আমাকে বিশ্বাস করুন যে তারা হতে পারে [যথাযথভাবে) গাইডকৃত [১]। "

বাধ্য ও নিপীড়িতদের প্রার্থনা ব্যতীত তারা এমনকি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী না হলেও আল্লাহ তাদের আহ্বানে সাড়া দিতে পারেন কারণ তিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা, মুসলিম বা অমুসলিম। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন:

"তিনিই যিনি আপনাকে স্থল ও সমুদ্রে ভ্রমণ করতে সক্ষম করেছেন, যতক্ষণ না আপনি জাহাজে উপস্থিত হন এবং তারা তাদের সাথে একটি ভাল বাতাসে চলাচল করে এবং এতে তারা আনন্দ করে, এক ঝড়ো বাতাস আসে এবং সর্বত্র থেকে তাদের উপর তরঙ্গ আসে এবং তারা ধরে নেয়। তারা আশেপাশে অবস্থান নিচ্ছে এবং তাঁর কাছে ধর্মের প্রতি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করছে, "আপনি যদি আমাদের এ থেকে রক্ষা করেন তবে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হই। " তিনি যখন তাদের রক্ষা করেন, তখনই তারা পৃথিবীতে বিনা অধিকারে অন্যায় করে। হে মানবসন্তান, তোমাদের অবিচার কেবল পার্থিব জীবন উপভোগ করার জন্য কেবল নিজেরই বিরুদ্ধে। অতঃপর আমাদের কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, আর আমরা আপনাকে জানিয়ে দেব যে আপনি করতেন। [২] "

যখন কোনও ব্যক্তি তাঁর প্রভু সর্বশক্তিমানকে একাকী উপাসনা করতে আগ্রহী হয় এবং তাঁকে একা ভয় করে এবং তাঁর উপর ভরসা করে এবং সাধারণভাবে ধার্মিক হয়, তখন তাকে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে তার প্রার্থনার জবাব দেওয়া হয়েছে; কারণ এটি মহান আল্লাহতায়ালার দ্বারা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে "নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে রেখেছেন [বিনিময়ে] তারা যা পাবে তা-ই।

.....

১ সূরা বাকারা; ২: ১৮৬
২ সূরা ইউনূস; ১০: ২২-২৩

জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, সুতরাং তারা হত্যা করে এবং হত্যা করা হয়। তাওরাত, ইঞ্জিল এবং কুরআনে তাঁর প্রতি সত্য প্রতিশ্রুতি [আবদ্ধ)) আর আল্লাহ ব্যতীত তাঁর অঙ্গীকারের প্রতি সত্যবাদী কে? সুতরাং আপনি যে চুক্তিতে চুক্তি করেছেন তা আপনার লেনদেনে আনন্দ করুন। এবং এটিই মহান অর্জন। [১]

তবে, প্রার্থনার উত্তরের জন্য কোনও ব্যক্তিকে তিনি যা চেয়েছিলেন ঠিক তেমন প্রদান করা বা বিশেষত যার জন্য সুরক্ষা চেয়ে থাকে সে থেকে রক্ষা করার প্রয়োজন হয় না, কারণ নোবেল জ্ঞান স্তর এবং প্রার্থনার প্রার্থনার উপর ভিত্তি করে দেয় না, তবে তাঁর জ্ঞান এবং তাঁর সবকিছুর অন্তর্ভুক্ত। কোনও ব্যক্তি অজান্তে কোনও ভাল জিনিসের জন্য তার অনুরোধে মন্দ প্রার্থনা করতে পারে। সে এমন কিছুকে ঘৃণা করতে পারে যা তার পক্ষে ভাল এবং তার পক্ষে মন্দ যা কিছু তার পক্ষে ভাল, যদিও সর্বজ্ঞ সর্বজ্ঞ সর্বজ্ঞ জানেন যে তাঁর পক্ষে সর্বোত্তম কি। এ কারণে ইস্তিখারার নামায আইন করা হয়েছিল। এর সংক্ষিপ্তসারটি হ'ল প্রার্থনাকারী সমস্ত কিছুর জন্য আল্লাহকে ছেড়ে যান এবং পুরোপুরি জেনে যে আল্লাহ তাঁর পক্ষে সেরাটি বেছে নেবেন, এমনকি যদি তিনি সে সময়ের মতো নবযরহফশিক জ্ঞান নাও জানেন।

এটি ইস্তিখারাহ নামাজে স্পষ্ট হয়ে যায় যে বিষয়টি আল্লাহর জন্য রেখে যাওয়া এবং তাঁর উপর নির্ভর করা কেন্দ্রীভূত করে। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সকল বিষয়ে ইস্তিখারাহ (আল্লাহর নির্দেশনা প্রার্থনা) করতেন কারণ তিনি আমাদেরকে কোরআনের একটি সূরা শিখাতেন। 'একটি. তিনি বলতেনঃ "তোমাদের মধ্যে যখন কেউ কোন উদ্যোগে প্রবেশের কথা চিন্তা করে, তখন সে ফরদ নামায ব্যতীত দু'রাকাত চ্ৎধুবৎষ্চিক সালাত আদায় করবে এবং তারপরে অনুরোধ করবে:" আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্তাখিরুকা বি ইল্মিকা, ওয়া আস্তাকিরির বি কোদ্রিটিকা, ওয়াজ- 'আলুকা মিন ফাদলিকাল-আজিম। ফেন্নাকা তাকদিরু ওয়া লা আকদিরু, ওয়া তা'লামু ওয়া লা আ'লামু, ওয়া আনতা 'আল্লামুল-ঘুয়ুব। আল্লুম্মা কুন্তা তা'লামু আন্না হাদাল'আমরা (এবং নামটি আপনি কী করতে চান) খাইরুন লি ফাই দিনি ওয়া মাআশি ওয়া 'আকিবতি আম্রি, - (বা তিনি বলেছেন)' আজিলি আম্রী ওয়া আজিলি) - ফকদুরহু লি ওয়া ইয়াসিরহু লি , থুম্মা বারিক লি ফিহি। ওয়া ইন কুন্তা তাআলমু আন্না হাদাল 'আমরা (এবং নামটি আপনি কী করতে চান) শররুন লি ফাই দিনি ওয়া মা'শি ওয়া' আকিবতি আমেরি, - (বা তিনি বলেছেন) ওয়া 'আজিলি আম্রি ওয়া আজিলি) - ফরিফু' আনি, ওয়াসরিফনি 'আনহু, ওয়াকদুর লিয়াল-খাইরা হায়থু কানা, থুম্মা আরদিনী বিহি। "(হে আল্লাহ, আমি আপনার জ্ঞানের মাধ্যমে তোমার সাথে পরামর্শ করি এবং আমি তোমার শক্তির মাধ্যমে শক্তি কামনা করি এবং আপনার মহাপুরস্কারের জন্য জিজ্ঞাসা করি; কারণ আপনি সক্ষম, যদিও আমি নই এবং, আপনি জানেন এবং আমি তা জানি না এবং আপনি গোপন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত ঃযব হায় আল্লাহ, আপনি যদি জানতেন যে বিষয়টি আমার দ্বীন সম্পর্কে, আমার জীবিকা নির্বাহের জন্য এবং আমার বিষয়গুলির পরিণতি সম্পর্কে আমার পক্ষে ভাল, - (অথবা তিনি বলেছিলেন) আমার বিষয়গুলির অচিরেই বা তার পরে - তবে এটি আমার জন্য নির্ধারণ করুন, আমার পক্ষে সহজ করুন এবং আমার জন্য দোয়া করুন ইঁঃ তবে আপনি যদি এটি জানতেন তবে

....

১ সূরা তাওবা: ৯: ১১১

আমার দ্বীন, আমার জীবিকা নির্বাহ বা আমার বিষয়গুলির পরিণতিগুলি খারাপ হওয়ার জন্য বিষয়টিকে (এবং নাম দিন) - (বা তিনি বলেছিলেন) আমার বিষয়গুলির তাৎক্ষণিক বা তার পরে) - তবে এটি আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখুন এবং আমাকে এ থেকে দূরে সরিয়ে দিন এটি, এবং যেখানেই হোক না কেন আমাকে সুনির্দিষ্টভাবে আদেশ করুন এবং এটি আমার সন্তুষ্টি করুন। - অনুরোধকারী তার প্রয়োজন উল্লেখ করবে। "

দু'আ'র উপায় ব্যবহারের জন্য অধ্যবসায়ী প্রচেষ্টা প্রয়োজন, শরীয়াহ দ্বারা নিষিদ্ধ, এবং যা ধ্বংস হওয়ার জন্য আত্মত্যাগ এবং সর্বশক্তিমানের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে বিবেচিত, উপায়গুলি অবলম্বনের উপর অলসতা এবং নির্ভরতা নয়। আল্লাহ পরাক্রমশালী বলেছেন: "এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করো এবং [নিজেরাই] ধ্বংসের দিকে [নিজেকে বিরত করে] ফেলে দেও না এবং সৎকর্ম করো; নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মীদের পছন্দ করেন।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পদ্ধতির পরিপন্থী, যিনি আল্লাহর স্মরণ ও প্রার্থনার পথে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার সাথে সাথে হালাল উপায়কে ব্যবহার করেন যরং আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক সাহাবীর পরামর্শ, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি এটাকে বেঁধে (আল্লাহর উপর) ভরসা করব, না এটিকে ছেড়ে দেব এবং আল্লাহর উপর ভরসা করব? "সে বললঃ" এটি বেঁধে রাখ এবং (আল্লাহর উপর) ভরসা কর। "[২]

আশেপাশের পরিস্থিতিতে আইনী রুকিয়া যা লোকেদের কাছে অনুরোধ করে তা আসে ওঃ এটি প্রার্থনার অন্যতম মাধ্যম, পুরোপুরি অন্য কিছু নয়। সুতরাং, যে কেউ বিশ্বাস করে, উদাহরণস্বরূপ, যে রোগী একাই রুকিয়া শরিয়াহ দ্বারা নিরাময় হবে, তিনি সুন্নাহ সম্পর্কে অজ্ঞ, যা আমাদের উপায় প্রয়োগ করার আদেশ দেয় এমনকি অলৌকিক মুহূর্তগুলিতেও। উদাহরণস্বরূপ, সর্বশক্তিমান স্ত্রী মরিয়মকে খেজুরের কাণ্ডটি নাড়ানোর আদেশ না দিয়ে একটি বড় বিধান দিয়ে দোয়া করতে পারতেন। তিনি সমস্ত যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বা কাফেরদের দ্বারা কোনও ক্ষতি না করেই তাঁর নবীকে, শান্তি ও বরকতকে সমর্থন করতে পারতেন।

পরিশেষে, দু'আ 'এবং রুকিয়াহ শরিয়াহর প্রভাবের প্রয়োজন নেই যে এড়ফশ্বর মানুষকে যা পছন্দ করেন তা দান করেন এবং যা প্রতিরোধ করতে চান তা থেকে মুক্তি পান, তবে এড়ফশ্বর তার জন্য তার পুরষ্কার অন্যান্য বিষয়গুলিতে দুনিয়াতে রাখবেন এবং না অন্য, শর্ত যদি সে ড়ভশ্বরের করুণা থেকে নিরাশ না হয়।

মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর পুত্রদেরকে ইয়াকুবের পরামর্শ সম্পর্কে বলেছিলেন: "নিশ্চয় কাফের সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহর ত্রাণ থেকে নিরাশ হয় না [৩]"

১সূরা আল বাকারা: ২: ১৯৫

২আত-তিরমিযী তাঁর সুনানে (২৫১৭ সংখ্যা) এবং আল-বানিয়ে বলেছেন তদন্তের বইতে এটি ভাল যে মুশকিলাতুল-ফকরের (১/২৩)

৩ সূরা ইউসুফের; ১২:৮৭

তিনি অসংখ্য হাদীসে বর্ণিত উত্তরের প্রতি অধৈর্য হবেন না, তাদের মধ্যে একটি হ'ল 'তোমাদের প্রত্যেকে তার প্রার্থনার জবাব ততটা পেয়েছে যে সে অধৈর্য নয়, এবং বলে- আমি আমার পালনকর্তাকে অনুরোধ করেছি কিন্তু তা মঞ্জুর হয়নি। "

পিতা তার অসুস্থ ছেলের চিকিৎসার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারেন এবং তার রক্ষাকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করার জন্য জোর দিয়েছিলেন এবং তারপরে পুত্র মারা যায়। বাবা কি তখন রাগান্বিত হয়, নাকি তিনি নিশ্চিত যে ইশ্বর তাকে ভাল পছন্দ করেছেন? সম্ভবত আল্লাহ তাঁর পুত্রকে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁকে বহু বেদনাদায়ক যন্ত্রণা থেকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, তাকে ইদনের উদ্যানগুলিতে প্রবেশ করতে এবং তার পরে তার পরিবারের সত্তরজনে যোগ দেবেন, তবে এর চেয়ে উত্তম আর কী হতে পারে?

এক্ষেত্রে পিতা তার পালনকর্তাকে ডাকার সময় সেই অত্যাচারীর শাসনামলে আছেন যাকে সর্বশক্তিমান নুশ্বর ব্যতীত তাঁর জবাব দেওয়া হয় না, যেমন তাঁর পবিত্র বইয়ে বলা হয়েছে:

"তিনি কি ডাকে যখন তিনি তার দিকে আহবান করেন এবং মন্দকে সরিয়ে দেন এবং আপনাকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী করেন, তখন কি তিনি [সেরা] নন? আল্লাহর সাথে কি কোন উপাস্য আছে? আপনি কি খুব কমই স্মরণ করবেন?" [২]

এর অর্থ হ'ল তার প্রার্থনার সব ক্ষেত্রেই জবাব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ইশ্বর যেভাবে তাঁর প্রভুর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন সেই বান্দার স্বার্থে যেভাবে বিবেচনা করে, এই ক্ষেত্রে মৃত্যুও হয়।

এটি সংক্ষেপে ইসলামে প্রার্থনার দর্শন, যা একজন মুসলমানকে অবশ্যই পুরোপুরি বুঝতে হবে; কারণ দুআ 'বিশ্বাসের চিহ্ন। যে আল্লাহকে ডাকে না সে তাঁর উপর বিশ্বাস রাখতে পারে না, না তার সৃষ্টির উপরে তাঁর শক্তি ও কর্তৃত্বের উপর বিশ্বাস করে।

দোয়া ও রুকিয়া

কুরআনের এই আয়াত শরিয়াহ রুকিয়াহ এক বোতল জলে পড়তে হয়েছিল, আবদুল্লাহর পক্ষে যদি সম্ভব হয় তবে তা পান করে ধুয়ে ফেলতে পারেন, তবে এই রোগ তাকে তা করতে দেয়নি। সকল ক্ষেত্রেই আল্লাহর প্রশংসা।

আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু
[সকল] প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বিশ্বজগতের পালনকর্তা -
পরম করুণাময়, অতি দয়ালু,

.....

১ বোখারি (সংখ্যা ৬৩৪০) এবং মুসলিম (সংখ্যা ২৭৩৫)
২ সূরা আন নামল: ২৭:৬২

প্রতিদান দিবসের সার্বভৌম।
আপনি আমাদের উপাসনা করেন এবং আমরা আপনাকে সাহায্য চাই
আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন -

আপনি যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন তাদের পথ, যারা [আপনার] ক্রোধকে উদ্রেক করেছে বা পথভ্রষ্টদের নয়। "
আলিফ, লাম, মীম।
এটি সেই কিতাব, যার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, যাঁরা আল্লাহর প্রতি সচেতন তাদের জন্য একটি পথনির্দেশ-

যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, নামায কায়েম করে এবং আমরা তাদের যা সরবরাহ করেছি তা থেকে ব্যয় করে,

এবং যারা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, [হে মুহাম্মদ) এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাসী এবং তারা আখেরাতের বিষয়ে নিশ্চিত।

এরা তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সৎপথ প্রাপ্ত এবং তারাই সফলকাম।

আর তোমাদের এড়ফশ্বর এক .শ্বর। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য (উপাসনার যোগ্য) নেই, তিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

বস্তুতঃ আসমান ও যমীন ও রাত্রি ও দিনের পরিবর্তনের সৃষ্টি এবং সমুদ্রের মধ্য দিয়ে যে বড় বড় জাহাজসমূহ মানুষকে উপকার করে এবং আল্লাহ বৃষ্টির আকাশ থেকে যা অবতীর্ণ করেছেন তাতে। এর দ্বারা পৃথিবীকে তার নির্জনতার পরে জীবন দান করা এবং তাতে প্রতিটি প্রকার চলমান প্রাণী ছড়িয়ে দেওয়া এবং আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত বাতাস ও মেঘকে পরিচালনা করা লোকদের পক্ষে নিদর্শন।

আর (তবুও) জনগণের মধ্যে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে গ্রহণ করে সমান। তারা আল্লাহকে যেমন ভালবাসে তেমনি তাদেরও তারা ভালবাসে। তবে যারা ইমান এনেছে তারা আল্লাহর প্রতি ভালবাসায় প্রবল। আর যদি কেবল অন্যায়কারীরা বিবেচনা করে থাকে

.....
১ সূরাহ আল ফাতিহাহ; ১: ১-৭
২ সূরা আল বাকারা; ২: ১-৫

[যখন] তারা যখন শাস্তি দেখবে, তখন তারা নিশ্চিত হবে যে সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহরই এবং আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা [১]

আল্লাহ - তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বকালের সত্ত্বাধিকারী। তন্দ্রা তাকে ছাড়িয়ে যায় না, ঘুমায় না। নভোমন্ডলে ও যমীনে যা কিছু রয়েছে তা তাঁরই। কে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর সাথে সুপারিশ করতে পারে? তিনি জানেন যে তাদের সামনে (বর্তমানে) কি আছে এবং তাদের পরে কি আছে এবং তারা তাঁর জ্ঞানের কিছুই ধারণ করে না যা তিনি ইচ্ছা করেন ব্যতীত তাঁর কুরসী আকাশ ও পৃথিবীতে বিস্তৃত এবং তাদের সংরক্ষণ তাঁর ক্লান্ত করেন না। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ।

ধর্মের [গ্রহণযোগ্যতা] কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। সঠিক পথটি ভুল থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে। সুতরাং যে কেউ তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর উপর নবষরবাবংমান আনে সে তার মধ্যে কোন বিরতি ছাড়াই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য হাতলটিকে আঁকড়ে ধরেছে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

আল্লাহ মুমিনদের মিত্র। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোর মধ্যে এনেছেন। আর যারা কাফের - তাদের মিত্র তাগুত। তারা এগুলি আলোক থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারাই দোযখের সাহাবী; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে [২]

আলিফ, লাম, মীম।

আল্লাহ - তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, অস্তিত্ব রক্ষাকারী।

তিনি সত্যবাদী কিতাবটি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যা পূর্ববর্তী ছিল তা নিশ্চিত করে। তিনি তাওরাত ও সুসমাচার প্রকাশ করেছেন।

আগে, মানুষের জন্য গাইডেন্স হিসাবে। তিনি কোরআন অবতীর্ণ করেছেন। নিশ্চয় যারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে তাদের কঠোর শাস্তি রয়েছে এবং আল্লাহ প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছ থেকে পৃথিবীতে বা আকাশে কোন কিছুই গোপন নেই [৩]

নিঃসন্দেহে তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে ছয় দিনের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং অতঃপর আরশের উপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি রাত্রিকে দিনের সাথে আবরণ করেন, [অন্য একটি রাত] দ্রুত তাড়া করে; এবং [তিনি সৃষ্টি করেছেন] সূর্য, চাঁদ, এবং তারাগুলি,

.....

১ সূরাহ আল বাকারা; ২: ১৬৩-১৬৫
২ সূরা আল বাকারা; ২: ২৫৫-২৫৭
৩ সূরা আল ইমরান; ৩: ১-৫

তাঁর আদেশের অধীন নিঃসন্দেহে তাঁরই সৃষ্টি ও হুকুম; নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বজগতের পালনকর্তা।

নম্রভাবে এবং গোপনে আপনার পালনকর্তাকে ডাকুন; নিশ্চয় তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।
এবং এর সংস্কারের পরে পৃথিবীতে দুর্নীতি সৃষ্টি করবেন না। এবং তাঁকে ভয় ও আকাঙ্ক্ষায় ডাকে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর করুণা সৎকর্মীদের নিকটে
এবং আমি মূসার প্রতি অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম, "তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর" এবং একবারেই তারা তা ভক্ষণ করল যা তারা মিথ্যাবাদী ছিল।
সুতরাং সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং তারা যা করছিল তা বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল।
এবং ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের লোকেরা সেখানেই পরাজিত হয়েছিল এবং হতাশ হয়ে পড়েছিল
অতঃপর যাদুকররা এসে মূসা তাদের বললেনঃ তোমরা যা নিক্ষেপ করবে তা নিক্ষেপ কর।
তারা যখন নিক্ষেপ করল, তখন মূসা বললঃ তোমরা যা এনেছ তা যাদু (সত্য) আল্লাহ তা'আলা এর অযথা প্রকাশ করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ দুর্নীতিবাজদের কাজ সংশোধন করেন না।
আল্লাহ সত্যকে তাঁর কথা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করবেন, যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে না। "[৩]
তারা বললঃ হে মূসা, আপনি নিক্ষেপ করুন অথবা আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করব।
তিনি বললেন, "বরং আপনি নিক্ষেপ করুন।" এবং হঠাৎ তাদের দড়ি এবং লাঠিটি তাদের যাদু থেকে তাকে দেখে মনে হয়েছিল যে তারা চলমান (সাপের মতো) ষরশব
তিনি নিজের মধ্যে আতঙ্ক প্রকাশ করেছিলেন, মূসা করেছিলেন।
আল্লাহ বললেন, ভয় কোরো না, নিশ্চয়ই তুমি শ্রেষ্ঠ
এবং যা আপনার ডান হাতে রয়েছে তা নিক্ষেপ করুন; এটি তাদের কারুকর্মটি গ্রাস করবে। তারা যা রচনা করেছে তা হ'ল যাদুকরের কৌশল এবং যাদুকর যেখানেই থাকুক না কেন সফল হবে না। "
অতঃপর আপনি কি ভেবে দেখেছেন যে, আমরা আপনাকে অযথা সৃষ্টি করেছি এবং আমাদের কাছে তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে না? "

.....
১ সূরা আল আরাফ; ৭: ৫৪-৫৬
২ সূরা আল আরাফ; ৭: ১১৭-১১৯
৩ সূরা ইউনূস; ১০: ৮০-৮২
৪ সূরা তোহা; ২০: ৬৫-৬৯

অতএব আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সত্য; তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, মহান সিংহাসনের পালনকর্তা।
আর যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য উপাস্যকে ডাকে যার তার কোন প্রমাণ নেই - তবে তার হিসাব কেবল তার রবের কাছেই রয়েছে। নিশ্চয় কাফেররা সফল হতে পারবে না।
এবং, [হে মুহাম্মদ), বলুনঃ "হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা করুন এবং দয়া করুন এবং আপনি পরম করুণাময়।" ১
শপথ অনুসারে সেই [ফেরেশতাগণ]
এবং যারা [মেঘ] চালাচ্ছেন
এবং যারা বার্তাটি আবৃত্তি করে,
নিশ্চয় তোমাদের এড়ফশ্বর এক,
নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল ও তাদের মধ্যবর্তী এবং সূর্যোদয়ের পালনকর্তা।
নিশ্চয়ই আমরা নক্ষত্রের শোভা দ্বারা নিকটতম আকাশকে সজ্জিত করেছি
এবং প্রতিটি বিদ্রোহী শয়তান বিরুদ্ধে সুরক্ষা হিসাবে
[সুতরাং] তারা উঁচু মর্যাদাবানীর কথা শুনতে না পাবে এবং চারপাশ থেকে ছোঁড়া হবে,

প্রত্যাহার; তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব।
তবে যে চুরি করে কিছু ছিনিয়ে নেয়, তবে তাদের পেছনে জ্বলন্ত শিখা, ছিদ্র করা হয় (উজ্জ্বলতায়)
অতঃপর তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন, "তারা কি শক্তিশালী (বা আরও কঠিন) সৃষ্টি বা আমরা (অন্যরা) যা সৃষ্টি করেছি?" প্রকৃতপক্ষে আমরা মানুষকে কাঠি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি।
কিন্তু আপনি অবাক হন, যখন তারা উপহাস করে।
এবং যখন তারা কোন চিহ্ন দেখে, তারা উপহাস করে।
তারা বলেঃ এ তো স্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই নয়
ওহে বিশিষ্ট প্রাণীরা, আমরা আপনার কাছে উপস্থিত থাকব।

.....

১ সূরা আল মুমিনুন; ২৩: ১১৫-১১৮
২ সূরা আস সাফফাত; ৩৭: ১-১৫

সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে?
ওহে জ্বিন ও মানবজাতির দল, আপনি যদি আকাশ ও পৃথিবীর অঞ্চল পেরিয়ে যেতে সক্ষম হন তবে পাস করুন। আপনি কর্তৃপক্ষ ব্যতীত পাস করতে পারবেন না (আল্লাহর পক্ষ থেকে)।

সুতরাং তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কোন কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে? [১]

যদি আমরা এই কুরআনকে কোন পাহাড়ে নাযিল করতাম, তবে আপনি দেখতে পেতেন যে এটিকে বিনীত ও আল্লাহর ভয় থেকে দূরে সরে এসেছেন। এবং এই উদাহরণগুলি আমরা জনগণের সামনে উপস্থাপন করি যে সম্ভবত তারা চিন্তাভাবনা করবে।

তিনি আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, অদৃশ্য ও সাক্ষী জ্ঞাত। তিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি সর্বশক্তিমান, খাঁটি, পরিপূর্ণতা, প্রযবমানের দাতা, তত্ত্বাবধায়ক, পরাক্রমশালী মহাপরাক্রমশালী, বাধ্যকারী, শ্রেষ্ঠ প্রযব তারা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র।

তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবক, ফ্যাশনকারী; তাঁরই নাম সেরা। নভোমন্ডল ও ভুমন্ডলে যা কিছু আছে তা তাকে মহিমান্বিত করছে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।[২]

[এবং] যিনি স্তরগুলিতে সাতটি আকাশকে সৃষ্টি করেছেন। আপনি পরম করুণাময়ের সৃষ্টিতে কোনও অসঙ্গতি দেখেন না। সুতরাং আপনার দৃষ্টি (আকাশের দিকে) প্রত্যাবর্তন করুন; আপনি কোন বিরতি দেখতে পাচ্ছেন?

তারপরে পুনরায় (আপনার) দৃষ্টি ফিরিয়ে দিন। [আপনার] দৃষ্টি ক্লান্ত হয়ে পড়লে আপনার কাছে নম্র হয়ে ফিরে আসবে।[৩]

নিশ্চয়ই যারা অবিশ্বাস পোষণ করেছে তারা যখন এই বার্তা শুনবে তখন আপনাকে তাদের চোখ দিয়ে প্রায় পিছলে ফেলবে এবং বলে, "নিশ্চয় সে পাগল।"
এটি বিশ্বজগতের জন্য একটি অনুস্মারক ব্যতীত নয়।[৪]

বলুন, [ওহ মুহাম্মাদ], আমার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে যে একদল জিন শুনেছিল এবং বলেছিল, নিশ্চয় আমরা একটি আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি।

এটি সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং আমরা এতে বিশ্বাস করি। এবং আমরা কখনও আমাদের পালনকর্তার সাথে কাউকে শরীক করব না [১]।

.....
১ সূরাহ আর-রহমান; ৫৫: ৩১-৩৪
২ সূরা আল-হাশর; ৫৯: ২১-২৪
৩ সূরা আল মুলক; ৬৭: ৩-৪
৪ সূরা আল কালাম; ৬৮: ৫১-৫২

বলুনঃ হে কাফেররা,
তোমরা যা পূজা কর আমি সে উপাসনা করি না।
আর তোমরাও সে উপাসক নও যা আমি উপাসনা করি।
তোমরা যা পূজা কর আমি সে উপাসকও হব না।
আর তোমরা আমার এবাদতের পূজা করবে না।
তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্যই আমার ধর্ম। "[২]

বলুনঃ আমি দিবস উদ্রেককারী পালনকর্তার আশ্রয় প্রার্থনা করছি
যা তিনি সৃষ্টি করেছেন তার মন্দ থেকে।
এবং অন্ধকারের মন্দ থেকে যখন এটি স্থির হয়।
আর গিঁটে ফোঁটাওয়ালাদের দুষ্টতা থেকে।
এবং যখন বহর্ষা করে তখন সে মন্দ কাজ থেকে

বলুন, আমি মানবপালকের আশ্রয় প্রার্থনা করছি,
মানবজাতির সার্বভৌম।
মানবজাতির ইশ্বর,
পিছু হটে ফিসফিসারের মন্দ থেকে
কে মানবজাতির স্তনে ফিসফিস করে -
জ্বিন ও মানবজাতির মধ্যে থেকে। "[৪]

[হে আল্লাহ! মানবজাতির রাব! এই রোগটি সরান এবং নিরাময় করুন (তাকে বা তার)! আপনি মহান নিরাময়কারী। আপনার মাধ্যমে আর কোনও নিরাময় নেই, যা কোনও রোগের পিছনে নেই]। "

আমি মহান আরশের মালিক আল্লাহ পরাক্রমশালীকে এই রোগটি নিরাময়ের জন্য বলি।

.....
১ সূরা আল-জিন; ৭২: ১-২
২ সূরা আল-কাফিরুন; ১০৯: ১-৬
৩ সূরা আল-ফালক; ১১৩: ১-৫
৪ সূরা আন-নাস; ১১৪: ১-৬

বলুন, আমি তাঁর ক্রোধ, তাঁর শাস্তি এবং তাঁর বান্দাদের কুফল এবং শায়াতীনদের কুৎসিত পরামর্শ এবং তাদের উপস্থিতি (মৃত্যুতে) থেকে আল্লাহর পূর্ণ বাণী নিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। "

'আল্লাহর নামে. হে আল্লাহ! তোমার দাসকে সুস্থ কর এবং তোমার রসূলের কাছে সাক্ষ্য দাও)। '

দুয়ার প্রতিক্রিয়া ফর্ম

আমি প্রিয় আবদুল্লাহর অসুস্থতার সবচেয়ে কঠিন পর্যায়ে ছিলাম, এড়ফশ্বর তাঁর দয়া করুন, মাঝে মাঝে আমার মনে এই প্রশ্নটি আসে, "আমরা কেবল দুর্বলতা এবং অপসারণের মুহূর্তগুলিতে না থাকলে আমরা কেন এই দরজাটি স্পর্শ করি না, যখন আমরা উদ্বেগ এবং আত্মহত্যা অনুভব করবেন? এবং পৃথিবী আমাদের জন্য বিশালতা দিয়ে আবদ্ধ করে রেখেছে, এবং আমাদের আত্মারা যা বহন করে তা নিয়ে চলে যায় ঐব তিনিই কি তিনিই যিনি উপাসনা করেন, উদার, তিনিই তাঁর কাছ থেকে আমরা একাই সবকিছু চাই, কাছাকাছি এবং নিকটেই হবধৎ তাঁর সৃষ্টিকর্তা, তাদের প্রতি দয়াবান ণবং হ্যাঁ, তিনি ঐব তিনিই যিনি বলেছিলেন যে "আমি আপনার নিকটে আছি":

(এবং আমার বান্দাগণ যখন আপনার সম্পর্কে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন (হে মুহাম্মাদ) - সত্যই আমি নিকটে আছি। তিনি যখন আমাকে ডাকে আমি প্রার্থনাকারীর ডাকে সাড়া দিই। সুতরাং তারা আমার প্রতি সাড়া দাও এবং আমাকে বিশ্বাস করবে) যাতে তারা [সঠিকভাবে] পরিচালিত হতে পারে))[১]

এই আয়াতটি ইঙ্গিত দেয় যে প্রার্থনা এক অন্যতম বৃহত্তম ইবাদত পবিত্র কুরআনে চৌদ্দটি প্রশ্ন রয়েছে, এর সবগুলিই "তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে" দিয়ে শুরু হয় এবং তার পরে উত্তর আসে: "বলুন ...", এই প্রশ্নটি বাদে। এটি এই শর্তাধীন বাক্য দিয়ে শুরু হয়, শর্তটির উত্তর আসে "বলুন" ক্রিয়াপদ ছাড়াই: প্রকৃতপক্ষে আমি কাছেই আছি। আমি যখন প্রার্থনার জায়গায় আমার প্রভুকে ডাকি তখন আমি প্রার্থনার প্রার্থনার প্রতি সাড়া জানাই। এটি আয়াত নাযিলের পরিস্থিতিতে উত্তরের শিখর - এটি যদি সত্য হয় - তবে একজন ব্যক্তি নবী মুহাম্মদকে জিজ্ঞাসা করলেন, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আল্লাহ কি এমনই নিকটে আছেন যে আমরা চুপচাপ প্রার্থনা করি বা তিনি? এতদূর কি আমাদের ওকে জোরে ডাকতে হবে? "।

"যখন তিনি আমাকে ডাকেন" শব্দটিটি ইঙ্গিত করে যে প্রার্থনার প্রতি সাড়া দেওয়ার শর্ত হ'ল আপনি যখন নামাযের সত্যতা ছাড়াও প্রার্থনা করেন তখন উপস্থিত হৃদয় থাকা, যাতে মুসলমানরা বিশ্বাস করতে পারে যে একমাত্র আল্লাহই তার প্রতি সাড়া দেন। প্রার্থনা এবং তিনি যখন তিনি তাঁর দিকে আহবান করেন এবং মন্দগুলি দূর করেন তখন হতাশ ব্যক্তিকে সাড়া দেন।

.....

১ সূরা বাকারা: ২: ১৮৬

এই নির্দেশিকাটির একটি অংশ এবং এর অর্থ: হ'ল সর্বশক্তিমান আল্লাহ প্রার্থনার সময় তাঁর প্রার্থনা কবুল করেন এবং এটি তাঁর আবেদন জানানো বাধ্যতামূলক করে না কারণ সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর অনুরোধের প্রতিক্রিয়া বিলম্ব করতে পারেন যাতে প্রার্থী তার প্রার্থনা অব্যাহত রাখতে পারে আল্লাহর দিকে চাপের সাথে এবং ধারাবাহিকভাবে, এই ক্রিয়াকলাপ তার শক্তিশালী করতে পারে এবং তার প্রতিদান তার বিচারের দিন অবধি বা বাড়িয়ে রাখা হবে বা সে মন্দ কাজের বিরুদ্ধে সুরক্ষিত থাকবে। তবে যারা অবহেলিত মুসলমানদের মধ্যে সাধারণত তাদের মধ্যে যা ঘটে তা পর্যবেক্ষণ করেন, যারা সর্বদা মুত্তাকীদের মাধ্যমে প্রার্থনা করেন- বা তাদের এই চিন্তাভাবনা যে দু'আ গ্রহণ করা হবে না নির্দিষ্ট ধার্মিক নেতা ব্যতীত যারা তাদের জন্য মিশ্রণ ও নৃশংসতার মাত্রা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করবেন।
সে ক্ষেত্রে ঘটবে। ইবনে আল-কাইয়িম রহঃ রাঃ বলেছেনঃ

"বিদ্বানরা সম্মত হয়েছেন যে সুখের সংবাদ হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আপনাকে নিজের জন্য ছেড়ে যাবেন না, হতাশা হ'ল কেবলমাত্র আপনার এবং আপনার আত্মার মধ্যেই ঘটে যায়" ষ যে কোনও ভাল জিনিসের উৎসফলতা সাফল্য এবং এটি আল্লাহর হাতে এবং এর মূল প্রার্থনা হ'ল প্রার্থনা, তাঁকে ঘেরাও করা তাঁর সম্পর্কে প্রচন্ড ভয় অর্জন করে ডযবহবাবৎ মুসলিম নেতা হুমার ইবনে খাত্তব বলেছেন, অবশ্যই আমার প্রতিক্রিয়া হবে না তবে দুয়া বানাতে সমস্যা হবে কারণ আপনি যদি দুআ করতে সফল হন তবে প্রতিক্রিয়াটি ইতিমধ্যে আছে আপনি।

দোয়ার পক্ষে তাঁর রবের কাছে দুয়ার মাধ্যমে তার প্রয়োজনীয়তা ও বশ্যতা প্রদর্শন করা এবং তাঁর স্রষ্টা ও সরবরাহকারীর সামনে নিজেকে বিনীত করে তোলা তার পক্ষে উত্তম আর কী হতে পারে, যিনি তাঁর বিষয়টির নিয়ন্ত্রণ রাখেন। এটি তাঁর পক্ষে স্রষ্টাকে ডাকার জন্য এবং এখানে এবং তার পরে দোয়া করার জন্য তাঁর সীমাহীন অনুগ্রহের জন্য সময় ব্যয় করা ভাল। আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে তাঁর প্রতি আমাদের দৃঢ় নির্ভরশীলতার জন্য তাঁর ইচ্ছা, আত্মত্যাগ এবং সম্পূর্ণ ধনুকের প্রতি সত্য নিবেদন করার জন্য যাতে আমরা আমাদের প্রত্যাশায় হতাশ না হই; এবং আমাদের পাপ এবং অভাবের কারণে তিনি আমাদের ফিরিয়ে দেবেন না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদেরকে মানুষ হিসাবে তাঁর নিকটবর্তী করেন, তিনি আমাদের উপরে

.....
১ মাদারিদ আল মাসাকিন; ১/৪১৫

কল্পনা এবং এই আয়াতে এই দেখায়। "কারণ আমরা (তাঁর জগুলার শিরা) এর চেয়ে নিকটতম" ১

দুয়ার প্রতিক্রিয়া শর্তাবলী

১।যে ব্যক্তি তাঁর হৃদয় ও আত্মাকে শুদ্ধ করার জন্য এবং তাঁর স্রষ্টার কাছে ফিরে আসার জন্য দোয়া করছেন, তাঁর পক্ষে আমাদের ষবধফবৎংশ্বরের প্রেরিত ও তাঁর রাসূলের জীবনধারা অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক।

২। দোয়াকারীর পক্ষে তার অর্থ ছিনতাই ও নিপীড়ন থেকে পবিত্র করা এবং তার খাবার হারামের কাছ থেকে নেওয়া উচিত নয়। এটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তাঁর ও তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল যে: যে তার প্রার্থনা বা দুআ কবুল হয় সে অবশ্যই তার জীবন্তকে পবিত্র করে তুলবেচ এর অর্থ হচ্ছে মানুষের হারাম সেবন থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে কারণ এটি তাঁর প্রার্থনার ক্ষেত্রে হোঁচট খাওয়ার কারণ হতে পারে।শাহিহের কিতাবে এটি নিশ্চিত হয়েছিল: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ পবিত্র এবং তিনি খাঁটি ব্যতীত কিছুই গ্রহণ করবেন না এবং অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের আদেশ দেন। রাসূলগণকে যা আদেশ করা হয়েছে তা দিয়ে তিনি এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যিনি ধূলায় দীর্ঘ পথযাত্রা করেছিলেন এবং তারপরে তাঁর স্রষ্টার দিকে হাত তুলে বললেনঃ ইয়াহু রব, ইয়াহ রব: তার খাবার হারাম তার পোশাকও হারাম, খাচ্ছে হাররাম থেকে তাঁর প্রার্থনা কীভাবে গৃহীত হবে?

৩. যে দুআর সাথে যেকোন সামাজিক কুফলের বিরুদ্ধে অবিরাম জিহাদ করা উচিত কারণ যে আল্লাহ সৎকাজের জন্য আদেশ দিতে ব্যর্থ হন এবং মন্দকে প্রতিরোধ করেন তাকে সাড়া দেয় না। এটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে, আপনি শান্তি উপভোগ করুন বা মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকুন, অথবা আল্লাহ অবশ্যই খারাপ লোকদেরকে উত্তম লোকদের উপর সমবেত করবেন, তবে উত্তম লোকরা দোয়া করবেন এবং তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

.....

১ সূরা কাফ

যদি আপনি এই শর্তটি পালন করেন এবং আল্লাহ আপনার প্রার্থনার বিষয়ে সাড়া না দিয়ে থাকেন, তা বিচারের দিনে প্রার্থনার পক্ষে একাধিক পুরষ্কার প্রাপ্তির পক্ষে হতে পারে বৃহত্তর মন্দতা রোধ করতে বা সংরক্ষণ করার জন্য। নামাজের প্রতি সাড়া না দেওয়ার কারণ রয়েছে এবং গুনাহের কাফফেরার জন্য দোয়া করার জন্য এবং অন্যকে পুরষ্কার প্রদান করা হয় এবং বাইরের সুবিধার জন্য পুরষ্কারও আল্লাহ তাআলা সংরক্ষণ করেন।

দায়িত্বহীনতার ফলস্বরূপ যে কোনও মানুষের দুয়ার প্রতিক্রিয়া বিলম্ব হতে পারে। নবী হাদীস, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে "অধৈর্য না হলে তোমাদের প্রত্যেকের দোয়া কবুল হয়ে যাবে" সাহাবায়ে কেরাম বলেছেন যে তিনি কীভাবে অধৈর্য হবেন আল্লাহর ওহ প্রেরিত? "তিনি বলেছেন: [১] প্রার্থনা । প্রার্থনা । আমার পালনকর্তার কাছে প্রার্থনা করলেও আমার দোয়া কবুল হয় নি প্রার্থনাকারীকে দোয়া না করার অজুহাত হিসাবে দেরি করা উচিত নয় যদিও তা লাভ করার কিছু নেই যদিও তা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে ইবাদাহের কাজ, এটা করা সার্থক। তিনি তার স্রষ্টার সাথে দেখা হওয়ার দিন অবধি আবদুল্লাহির জমা এবং তিনি তার নিয়তিতে সন্তুষ্ট।

উল্লেখযোগ্য রুকিয়া শরিয়াহর বিস্তৃত বার্তার পাঠ্য বুজুর্গ

আবদুল্লাহর চিকিৎসা চলাকালীন, আমি এটি আক্ষরিকভাবে যেমন পেয়েছি তা রেখেছি এবং আমি শ্রদ্ধাভাজন পাঠকদের উপকারের জন্য এটি এগিয়ে দিয়েছি কারণ আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহকে অনুরোধ করি যে এটি সংকলন করেছে এবং এটি প্রয়োজনীয় মুসলমানদের জন্য এটি সহজতর করে তুলেছে। আল্লাহ সেই শাইখদের পুরষ্কার দান করুন যিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কিতাব থেকে উৎসাহিত সঠিক প্রার্থনা এবং উচ্চস্বরে উচ্চারণ ও একঘেয়ে পাঠের মাধ্যমে একটি সুন্দর ফ্রেমে সত্য সুন্নাহ। আমি ভেবেছিলাম এটিকে আন্তরিক অন্তর থেকে রিষষশ্বরের ইচ্ছার কাছে বিনীতভাবে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং এটি সমঝোতা এবং করুণা।

নির্দেশনা

হেডফোনগুলি রাখুন এবং একবার বা দু'বার প্রার্থনা শোনার জন্য শিথিল করুন, রাষ্ট্র আরও উন্নত হবে। স্রষ্টার ইচ্ছা.

http: //

রুকিয়া শরিয়াহ বিভিন্ন শব্দ দ্বারা:

মাহির আল মুকিলি
আহমদ আল আজমী
সাদ আল গামদি
মাশারী আল ওফাসি
আবু আলালিয়াহ আল জোরানী
মোহাম্মদ আল মুহিসনি
নাসির আলজিটামি
খালিদ আল জলিল
ফারিস আবাদ
ইয়াসির আল দোসারি
আহমদ আলবালিদ
খালিদ আল কাহতানী
নাবিল আল আওয়াদি

এটি থেকে উপকার পেতে দয়া করে অন্যকে প্রেরণ করুন। বলা বাহুল্য যে আমরা আবদুল্লাহর রোগের সময় এবং তাঁর মৃত্যুর আগে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে অনেক অনুরোধ পেয়েছি, নিরাময় করুণা ও ধৈর্যকে আহ্বান জানিয়েছি। আল্লাহ আমাদের কবুল করুন এবং পুরষ্কার দান করুন। এই সম্পূর্ণ তেরো রুকিয়াহ শরিয়া।

উম্মু আবদুল্লাহর কাছ থেকে তাঁর পুত্র এবং তার বন্ধুদের চিঠি

সকল প্রশংসার মালিক আল্লাহ

আমার বন্ধু এবং আবদুল্লাহর বন্ধুরা, যার অভিপ্রায় শুদ্ধ, এবং যিনি এমনকি তার মায়ের দ্বারা এমনকি কিছু সময়ের জন্য কারও কাছ থেকে খারাপ ইচ্ছায় ধরা পড়েনি

চব্বিশ বছর। আল্লাহ তায়ালা তাঁর শুদ্ধ হৃদয়কে বজায় রাখুন এবং তাকে আরও উত্তম প্রতিদান দিন আমি আপনার অবিরাম প্রার্থনা জন্য অনুরোধ।

হায় আল্লাহ, এটাই আমার প্রার্থনা এবং আমি এর গ্রহণযোগ্যতা কামনা করি। ওহে জীবন্ত এবং চিরস্থায়ী, সর্বশক্তিমান এবং সর্বাধিক উৎসাহিত, মহান ও পরমেশ্বর, সক্ষম এবং স্বর্গ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। এ আমার ছেলে; আপনার দুর্বল ও দরিদ্র বান্দাদের একজন আবদুল্লাহকে বিচার করা হয়েছিল তবে তিনি ধৈর্যশীল, আমরাও ধৈর্যশীল এবং আপনার প্রশংসা করছি এবং আমরা বিশ্বস্তভাবে আপনার প্রতি আছি। হে আল্লাহ! তিনি আপনার ইচ্ছা এবং আপনার রহমতে। হে আল্লাহ! আপনি আইয়ুবকে তার দুর্দশা থেকে নিরাময় করেছেন, আপনি মুসার সাথে তাঁর মায়ের কাছে ফিরে এসেছিলেন, আপনি ইউনূসকে একটি তিমির পেট থেকে বাঁচিয়েছিলেন এবং আপনি ইব্রাহিমের জন্য আগুনকে শীতল ও শান্ত করেছেন, আবদুল্লাহীকে তাঁর বিচার থেকে বাঁচিয়েছেন। হে আল্লাহ! আপনারই ক্ষমতা এবং হায় আল্লাহ! শান্ত থাকুন এবং তাকে ব্যথা এবং এর পছন্দগুলি থেকে নিরাময় করুন যাতে এটি তার কাছে ফিরে আসে না বা তার দেহে থাকে না।

হে আল্লাহ! সান্ত্বনাকারী এবং নিরাময়কারী, আমার দুঃখ মুছে ফেলুন এবং আমার কষ্টগুলি সারিয়ে তুলুন, আমার প্রার্থনার জবাব দিন এবং আমার দুর্বলতা এবং আমার অক্ষমতা ক্ষমা করুন, আমার পুত্র আবদুল্লাহকে যেখানে নিরাময় করবেন না তার নিরাময়ে আমাকে সুখ দিন।

হে আল্লাহ, আমি আপনাকে আপনার মহাপরাক্রম, দয়া, করুণা এবং আবদুল্লাহকে সুস্থ করার জন্য দয়া জিজ্ঞাসা করছি: তোমার দরিদ্র দাস তোমার দরিদ্র মহিলা দাসের পুত্র, আমরা আপনার উপর আমাদের নির্ভরতা ও আশা রেখেছি; আমরা আপনার মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখি, তাঁর ও আমাদের সাথে শান্ত থাকি এবং তার অসুস্থতা নিরাময় করি।

হে আল্লাহ! আমি আপনাকে আপনার মহাপরাক্রমশালী এবং মহান নাম দিয়ে প্রার্থনা করছি, আপনি ব্যতীত উপাসনার যোগ্য কোন উপাস্য নেই, আমি আপনার নাম পবিত্র করেছি, আমি অবশ্যই তোমাদের আক্রমণকারীদের একজন। আমি আপনাকে তার নিরাময়ে ত্বরান্বিত করার জন্য অনুরোধ করছি, ওহ আল্লাহ তাঁর নিরাময়ের তাড়াতাড়ি করুন, তার নিরাময়ে তাড়াতাড়ি করুন, আপনার আদেশ একটি চোখের পলকের মধ্যে রয়েছে, আমাদের বিষয়গুলির চালক এবং পাইলট, এটি সর্বোত্তম উপায়ে পাইলট করুন, তাঁর জন্য আপনার নেক বান্দার অধীন তার শক্তির উৎস এবং তাকে সুন্দর অমৃতের সাথে বজায় রাখে।

হে আল্লাহ! তিনি আপনার দরিদ্র বান্দা এবং আপনি সরবরাহকারী এবং মহান, তাকে নিরাময় দান করুন এবং সমস্ত অসুস্থতা, সমস্ত শ্রবণকারী, নিকটবর্তী এবং প্রার্থনার উত্তরকারী থেকে এসেছেন।

হে আল্লাহ! তোমার অটল ভালবাসা দিয়ে তাকে অবিচলতা, প্রশান্তি ও আনন্দ দান করুন।

তাঁর প্রতি দয়া করুন এবং আপনার সেনাবাহিনী থেকে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে, তাঁর বিপর্যয়কে মুছে ফেলার এবং তাকে নিরাময়ের শক্তি থেকে ডিক্রি করুন। আপনার শক্তিতে তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন। ওহ আল্লাহ তার অন্তর ধরে রাখুন এবং পরিষ্কার করুন এবং তাকে নিরাময়ের আনন্দ দান করুন, আল্লাহ! আপনি এটি সক্ষম এবং সক্ষম।

হে আল্লাহ! আমি আপনাকে ধরে রেখেছি, আমার সাথে থাকুন, আপনি আমার পক্ষে যথেষ্ট, আমার অনুরোধটি উত্তর দিন, আমার প্রার্থনার উত্তর দিন, আমাকে আমার অনুরোধের সর্বোপরি আশ্বাস দিন, আমার উদ্বেগ থেকে আমাকে যথেষ্ট করুন আপনার গৌরবময় গ্রন্থে আপনি বলেছেন "আল্লাহ কি যথেষ্ট নয়? তাঁর বান্দাদের জন্য? চ আপনি আইয়ুবকে তার অসুস্থতা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন, আপনি ইয়াকুবের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন, আপনি ইউসুফ এবং তার ভাইকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, আপনি ইয়াকুবের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি সক্ষম হয়েছিলেন দেখা।

হে আল্লাহ! আবদুল্লাহকে সুস্থ করুন এবং তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করুন এবং তাঁর সাথে প্রকাশ্যে এবং ব্যক্তিগতভাবে থাকুন, তাঁর উদ্বেগগুলি পরিষ্কার করুন এবং তাঁর দুঃখগুলি মুছে দিন এবং প্রতিটি অসুবিধা থেকে মুক্তির জন্য পথ সরবরাহ করুন।

হে আল্লাহ! আমি আপনাকে আবদুল্লাহর হাতে সোপর্দ করি এবং আমি তাকে আপনার ভাঁজে রেখেছি, কারণ আপনি ব্যর্থ হন না। আমি আপনাকে তাঁর মস্তিষ্ক, হৃদয়, হাড়, কান, চোখ, জিহ্বা, শক্তি এবং আত্মা দিয়েছি। হে আল্লাহ! তাকে সামনে এবং পিছনে, ডান এবং বাম দিকে, উপরে এবং নীচে গাইড করুন এবং আমি তার পতনের বিরুদ্ধে তোমার শক্তির আশ্রয় চাই।

হে আল্লাহ! স্বর্গীয় ফেরেশতারা তাঁর প্রহরী হিসাবে তাঁর অধীন হন। হে আল্লাহ! যে চিকিৎসকরা তার চিকিৎসা করছেন তাদের সফল নির্ণয় এবং চিকিৎসা প্রদান করুন। তাকে আপনার ফরারহবশিক অমৃত দিয়ে পরিষ্কার করুন এবং তাকে একটি স্থিতিশীল স্বাস্থ্য দান করুন। হে আল্লাহ! আপনার অলৌকিক চিহ্ন আমাদের দেখান যা আমাদের খুশী করবে এবং চিকিৎসকদের অবাক করবে।

হে আল্লাহ! আবদুল্লাহকে সুস্থ করে আমাকে সুখ দান করুন, এবং আপনি সর্বাধিক সক্ষম হিসাবে তাঁর সন্তানদের আমার আনন্দ করুন। আপনি আপনার গৌরবময় গ্রন্থে বলেছেন: "তবে বিশ্বজগতের কর্তা সম্পর্কে আপনার ধারণা কী" লহ আল্লাহ আপনিই আমাদের ভরসা এবং আমাদের আশা এবং আপনার সম্পর্কে আমাদের চিন্তা ইতিবাচক ছাড়া কিছুই নয়, আমাদের ইচ্ছা আমাদের অস্বীকার করবেন না মঞ্জুর করুন মৎধহঃ উদার, করুণাময় এবং মহান।

.....

১ সূরা আস-সাফফাত ভি ৮৭

ওহ আল্লাহ আমাদের প্রতি করুণা করুন
আপনার পুণ্য এবং করুণা করুণাময়

সাদাকাহ (দাতব্য) দ্বারা অসুস্থের চিকিৎসা [১]

পবিত্র কোরআনের আয়াত ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ বর্ণিত সাদাকাঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হয়। অতএব, এর ফযীলতগুলি সাদাকাহকে যে ব্যক্তি প্রয়োজনে সাহায্য করার জন্য অর্থ প্রদান করে তার মঙ্গল করার জন্য বিভিন্ন দিক অন্তর্ভুক্ত করে। এটি জান্নাতে প্রবেশের একটি মাধ্যম, যেমনটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একজোড়া ব্যয় করে তাকে জান্নার প্রত্যেকটি দরজা থেকে ডাকা হবে: আল্লাহর বান্দা! এই দরজাটি আপনার ও তার পক্ষে উত্তমতর। নামাজে অবিচল থাকে, নামাযের দরজা থেকে ডেকে আনা হয় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করতে অভ্যস্ত হয় তাকে জিহাদের দরজা থেকে ডেকে আনা হবে এবং যে ব্যক্তি নিয়মিত রোজা রাখে তাকে ডেকে আনা হবে আর-রায়যান গেট।যার সদকায়ে উদার হন তাকে সদকা গেট থেকে ডেকে আনা হবে।

এটি একটি দ্বার যা মুসলমানদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করে নবী যা বলেছিলেন তার অনুসারে "মানুষের সমস্যা তার গৃহ ও অর্থের মধ্যে রয়েছে, তার সন্তান ও প্রতিবেশী নামায, রোজা এবং সদকা দ্বারা মুছে যাবে?" দাতব্যতা সর্বশক্তিমান আল্লাহর রাগ নিবারণের আরেকটি মাধ্যম যেমনটি হযরত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নিশ্চয়ই সদকা সদাপ্রভুর ক্রোধ নিঃসরণ করে এবং মন্দ ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেনচ| প্রকৃতপক্ষে সদকা সদাপ্রভুর ক্রোধ নিঃশেষিত করে এবং মন্দ কাজের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয় [৩]

.....

১ অংশ ৩০/১১/২০১৪ এ আলকোবাস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে
দাতব্য প্রতিষ্ঠানের
২তিরমিসড বইয়ের অধ্যায়টির প্রতিবেদন করেছেন
৩TIRMISDH পৃষ্ঠা ৬৬৪

তদুপরি, এই দাতব্য মুসলিম জাহান্নাম (আগুন) এবং কবরের উত্তাপ থেকে রক্ষা করে। যেমনটি হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা বর্ণিত হয়েছিলাম এবং মহান আল্লাহ তায়ালা আশীর্বাদ করেছেন:

হে আয়েশা! তারিখের এক টুকরো থাকলেও জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন কারণ এটি হবে

অনাহার থেকে অভাবীদের গাইড করার অবস্থান [১]

এটি আত্মাকে শুদ্ধ করার একটি পদ্ধতি এবং দরিদ্র, অসুস্থ ও দুস্থ মানুষদের জন্য সুখের উৎস। আগুনের বিষয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বাণী:

কিন্তু সৎকর্মশীল এটিকে এড়াতে পারবেন - যে ধন সম্পদ দান করে, নিজেকে শুদ্ধ করে এবং তার সাথে কারও কাছে হাড় নেই যার ফলস্বরূপ তাকে পুরস্কৃত করা উচিত। ব্যতীত তাঁর পালনকর্তার সন্তুষ্টি সর্বাধিক উচ্চতর সন্ধান করা। এবং শীঘ্রই তিনি সন্তুষ্ট হবে

সম্পত্তিতে সদকা ও দোয়া করার ক্ষেত্রে দুর্যোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা রয়েছে এবং যে ব্যক্তি সদকা করে দিবে তার জন্য আল্লাহর পথে লড়াই করা পুরস্কার প্রাপ্ত অসংখ্য পুরস্কার রয়েছে। এই অবস্থানটি কুরআনের অনেক আয়াতে এবং নবীদের উল্লেখযোগ্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

যিনি দান করেছেন এবং এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা বঞ্চিতকরণ থেকে রক্ষা করে তার জন্য সুরক্ষার এক রূপ হিসাবে দাতব্যতার উল্লেখটি বোঝায়। এমনকি হানাস বর্ণিত পাখি ও প্রাণী পর্যন্ত মানুষের কাছে দোয়া প্রবাহিত হয়েছে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "কোন মুসলিম গাছ রোপণ করে না বা কোন ফসল বপন করে না, তারপরে কোন ব্যক্তি বা পাখি বা কোন প্রাণী এ থেকে খায় না। তবে তা তার জন্য সদকা হবে। " যে সদকা করে তার জন্য দোয়াও প্রসারিত হয়; অমুসলিমদের কাছে অধিকাংশ আলেমের মতামত অনুসারে। এটি সর্বশক্তিমান যা বলে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ "আল্লাহ আপনাকে তাদের সম্মান করতে নিষেধ করেন না যাঁরা (আপনার) দ্বীনর কারণে আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং আপনাকে বাসা থেকে বের করে দেননি, যাতে আপনি তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন এবং আচরণ করেন তাদের ন্যায়বিচার; নিশ্চয় আল্লাহ

.....

১ হামান মুসনাদ পৃষ্ঠা ২৪৫০১

২ সূরা আল-লাইল

৩ বোখারী পৃষ্ঠা ২৩২০ এবং মুসলিম পৃষ্ঠা ১৫৫৩

ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন। [১] সর্বশক্তিমান আল্লাহ আরও বলেন, "এবং তারা গরিব, এতিম ও বন্দীদের জন্য তার ভালবাসার জন্য খাবার দেয়। [২] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেছেন," হে লিভারের পুরস্কারকে ঠাণ্ডা করে এমন প্রতিটি কর্ম " [৩] বিশেষত যখন এই ক্রিয়াটি হয় (অবিশ্বাসীর) হৃদয়কে নরম করার জন্য এবং ক্রিয়া আহ্বান জানাতে বা ইসলাম গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়।

দান করা দানকেও নিঃসন্দেহে ভাল কাজের অংশ হিসাবে বিবেচনা করা হয় যা অভাবীদের খাওয়ানোর মাধ্যমে কুরআনের আয়াত দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিল। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধরণের দান, সুতরাং দ্বিতীয় আয়াতে নবী হাদীসের উপর জোর দেওয়া হয়েছে যে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে কুরাইশদের সুরক্ষার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণী দ্বারা সুরক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি সুরক্ষা ছাড়াও মানুষের ক্ষুধার একটি প্রধান প্রয়োজন রং শীতকালে এবং গ্রীষ্মে তাদের বাণিজ্য কাফেলার সময় তাদের সুরক্ষা ঞযবরৎ সুতরাং তাদের এই ঘরের প্রভুর সেবা করুক, যিনি তাদের ক্ষুধা থেকে রক্ষা করেন এবং ভয়ের বিরুদ্ধে তাদের সুরক্ষা দেন [৪]

যে ব্যক্তি সদকা প্রদান করেছে, তার যে টাকা দিচ্ছে তার চেয়ে অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। সদকা গ্রহণকারী কেবল তখনই এই জীবনে উপকার করতে পারে, যখন প্রথম উদ্দেশ্য (দাতা) যদি ভাল উদ্দেশ্য এবং বৈধ অর্থ দিয়ে এখানে প্রতিটি এবং পরকালে তার উদারতা থেকে উপকৃত হয়। তার পুরস্কার অসুস্থ সম্পর্কের জন্য ঘনিষ্ঠ নিরাময় এবং কষ্ট থেকে মুক্তি থেকে পারে। এমন একটি হাদীস রয়েছে যা মুসলমানদেরকে তাদের অসুস্থদের নিরাময়ের উপায় হিসাবে দান-আশ্রয় প্রার্থনা করতে উৎসাহিত করেছিল, এগুলি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বাণী - "সদকা করে আপনার অসুস্থকে নিরাময় করুন"। আরেকটি শব্দ হাদিসে বলা হয়েছে যে "সৎকর্মগুলি মন্দ ঘটনাগুলি রক্ষা করে" ৬ মুসলমানদের প্রদত্ত দান নিজেরাই দুর্যোগকে রক্ষা করে এবং অভাবীদের তাদের ধর্ম ও বংশোদ্ভূত নির্বিশেষে নৈতিক ও আর্থিকভাবে সহায়তা দেওয়ার পক্ষে এটি একটি প্রেরণা।

.....

১ সূরা আল-মুমতাহিনা
২ সূরা আল ইনসান
৩ বুহারি পৃষ্ঠা ২৩৬৩ এবং মুসলিম ২২৪৪
৪ সূরা আল কুরাইশ
৫ এট-টব্রানির পৃষ্ঠা ১০১৯৬ এবং আল-বেনি ৩৩৫৮
৬ হাদীসের অংশ হ'ল আত-টবরানী ৭০১৪ প্রকাশ করেছেন

এই মুহূর্ত থেকে, আমি বিশেষভাবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য কোনও ক্ষতি দেখতে পাচ্ছি না রিফিউজ এবং শরণার্থীদের এবং রাস্তায় এবং হাসপাতালে যেখানে আব্দুলাইকে দান করা যত্ন নেওয়া হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর উপর সন্তুষ্ট থাকুন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বড় শহরে, আমি আমার অসুস্থ ছেলের প্রতিদানটি উৎসর্গ করার উদ্দেশ্যে এই দাতব্য প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। এখানে আমেরিকা পুঁজিবাদের শাসনামলে যেখানে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি এবং শরণার্থীদের উপার্জন, ক্ষুধার্ত ও ভিক্ষুকরা রাস্তায় ঘুমায় এবং ধনী ব্যক্তিরা বাড়ির অভ্যন্তরে অনাহুত ঘুমায়।

যদিও মুরব্বি এবং ভাল কর্ম তার আগে বর্ণিত হাদীসটিকে মিলেছে "বিশ্বাসীদের স্বস্তি দেওয়া যে কোনও ক্রমের জন্য একটি পুরষ্কার রয়েছে" এটি যথেষ্ট কাউকে খাবার এবং রুটি থেকে সমস্ত রেমিট সংগ্রহ করতে উৎসাহিত করার প্রেরণা এবং তাদের খাওয়ানোর জন্য পাখির আবাসে যান। এভাবেই দানশীলতা প্রাণী ও পাখিদের খাওয়ানোতে মানবকে খাওয়ানোর বাইরে ইতিবাচক প্রেরণা তৈরি করে। ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে "একজন মহিলা তার বিড়ালের কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে যে সে খাওয়ানো ছাড়া খাঁচা করেছিল এবং ছাই থেকে তাকে খেতে দেয়নি"[১] অন্য একটি মামলায়, "একজন বিশ্বাসী মহিলাকে ক্ষমা করা হয়েছিল কারণ তিনি একটি কুকুরের কাছাকাছি গিয়েছিলেন যা প্রায় পিপাসায় মারা গিয়েছিল এবং মহিলা কুকুরের জন্য জল আনতে তার মোজা এবং পর্দা পূর্ণ করেছিলেন। এর ফলস্বরূপ, সে তার পাপগুলি থেকে মুক্তি পেয়েছিল[২] "

ধর্মীয় হওয়ার পক্ষে তাঁর পক্ষে কতটা ভাল - মানুষ বা প্রাণী হোক তার রবের পক্ষ থেকে তাঁর সৃষ্টির প্রতি উদার হওয়া তার পক্ষে কতটা মঙ্গলজনক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর দরবারে।

আমাকে ক্ষমা করুন ওহ আবদুল্লাহি, তবে আপনার সাথে দেখা হওয়ার আশা করি [৩]

ওহে আল্লাহ - হে পরম করুণাময় আল্লাহ, তুমি কি আমার আবদুল্লাহকে দেখেছ? সত্ত্বেও
আপনার চেয়ে ভালবাসা আপনার চেয়ে অন্য কাউকে পছন্দ করে না ক

.....

১ বুখারী হাদীস ৩৪৮২ এবং মুসলিম হাদীস ৯০৪
২ বুহারি ৩৩২১
৩ এই নিবন্ধটি আল-কোবাস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে

ওহ আব্দুল্লাহি অনেক সময় আমি নীচের আয়াতগুলি পড়েছি, তবে আপনার ও আমাদের বিশ্বজগতের পালনকর্তার সাথে এই পরিস্থিতি হওয়ার আগে আমি কখনই অনুভব করি না "এবং বন্ধু বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করবে না। (যদিও) তারা একে অপরকে দেখতে পাবে দোষী ব্যক্তি তার সন্তান, স্ত্রী এবং ভাইকে বলিদানের মধ্য দিয়ে সেদিনের আযাব থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে এবং তার আত্মীয়-স্বজনের নিকটতম যারা তাকে আশ্রয় দিয়েছিল এবং পৃথিবীতে যারা রয়েছে, (ইচ্ছা করলে) (যে) এটি তাকে বিতরণ করতে পারে "[১]

এইভাবে বন্ধু বন্ধুর কাছে জিজ্ঞাসা করবে না --- যদিও স্ত্রীর সাথে ভাইদের আগে উল্লেখ করা ছেলের সাথে শুরু হয়েছিল, এমনকি পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আগে এবং এই লোকেরা তার সাথে অন্তরঙ্গ ছিল এবং তারা তাকে বাঁচাতে পারে না।

ওহ আমাকে ক্ষমা করুন, এইরকম কঠিন পরিস্থিতিতে আমি আমার বাবা-মা এবং ভাইবোনদের দ্বারা অবাক হয়েছি কারণ তারা নিজের বিষয় নিয়েও ব্যস্ত হয়ে মড়ফশ্বরের বাক্য শোনেন তবে যখন বধির কান্না আসে। যেদিন একজন লোক তার ভাই, তার মা এবং তার পিতার কাছ থেকে উড়ে যাবে। এবং তার স্ত্রী এবং তার পুত্র। তাদের প্রত্যেকেরই সেই দিন একটি বিষয় থাকবে যা তাকে দখল করবে "[২]।

ওহ আল্লাহ, পরিস্থিতি আমি যতটা কঠিন নিজেকে পেয়েছি তা আমার কল্পনার বাইরে! --- এইরকম পরিস্থিতি আপনাকে এমনকি আপনার প্রিয় মা এবং আপনার ভাইবোনদেরও আমাকে বিস্মিত করে দিতে পারে।

আশ্চর্যজনক যে এই পরিস্থিতি- যতই দীর্ঘস্থায়ী হোক না কেন- এটি আমাদের নয় সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছা, তার যন্ত্রণার বেদনা যতই হোক না কেন, বিচারের দিন অবধি চলতে পারে না। কৃতজ্ঞতার ঘরে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওয়াদা অনুসারে আপনাদের সাথে আবার সাক্ষাত করা আমাদের প্রত্যাশা।

.....

১ আল- মাআরিজ ভি ৬ ১০-১৪

২ সূরা হাবাসার আয়াত ৩৩-৩৭

এটি একটি মঙ্গলভাব যা আমাকে প্রশান্তি দেয়

যতক্ষণ না আমি তোমার সাথে সাক্ষাত করব, এটি অবশ্যই জান্নাতীতে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছ থেকে এক প্রতিশ্রুতি, সম্মানের ঘর যেখানে আল্লাহ তাঁর উত্তম বান্দাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যেখানে কোনও মানুষের কল্পনার বাইরে আনন্দ থাকবে। যে কেউ এটি প্রবেশ করে, সে চিরকালীন আনন্দ এবং বিজয় অর্জন করেছে। এটি এই আনন্দের অংশ যা সর্বশক্তিমান তাঁর আনুগত্যকারী দাসকে উপহার দেবেন কারণ তারা একসাথে একটি বৃহত পরিবার হিসাবে আসবেন। তারা হলেন পিতা-মাতা, পুত্র ও কন্যা এবং স্বর্গে প্রবেশের পরে সর্বশক্তিমান আল্লাহর রহমত এবং মহামানব নবীর মধ্যস্থতা, মহান আল্লাহতায়ালা ওয়াদা করেছেন যে "এবং (যারা) ধৎমান এনেছে এবং তাদের বংশ তাদের বিশ্বাসে অনুসরণ করে, আমরা তাদের সাথে তাদের সন্তানদেরকে এক করব এবং তাদের কাজকে আমরা কিছুটা কমিয়ে দেব না।[১] ইবনে আবাস তাঁর উপদেশে বলেছিলেন যে "সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালায় ড়ভমানদারদের বংশকে তাঁর পদে উন্নীত করবেন যদিও তারা তা না করে। সেই স্তরে কাজ করুন তবে পিতামাতাকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে তিনি উপরোক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করেছেন।[২] "টব-টোব্রি এই দৃষ্টিভঙ্গিকেও সংজ্ঞায়িত করেছেন,"[৩] চিরকালীন আবাসের উদ্যান যেখানে তারা প্রবেশ করবে প্রবেশকারীদের সাথে যারা তাদের মধ্যে থেকে সৎকর্ম সম্পাদন করে ঃযবরৎ পিতামাতা এবং তাদের স্ত্রী এবং তাদের সন্তানদের।[৪] সর্বশক্তিমান আল্লাহ আরও বলেন, তোমরা এবং তোমাদের স্ত্রীগণ বাগানে প্রবেশ কর; আপনাকে খুশি করা হবে ")[৫] ইবনে কাছীর এই আয়াতে মন্তব্য করার সময় লিখেছেন" তারা তাদের এবং তাদের প্রিয়জনদেরকে পিতা এবং তাদের পরিবারের মতো ধার্মিকদেরকে অন্য মুমিনদের সাথে জান্নাতে প্রবেশের জন্য জড়ো করবে, এতে তাদের কিছুটা আনন্দ হবে! যে তারা নিচু স্তরের যারা তাদেরকে উচ্চ স্তরে নামাবে না করে তাদের উপরে অবস্থান করবে দৃঢ় এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত[৬]

উপরোক্ত বিষয় সম্পর্কিত প্রশ্নাবলীর ধারাবাহিকতায় হুলামাহী কাউন্সিল তাদের ৪০৯/২ নম্বর ফতওয়াতে সম্মত হয়েছে।

.....

১ সুরাল আত-তুর ভি ২১
২ ইবনে আবী হাতেম কর্তৃক প্রকাশিত তার অনুচ্ছেদ ১০/১০/৩৩১৩ এ প্রকাশিত
৩ টোবারি দেখুন ১৩ / ৫১০,২০ / ৬৪১, ২১/৫৭৯
৪ সূরা আর-রাদ ভি২৩
৫ সূরা আয-যুখরুফ ভি৭০
৬ তাফসীর কুরআন ৪/৪৫১

আমি আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি ওহ আব্দুল্লাহি এই চিঠির শুরুতে আপনার সাথে আবার সাক্ষাতের প্রত্যাশায় কেন আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি আমার আত্মবিশ্বাসের কারণে জিজ্ঞাসা করি না এবং অবশ্যই তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি ব্যর্থ করবেন না। গবশ্বরের কৃপায় আমরা কৃতজ্ঞতার ঘরে দেখা না হওয়া পর্যন্ত এটি আমাকে সর্বদা আপনার সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করে।

আসসালাম আলাইকুম ওয়ারামাতুল্লাহি ওবারকাতুহু

আপনার প্রিয় বাবা আবদুল-মুহসিন আল-গার্ল আল্লাহ আল খারাভি

একজন রোগীকে তার সাথে আসা বা দেখা করার মাধ্যমে কী বলা উচিত

সাধারণভাবে রোগের অন্যতম উপকারিতা হ'ল রোগ থেকে হার্টের বিশুদ্ধতা। যে ব্যক্তি কার্যকলাপ, শক্তি এবং প্রশান্তি উপভোগ করে তার জন্য স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলি খারাপ কাজগুলি করে, নিজের প্রশংসার নেমেসিস অগ্রবর্তী যখন রোগ সীমাবদ্ধ থাকে এবং একজন ব্যথায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখন তার হৃদয় ভেঙে ফেলা হবে এবং খারাপ নৈতিকতা এবং কুৎসিত প্রবণতাগুলি থেকে দয়ালু এবং শুদ্ধ হবে। ইবনে আল-কায়্যিম রহ। বলেছেন: যদি দুনিয়া ও এর বিপর্যয়গুলির দুর্ভাগ্য না হয় তবে তা ব্যক্তিকে মহত্ব, আশ্চর্য, পরাধীনতা এবং হৃৎপিণ্ডের নিষ্ঠুরতার রোগ থেকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে যে কারণ অচিরেই বা তার ধ্বংসের জন্য। দুর্যোগের জন্য বিভিন্ন ধরণের ওষুধ যা রোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা হিসাবে কাজ করবে তা দেখা করুণাময়ের করুণা [১]।

রোগ একটি মানবিক অবস্থা, যেখানে সমস্ত মুসলিম ও অমুসলিম সমান হয় এবং রোগী তার সাথে দেখা করে, তাকে স্বস্তি দেয়, উৎসাহ দেয় এবং তাকে আশ্বাস দেয়। এ কারণেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সালামকে মুসলিম ও অমুসলিম রোগীর মধ্যে তার সঙ্গীর প্রতি নির্দেশের মধ্যে পার্থক্য করেন নি। তাঁর অনেক বক্তব্য এবং আদেশের মধ্যে রয়েছে "আপনার রোগীর সাথে দেখা করুন"। এটি ধর্ম বা গোত্রের সীমা ছাড়াই। এবং শোনা যায় যে তিনি অসুস্থ বিছানায় মুসলিম ও অমুসলিম লোকদের দেখতে গিয়েছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শান্তি ও দোয়া করুন

.....

১ জাদিল- মাদি ৪/১৭৯

তার উপর খবর পাওয়া যায় যে, যখন তার চাচা আবু তালিব অসুস্থ হয়েছিলেন এবং তিনি মুসলমান ছিলেন না, তবুও তিনি মারা যাবার সময় তাঁর সাথে ছিলেন, মুহাম্মদ বলেছিলেন: বলুন (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার জন্য সুপারিশ করব) শেষের দিন). তিনি বলেছিলেন: "ওরে আমার ভাইপো এই কারণে যে আমি কোরিশ লোকেরা আমাকে দোষারোপ করতে পছন্দ করে না, এবং যদি তা না হয় তবে আমি আপনাকে এর জন্য খুশী করব, তখন আল্লাহ বলেছেন:" আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে পথ প্রদর্শন করতে পারবেন না। তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন এবং তিনি সঠিক পথ অনুসরণকারীদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল জানেন।[১২]

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি এক যুবতী ইহুদী ছেলেকে অসুস্থ অবস্থায় দেখতে পেলেন, তিনি মাথা নিচু করে তাকে বললেন, ইবনে মালিক বর্ণনা করেছেন, ইসলাম গ্রহণ করুনচ ছোট ছেলেটি তার পিতার দিকে তাকাচ্ছিল যিনি তার পাশে বসে ছিল। তিনি বলেছিলেন: "আবুল-কাসিম (অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আনুগত্য করুন)।" সুতরাং তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পদত্যাগ করলেন যে, "আল্লাহর প্রশংসা যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছেন" [৩] একজন রোগীর দেখা ধর্মীয়ভাবে প্রযোজন এবং এটি থেকে একজন মুসলমানের অধিকার তার মুসলিম ভাই। তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ অসুস্থতার সাথে দেখা করে ব্যক্তি বা তার ভাই আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করার জন্য একজন ঘোষক (দেবদূত) ডেকে বলেছেন: 'তুমি সুখী হও, তোমার চলার বরকত হোক এবং জান্নাতে তোমাকে সম্মানিত স্থান দেওয়া হোক' [৪]

মুসলিম আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত একটি শব্দ হাদিসে বলেছেন, "একজন মুসলমানের অন্যান্য মুসলমানের প্রতি ছয়টি কর্তব্য রয়েছে ... যখন তিনি অসুস্থ থাকেন, তখন তাকে দেখুন।"[৫]

.....

১ সূরা আল-কাসাস ৫৬
২ মুসলিম হাদিস ২৫
৩ বুহারী হাদীস ১৩৫৬
৪ তিরমিসিয় ২০০৮ এবং ইবনে মাজাহ ১৪৪৩
৫ মুসলিম হাদীস ২১৬২

রোগীদের পরিদর্শন করার নীতিগুলির মধ্যে রয়েছে:
দেখার জন্য উপযুক্ত সময় বেছে নেওয়া
দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতে এড়াতে
তার দিকে তাকানো এড়াতে
প্রশ্নগুলি হ্রাস করতে,
আন্তরিকভাবে তার জন্য প্রার্থনা করা
ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি এমন অসুস্থ ব্যক্তির সাথে দেখা করে যে মৃত্যুর দিকে নয় এবং নিম্নলিখিত দোয়াটি সাতবার পড়বে: আসআল্লালাহাল আদনজিমা রাব্বল আরশিল আজিমি, যশফিয়াক (১ মহান আল্লাহ মহান আরশের কর্ণশালী, আপনাকে নিরাময় করার জন্য) আল্লাহ তাকে অবশ্যই সেই অসুস্থতা থেকে নিরাময় করবেন চ, অসুস্থ ব্যক্তির সাথে দেখা করা ব্যক্তির কাছ থেকেও আশা করা যায় আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা তাঁর শুভেচ্ছার কথা উল্লেখ করে রোগীর প্রতি তাঁর বাণীতে: "তোমার কোন ক্ষতি হবে না"? আল্লাহ আপনাকে সুস্থ করুন চএবং তিনি ভাল কথা বলতে থাকুন এবং চরম দুঃখের বিরুদ্ধে রোগী কী পাবেন তার প্রত্যাশায় তাঁর দিকে তাকাতে হবে, তাকে ভাল কথা দিয়ে আশাবাদী হওয়া উচিত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ধৈর্য ধরে শান্ত থাকতে হবে। অসুস্থ তাকে চরম দুঃখের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিচ্ছে কারণ এটি পাপকে আকর্ষণ করে। রোগীর শান্ত সংকল্পটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্বাধিক সদর্থক আমল কারণ এটি দানশীল।

রাসূলের কন্যা রুকায়াত, যখন আল্লাহর শান্তি ও দোয়া, তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তিনি তার স্বামী উসমান বিন আফানকে তার সাথে থাকার এবং তার যত্ন নেওয়ার জন্য বলেন যে এই উসমান বদরের যুদ্ধে যোগ না দিয়েছিল, তাই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেছেন। "আপনি পুরস্কার এবং এর ভাগের সমান একটি পুরস্কার এবং একটি অংশ (যুদ্ধের বুটি থেকে) পাবেন

.....

২ বুহারী হাদিস ৩৬১৬, ৫৬৫৬

কারা বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছে? "[১] এটি মনে রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: সন্ধ্যাবেলা কষ্ট, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং রোগীর প্রয়োজনের কারণে অসুস্থ ব্যক্তির যত্ন নেওয়া উচিত; এবং তার উচিত তাঁর প্রতি দয়াবান, অসুস্থদের স্বার্থ বিবেচনা করুন যা দাতব্যতার একধরনের।

রোগীদের সাথে থাকার পুরস্কার

আল্লাহর জন্য সর্বোত্তম ও প্রিয় এবং সর্বোচ্চ পদমর্যাদা হ'ল দুর্বল ও অসুস্থদের দান করা এবং তাদের চাহিদা ও বিষয়াদি পূরণ করা। যে কেউ অসুস্থ ব্যক্তির সাথে যায় তাকে অবশ্যই সন্ধ্যার কষ্টের কারণে ধৈর্য ধরতে হবে, যখন সেই রোগীর প্রতি অনুদানের একধরনের সহায়তা প্রদান করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন: "... কেবলমাত্র রোগীকে তাদের পুরস্কার পুরোপুরি পরিশোধ করা হবে"? এতে কোন সন্দেহ নেই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আর-রহমান দয়ালুদের প্রতি করুণা দেখান। পৃথিবীতে দয়া করুন, এবং আকাশের উপরে যারা আছেন আপনি তাঁর প্রতি দয়া দেখান" [৩]

যিনি রোগীর সাথে আসেন তিনি হিসাবে রোগীর যে ভাল কথাটি প্রয়োজন তা ভুলে যাওয়া উচিত নয়, তাই তিনি কেবল ভাল বলে থাকেন। অতীতে, ইসলামী ওয়াকফ রোগীর এই মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার যত্ন নিয়েছিলেন, যেখানে মুসলমানরা মনিস আল ঘুরাবা ওয়াকফকে থামিয়ে দিয়েছিলেন, আমরা এই বইয়ের অন্য কোথাও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করার কারণে অসুস্থদের মনোবল বাড়ানোর জন্য নিবেদিত।

অসুস্থকে দীর্ঘায়িত না করার জন্য সুপারিশ

অসুস্থ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করা একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইনজেকশন যা হৃদয়কে নরম করে, রোগীর ব্যথা এবং বেদনা থেকে মুক্তি দেয়, আত্মার সাদৃশ্য তৈরিতে অবদান রাখে এবং ঘনিষ্ঠতা এবং প্রেমের বন্ধন বন্ধনে কাজ করে। এটি সমাজের সদস্যদের মধ্যে সহানুভূতি এবং বন্ধন জোরদার করার অর্থগুলিও ছড়িয়ে দেয়।

.....

১ বুহারী হাদিস ৩১৩০

২ সূরা আয-জুমার ৩৯১০

৩ আবু দাউদ ৪৯৪১ তিরমিজ ১৯২৪

তবে সম্প্রতি, আমরা নেতিবাচক জিনিসগুলি দেখতে পাই যা আমরা অভ্যস্ত ছিল না। কিছু লোক অনুভূতি এবং ভাল বিশ্বাস ছাড়াই তাদের দর্শনে নৈমিত্তিক হয়, তারা একটি রোগীকে স্বাচ্ছন্দ্য সীমাবদ্ধ করে যা অসুস্থদের সাথে দেখা করার ক্ষেত্রে ইসলামের দিকনির্দেশের পরিপন্থী।

আবু যর বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: "ওহে আবা জার, দর্শন করুন এবং পুনর্বিবেচনা করুন আপনার আরও প্রিয় হবে। " অসুস্থ যখন প্রায়শই এবং প্রায়শই দেখা হয়, তার অর্থ হ'ল উটগুলির মতো প্রতি দু'দিন পর তাকে দেখা হয়, যখন তারা প্রতি দু'দিন পরে একবার পান করে তখন তাকে গাব বলা হয়। কিছু রোগী দীর্ঘ সময়ের জন্য পরিদর্শন করা পছন্দ করেন, অন্যরা তা পছন্দ করেন না এবং বারবার দীর্ঘ দর্শন করার জন্য ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন।

অসুস্থের দর্শন তাঁর পুনরুদ্ধারের একটি কারণ। যখন তিনি এই সফরটিকে একটি বিনোদন হিসাবে বিবেচনা করেন তখন এটি তার মধ্যে লোকদের মধ্যে অবস্থানের রোগীর ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে স্বস্তি দেয়। তাঁর প্রতি তাদের আগ্রহ আশাবাদ, উচ্চ মনোবল, রোগের প্রতিরোধের জন্য অনুপ্রাণিত করে এবং এটি শক্তিশালী করে তোলে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান মনোযোগ থেকে অসুস্থদের স্বাচ্ছন্দ্যের তাৎপর্য তুলে ধরেছে যেখানে চিকিৎসকরা রোগীর মানসিক স্থিতিশীলতা নিরাময়ের প্রথম স্তর হিসাবে বিবেচনা করেন এবং এ ছাড়া ওষুধ হতাশাকে নিরাময় করতে পারে না, তা যতই শক্তিশালী হোক না কেন।

যে ব্যক্তি অসুস্থদের সাথে দেখা করে, তার পিতামাতাকে ইশ্বরের আশীর্বাদগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, সে যখন তার অসুস্থতার সাথে দেখা করে তখন সে স্বাস্থ্যের অনুগ্রহ অনুভব করে এবং আল্লাহকে স্মরণ করে, পাপ কাজ করে থাকলে তাকে ধন্যবাদ জানায় এবং অনুতাপ শুরু করে।

সুনাহ হ'ল রোগীর সাথে তার মনোরঞ্জন করার জন্য এবং তার অসুস্থতার বিপর্যয় দূর করার জন্য এবং ভাল কথার মাধ্যমে তাকে ধৈর্যধারণের পরামর্শ দেওয়ার জন্য, রোগটি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য এটি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য যাতে রোগী অসন্তুষ্ট হয়ে ধৈর্য উপভোগ করে।

(২:৫০) সাদাকাহ দ্বারা আপনার রোগীদের চিকিৎসা করুন
(২:১৫) রোগীর সাথে দেখা করার ফজিলত: শেখ মুহাম্মদ হাসান

.....

১ বিয়াকাহাকী ৮০০৭ এবং আল-বাণি ৩৫৬৮

(৩:৪৪), রোগীর পরিবারের জন্য ধৈর্য, শেখ সালেহ আল-মাগামসী

প্রশংসনীয় হাউস অফ যাত্রা থেকে যা শিখেছি

আবদুল্লাহর সাথে প্রশংসার ঘরে যাত্রা আমাকে শিখিয়েছিল যে:
আশা একটি দুর্দান্ত বন্ধু, এটি মিস হতে পারে,
তবে সে কখনই বিশ্বাসঘাতকতা করে না,
সর্বাধিক সুন্দর আত্মা সর্বদা ইশ্বরের কাছ থেকে আশা করে,
সততার সাথে বাঁচতে এবং তাঁর ভালবাসা এবং সুরক্ষা পূরণ করতে,
এবং পুরো ভাল উপার্জন।
এটি আমার কানে কানে ফিসফিস করে বলল:
আপনি যখন এটি মনে করেন
দুঃখের পরে সুখ হয়
এবং তোমার অশ্রু হাসির পরে,
আপনি একটি দুর্দান্ত কাজ করেছেন যাকে বলা হয়
আল্লাহকে ভালোভাবে ভাবুন।

এটি আমাকে শেখ মুহাম্মদ সালেহ আল-উথাইমীন রাদিয়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তিটিরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে, যে স্বাচ্ছন্দ্যের অপেক্ষায় থাকে, তাকে সেই অপেক্ষার জন্য পুরস্কৃত করা হবে। এর কারণ, সান্ত্বনার জন্য অপেক্ষা করা আল্লাহ সম্পর্কে ভাল ধারণা এবং আল্লাহর চিন্তাভাবনা একটি সৎকর্ম, যার জন্য একজন ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা হয়।

এটি আমাদের যে আয়াতটি সর্বদা তার মূল তাৎপর্য ছাড়াই বিনা পাতায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, যখন সুসংবাদদাতা এসেছিলেন (তিনি তা তাঁর মুখের উপরে ফেলেছিলেন, তাই দুর্গটি তাঁর দৃষ্টি ফিরে পেয়েছিল) "[২]

.....

১ হোয়াটসঅ্যাপে এই নিয়ে সমালোচনা ছিল
২ সূরা ইউসুফ ১৯৭

ইবনে কাঠির আস-সাদির প্রবন্ধের কথা বলেছেন: "ইয়াকুবের পুত্র ইয়াহোজা যখন ইউসুফের রক্তযুক্ত টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো করে তাঁর পিতার কাছে এনেছিলেন, তখন আল্লাহ তা দিয়ে তাকে নিরাময়ে ব্যবহার করেন, তখন তিনি তা তাঁর মুখের উপরে ফেলে দেন, এবং দীর্ঘশ্বাস পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল।

সুতরাং, সম্ভবত আপনি এমন কিছু দেখতে পেয়েছেন যা আপনাকে শোক করেছে এবং আপনি নিজের সুখের কারণ হিসাবে একই জিনিস দেখতে পাচ্ছেন এবং রঃশ্বরের পক্ষে অসম্ভব কিছু নেই।

যখন তোমরা আল্লাহকে ডাক
বিশ্বাস করুন যে আপনি হতাশ হবেন না
হয় আপনি যা চেয়েছিলেন তা পেয়ে যান মবঃ
অথবা আল্লাহ আপনার প্রতিরোধ করতে বাধা দেন
বা গোপনে একটি পুরষ্কার লেখা আছে [১]

আমাদের সকাল চকচকে হোক, এবং আমাদের প্রশংসা করুন যে আমাদের একজন প্রভু আছেন, যদি দরজা বন্ধ থাকে তবে তাঁর দরজা বন্ধ হবে না।

যদি স্বস্তির কোনও কারণ না থাকে এবং অন্তরগুলি শক্ত হয়ে যায়, তবে তাঁর করুণা আসবে।
এই যাত্রাটি আমাকে এই বলে গাইড করেছিল:

আপনার দুঃখে বিনয়ী হন

.....
১ এটি জনপ্রিয় ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বক্তব্য অনুসারে

আপনার অশ্রু এবং আপনার বেদনায় প্রশংসা,

দুঃখ আনন্দের মতো, দাসদের উপর প্রভুর কাছ থেকে দেওয়া উপহারটি কিছুটা সময় থাকবে এবং প্রভুর কাছে ফিরে আসবে

তাঁর সাথে আপনার ধৈর্যের বিবরণ রাখুন।

এটি আমাকে এমন কথাগুলির স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যা হৃদয়কে আবদ্ধ করে যখন এটি আমাকে সম্বোধন করে: আপনি কি দেখতে পান যে এমন কোনও স্থানের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যেখানে আপনি চান এবং ভালোবাসা ভাল জিনিস ঃ

আপনি কি মনে করেন যে কেবলমাত্র দরজার রঙ আপনাকে এই জায়গায় নিয়ে যায় তা আপনাকে মুগ্ধ করে না!?।

ইশ্বরের ইচ্ছা, যা আমাদের আত্মারা ঘৃণা করে, একমাত্র প্রবেশদ্বার যা আমাদের ভাল জিনিসগুলির দিকে নিয়ে যায় যা আমরা প্রত্যাশা ও বাসনা করি।

তবে কখনও কখনও আমরা দরজার দিকে তাকিয়ে থাকি এবং এটি সম্পর্কে হতাশাবাদী হয়ে থাকি এবং ভুলে যাই যে আমরা এটির মধ্য দিয়ে যাব এবং অভ্যন্তরের সৌন্দর্য কল্পনা করা যায় তার থেকেও উপরে।

যে আল্লাহকে তাঁর নাম জেনালিজিটিচ বলে জানে যে সে বান্দার জন্য সে যেভাবে ঘৃণা করে তার মধ্য দিয়ে ভালকে নিয়ে আসে; তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তির মতো দুষ্টদের দিকে তাকাবেন, কারণ তিনি মহান ও উত্তম অনুদানের পিছনে থেকে দেখেন। আল্লাহর ইচ্ছা তাঁর করুণা থেকে দূরে নয় তবে এটি হৃদয় দিয়ে অনুভূত হওয়া প্রয়োজন চোখের দ্বারা নয়।

ইশ্বরের নিয়তি করুণার সাথে আবদ্ধ; কিন্তু মানুষ তাড়াহুড়া করছে।

এবং অধ্যাপক ডঃ ওমর আল মুকবিলের ভালো কথার উপরে দাঁড়িয়ে যখন তিনি সমস্যায় পড়েছেন তাদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য প্রতিকূলতার সাথে মোকাবিলার নিয়মগুলি মেনে চলেন, নীচে:

প্রথম: আপনি একা নন

দ্বিতীয় বিধি: আল্লাহর আমল সবসময় উদ্দেশ্য থাকে

তৃতীয় বিধি: যিনি মঙ্গল আনেন এবং মন্দকে প্রতিরোধ করেন তিনি হলেন ইশ্বর।

চতুর্থ বিধি: আপনার কাছে যা ঘটে তা আপনার উদ্দেশ্যে এবং এটি ভুল হিসাবে আসে না এবং যা ঘটেছিল তা না হওয়ার পরিকল্পনা করা হয়।

পঞ্চম বিধি: আপনি যদি এই জীবনের বাস্তবতা জানেন তবে আপনি স্বস্তি বোধ করবেন।

ষষ্ঠ বিধি: আল্লাহর উপর ভরসা করুন

সপ্তম বিধি: এড়ফশ্বরের পছন্দ আপনার চেয়ে আপনার চেয়ে ভাল

অষ্টম নিয়ম: যখনই দুর্দশা তীব্র হয়, সান্ত্বনা কাছাকাছি থাকে

নবম বিধি: সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় নিয়ে চিন্তা করবেন না, কারণ যখন আল্লাহ কিছু চান তখন তিনি এটিকে আপনার থেকে দূরে রাখবেন প্রত্যাশা।

দশম বিধি: আপনাকে একা প্রার্থনা করতে হবে যিনি আপনাকে একা সান্ত্বনা দিতে পারেন, তিনি আল্লাহ।

ইবনে কায়্যিম রহঃ করিয়া রহিলেন: আল্লাহ যেন মনে করেন না যে আপনার প্রাণই তিনি যিনি আপনাকে সৎকর্ম করতে পরিচালিত করেছেন, তবে জেনে রাখুন যে আপনি বান্দা আল্লাহ ভালবাসেন এবং তিনি আপনাকে সৎকর্ম করার জন্য পথ প্রদর্শন করেন। এই ভালবাসাকে উপেক্ষা করবেন না, তাই তিনি আপনাকে ভুলে যান।

এটি আমাকে একটি বিরাট উপকারও শিখিয়েছে যেমন শেখ আল-ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ যখন আল্লাহর রহমতের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: রোগ নিয়ন্ত্রণে ওষুধ কী তা কৌতুকের চর্চা বাদে জালিয়াতি কী? যে অলসতায় কাটিয়ে উঠেছে তার কী কাজ? সাফল্যের উপায় কী? বিভ্রান্তি কাটানোর চেয়ে কৌশল থামিয়ে কী লাভ? যার কাছে তিনি আল্লাহর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন, তার ইচ্ছা থেকে তিনি বাধা পান এবং যখন তিনি কাজ করতে চান তখন ব্যর্থতা তাকে মানায় না। তিনি উত্তর:

* তাঁর চিকিৎসা হ'ল আল্লাহর কাছে প্রার্থনা এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা করা এবং প্রার্থনা পালন করা; এটি অবশ্যই প্রস্তাবিত প্রার্থনাগুলি জানার জন্য এবং রাতের শেষ তৃতীয় সময়, আধান, ইকামাহ, সিজদা এবং নামাযের শেষে যেমন উত্তর প্রত্যাশিত সময়ে প্রার্থনা করা।

* এর মধ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করাও অন্তর্ভুক্ত এবং যারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তারপরে তওবা করে তিনি নির্ধারিত মেয়াদে তাকে সন্তুষ্ট করতে অস্বীকার করবেন।

* দিনের অংশ এবং ঘুমের সময় প্রতিদিনের যিকির পছন্দ করা।

* এবং বাধা এবং অস্থিরতার ক্ষেত্রে যেটি আসে তার সাথে ধৈর্য ধরতে; এটি দীর্ঘস্থায়ী হবে না, খুব শীঘ্রই আল্লাহ তার আত্মার সাহায্যে একজনকে সমর্থন করেন এবং তাঁর অন্তরে বিশ্বাস লেখেন।

* এবং তা নিশ্চিত করার জন্য যে তিনি পাঁচটি দৈনিক ফরজ নামাজ প্রকাশ ও গোপনে সম্পন্ন করেছেন কারণ এটি ধর্মের স্তম্ভ।

* সাধারণত বলা: সর্বশক্তিমান আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি নেই; যার মাধ্যমে তিনি সব কঠিন পরিস্থিতি সহ্য করতে এবং পার করতে পারেন।

* এবং তার জন্য প্রার্থনা ও দাবীতে ক্লান্ত না হওয়া; নিশ্চয়ই বান্দাকে সাড়া দেওয়া হবে যতক্ষণ না তিনি দ্রুত বলতে: আমি জিজ্ঞাসা করেছি এবং আমার সাড়া দেওয়া হয়নি।

* এবং জেনে রাখা যে বিজয় ধৈর্য সহকারে, এবং সান্ত্বনা দুর্দশার সাথে, কঠোরতার সাথে আনন্দ রয়েছে; এবং কেউই নবী বা তার চেয়ে কম কিছু ভাল জিনিস পায় নি, তবে ধৈর্য সহ।

* এবং বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন। এটি আমাকে শেখ মুহাম্মাদ মেটওয়াল্লি আল-সাহারভির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে, আল্লাহ তাঁর দয়া করুন, আমি চারজনকে বিসর্জন দিয়ে বিস্মিত হয়েছি:

১। আমি একজনকে অবাক করেছিলাম যিনি দুঃখ পেয়েছিলেন। তিনি এই উক্তিটিকে কীভাবে উপেক্ষা করবেন: তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, মহিমান্বিত হও তোমার। আমি অত্যাচারীদের মধ্যে একজন। আল্লাহ এর পরে বলবেন; আমরা তার কাছে সাড়া দিয়ে তাকে উদ্ধার করেছি।

২। আমি ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা আমি অবাক হয়েছি, তিনি কীভাবে এই উক্তিটি উপেক্ষা করেছেন: ০ আল্লাহ আমাকে দুষ্টতার দ্বারা স্পর্শ করেছিলেন এবং আপনি পরম করুণাময় আল্লাহ, এবং তখন আল্লাহ বলবেন; আমরা তাকে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলাম এবং ক্ষতিকারক কী তা থেকে মুক্তি পেয়েছি।

৩। যিনি ভয় পেয়েছিলেন, আমি তাকে অবাক করে দিয়েছিলাম, কীভাবে তিনি এই উক্তিটি উপেক্ষা করেছেন: আল্লাহ আমার পক্ষে যথেষ্ট এবং তাঁরই উপরে আমি নির্ভর করেছি। তখন আল্লাহ বলবেন; সুতরাং তারা ফিরে এসেছিল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুগ্রহ সহকারে এবং তাদের কোন ক্ষতি করেনি।

৪। আমি এমন একজনকে দেখে অবাক হয়েছি যে লোকের ছলনায় জর্জরিত। কীভাবে সে উক্তিটি উপেক্ষা করে; "আমি আমার বিষয় আল্লাহর নিকট অর্পণ করি। নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের দেখেন। " তখন আল্লাহ বলবেন; আল্লাহ তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণামূলক পরিকল্পনা থেকে তাকে রক্ষা করেন। এটি আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছে যে:

প্রার্থনা ইবাদতের মূল বিষয় এবং এর ভিত্তি, যেখানে একজন মুসলিম দুঃখের সময়ে পুনরুত্থান করেন এবং সমৃদ্ধির সময় আল্লাহর কাছে অবলম্বন করা খুব সুন্দর। আপনাকে সর্বদা প্রার্থনায় জেদ করতে হবে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ আপনাকে সাড়া দেবেন, এবং যদি আপনি এখনও সাড়া না পান তবে প্রার্থনা ত্যাগ করবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

.....

১ মাগমুহ ফাতাওয়া ১০/১৩৬-১৩৭

তাকে বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের দোয়া কবুল হয় যদি সে অধৈর্য হয়ে না যায় এবং বলে: আমি প্রার্থনা করেছিলাম তবে তা মঞ্জুর হয়নি।

এটি আমাকে ইমাম আহমদের অভিভাবকদের সাথেও শিখিয়েছিল, যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: "আমাদের সাথে আল্লাহর মহিমার মধ্যে কী দূরত্ব?" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, "তোমার নিজের ভাইয়ের জন্য সত্য প্রার্থনা"।

এটি আমাকে হাসপাতালে শুয়ে থাকা একজন বৃদ্ধের গল্পের মধ্য দিয়ে অনুগ্রহ করতে শিখিয়েছিল যে প্রতিদিন একজন যুবক তার সাথে দেখা করতেন, যিনি তাঁর সাথে প্রায় এক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে খাওয়া এবং ধুয়ে ফেলতে সহায়তা করেছিলেন। তিনি তাকে হাসপাতালের বাগানে ট্যুরে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাকে শুতে সাহায্য করেছিলেন, তারপরে তাকে আশ্বাস দেওয়ার পরে চলে যান।

নার্স একদিন তাকে ওষুধ দেওয়ার জন্য প্রবেশ করলেন এবং তার অবস্থাটি খতিয়ে দেখলেন এবং তারপরে তাঁকে বললেন: আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আপনাকে নিরাময় করবেন; তিনি আপনার ছেলেকে আপনার সহচর বানিয়েছেন, যিনি প্রতিদিন আপনার সাথে দেখা করেন।

বৃদ্ধা তার দিকে তাকিয়ে কিছু বললেন না, চোখ বন্ধ করে নিজেকে বললেন: আমি কীভাবে ইচ্ছা করতাম যে সে আমার বাচ্চাদের একজন ছিল, এই অনাথ যে আশেপাশে আমরা থাকতাম সেখানকার বাসিন্দা, আমি তাকে মসজিদের দরজায় কাঁদতে দেখলাম তার বাবা মারা যাওয়ার পরে আমি তাকে ক্যান্ডি কিনেছিলাম এবং তখন থেকে তার সাথে আমার দেখা হয় নি। যেহেতু তিনি আমার নিঃসঙ্গতা সম্পর্কে জানতেন এবং কেবল আমার স্ত্রীর সাথেই রেখেছিলেন, আমি শারীরিকভাবে দুর্বল না হওয়া পর্যন্ত তিনি আমাদের অবস্থাটি খতিয়ে দেখার জন্য প্রতিদিন আমাদের যেতে শুরু করেছিলেন। তিনি আমার স্ত্রীকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং আমাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন এবং যখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ওহে আমার পুত্র, কেন আপনি আমাদের সাথে এই ভোগ করছেন? তিনি হেসে বললেন:

মিষ্টির স্বাদ আমার মুখে এখনও আছে, ওহ আমার চাচা প্রতিটি প্রাণীর সাথে:

একটি অনুগ্রহ রোপণ। সত্যই যেখানে এটি রোপণ করা হয় সেখানে কোন অনুগ্রহ হারাতে পারে না যতক্ষণ না এটি লাগানো তাদের পক্ষে ব্যতীত যতদিন না অনুগ্রহ কখনও কাটা হবে না।

ভাগ্যের সাথে সন্তুষ্টি শেখা শেখকে শোধ করার শর্ত

মোহাম্মদ মেটওয়ালি আল শারাভি (২৩:০০)

আপনার বাচ্চাদের জীবনে অন্যান্য পৃথিবী আবিষ্কার করুন

বাবা-মা, ভাই ও বোনদের কাছে, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনার বাচ্চাদের জীবনে অন্যান্য জগতগুলি আবিষ্কার করার সুযোগ পাবে, বিশেষত যোগাযোগের বৈদ্যুতিন মাধ্যমে যার মাধ্যমে শিশুরা বাড়ির বাইরে অন্য জগতগুলিকে যোগাযোগ করে, তবে ভৌগোলিকভাবে খুব দূরে।

আবদুল্লাহ, রাহুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপর রহম করুন, রাতের বেলা যথারীতি তাঁর শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম, কিন্তু তিনি পারস্পরিক কথোপকথনে একীভূত হয়ে উঠলেন, যেন তিনি বিকেলে ছিলেন। আমি তাকে তার বন্ধুদের সাথে খুব বিভ্রান্ত দেখতে পেয়েছি এবং একটি মহাসাগরীয় উপায়ে তাকে ভেবেছিলাম। আমি যখন তাঁর মৃত্যুর পরে তার বন্ধুদের সাথে মুহাম্মাদীর সুন্নাহ প্রয়োগের জন্য তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য বসেছিলাম, তখন তাঁর প্রতি সালাম ও আল্লাহর আশীর্বাদ রয়েছে, যিনি মানুষকে মৃত্যুর পরে পিতা, মা, স্ত্রী বা পুত্রের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে উৎসাহিত করেন তাদের যে কোনও একটি। আমার অভিজ্ঞতাটি অনুভূতিতে ভরা একটি ভাল সভা ছিল যা আমি তাদের আমার সমস্ত সন্তান হিসাবে বিবেচনা করেছি এবং তারা সকলেই আমাকে তাদের বাবার মতো বিবেচনা করেছিল।

আমি বলি: আমি যখন তাদের মধ্যে প্রিয়জনকে স্মরণ করিয়ে বসলাম, তখন তারা তাঁর ব্যক্তিত্বের দিকগুলি আমি জানতাম না, বীঢ়ষধরহবফশ্বর তাঁর প্রতি দয়া করুন। তারা দশ জনের দলে একত্রিত হচ্ছিল একটি বৈদ্যুতিন গেম আকারে এমন একটি প্রকল্পের মতো যা কৌশলগত পরিকল্পনা, প্রতিরক্ষা, আক্রমণ, বিক্রয়, ক্রয়, সম্পদের বণ্টন এবং ক্ষমতার অক্ষ রয়েছে। দলের সদস্যরা দশটি ডিফেন্ডার, স্ট্রাইকার এবং সমর্থকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। আবদুল্লাহ, আল্লাহ রহম করুন, তিনি ত্যটিং দলে প্রধান স্ট্রাইকার ছিলেন, তার সতীর্থরা এই চরিত্রে তিনি কী অর্জন করেছিলেন তা লিপিবদ্ধ করেছে এবং সারা বিশ্বে সমান্তরালে প্রায় ১২ মিলিয়ন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি তৃতীয় স্থান পেয়েছেন বলে জানা গেছে। ২০১২ সালে, 'ওয়ার্ল্ড ওপেন' নামে পরিচিত এই প্রোগ্রামটিতে তার বন্ধুরা আমাকে তার প্রতিবিম্ব সম্পর্কে বলেছিল

পারফরম্যান্সে দক্ষতা, তিনি কিছু আর্থিক উপকৃত লাভের বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন না, তবে তিনি তার পারফরম্যান্সটি উন্নত করতে, বা দলের সদস্য এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের পারফরম্যান্সের উন্নতির জন্য ভারসাম্যটি দান করে আসছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে, তিনি পরার্থতাকে এবং আত্মত্যাগকে প্রতিবিম্বিত করে এমনভাবে "নীচের হাতের তুলনায় উপরের হাতের চেয়ে ভাল" ধারণাটি প্রয়োগ করেছিলেন যা অংশগ্রহণকারীরা লাভ ও সংগ্রহ করে।

আমি আশা করি না যে সুন্দর মূল্যবোধের একটি পৃথিবী আবদুল্লাহ দ্বারা বাস করেছিল এবং এই ইলেক্ট্রনিক জগতে মহাদেশ জুড়ে তার ল্যাপটপে তাঁর কক্ষে অনুশীলন করেছিলেন এবং কয়েক মিলিয়ন প্রবেশদ্বারে সমান্তরাল অংশগ্রহণ পর্যন্ত তিনি কুয়েত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ালিফাই পরীক্ষায় মাধ্যমিক স্তরে যে হার বাড়িয়েছিলেন। এটি এমন এক সময় ছিল যখন অনেক বকেয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই হার কম থাকে।

এই ভাষাগত উৎকর্ষতা এই প্রোগ্রামটির নতুন সমস্যাগুলির অনুসন্ধান এবং এটির অক্ষর আবিষ্কারের জন্য দলটিকে প্রত্যাশিত অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করে যা কার্য সম্পাদন করতে পারে বিষয় কারও কাছে পরামর্শের বিষয়ে তিনি দুষ্কর্মী নন, বরং তিনি বাস্তব জগতে রয়েছেন এমনভাবে দীক্ষা ও নির্দেশনা দেন।

আবদুল্লাহর সাথে সম্পর্কিত আমার মতামত সন্দেহজনক, তবে আমি বলেছি যে সতর্কতা ছাড়াই, বৈদ্যুতিন বিশ্বে আমি যা উল্লেখ করেছি তা তার বর্তমান গুণাবলীর গুণাবলী এবং অনুশীলনের ক্ষেত্রে বাস্তবতার বর্তমান বিশ্বের জন্য সম্পূর্ণ প্রযোজ্য। যদি আল্লাহ তাকে জীবন প্রকল্পে প্রবেশের অনুমতি দিতেন, তবে আমি অন্য পৃথিবীর বিষয়ে যা শিখেছি তা সম্পর্কে আমি সত্যিকারের জগতে তা দেখতে পেতাম।

সুতরাং, আমি আমার ভাইবোনদের পরামর্শ দিচ্ছি যে তাদের সন্তানদের তাদের নিজস্ব বৈদ্যুতিন বিশ্বে উৎসাহ, যুক্তিযুক্ত বা পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী হওয়ার জন্য।

ইসলামে বাচ্চাদের লালনপালন করা
শেখ মোহাম্মদ রাতেব নাবুলসি (৫০:৪০)
বাচ্চাদের লালনপালনের দক্ষতা

কোন নাটকটি আমাদের শিশুদের আকর্ষণ করে? ১

আমি প্রিয় আবদুল্লাহর জীবনের শেষ সময়টিতে অবাক হয়েছি - আমার ইশ্বর তাঁর প্রতি দয়া করুন - সিরিয়াল জাপানি কার্টুন অনুসরণ করার জন্য এবং তথ্য মন্ত্রণালয় তার দীর্ঘ নাটকটি পরিত্যাগ করে মুগ্ধ হয়েছিল যা তথ্য মন্ত্রণালয় হাজার হাজার দিনার ব্যয় করেছিল এবং করেছিল তাকে আকর্ষণ করতে সফল না। এমনকি তাঁর মতো অনেকে তার ল্যাপটপে বিভিন্ন টেলিভিশন পর্বের সিরিজও বেছে নিয়েছিলেন। এমনকি এই নিষ্ঠার সাথে যা যোগ করেছিল তা হ'ল তিনি চান এবং ফিট করার সময় বস্তুগত তথ্যে অ্যাক্সেসের স্বাচ্ছন্দ্য।

আমি যখন তার বন্ধুদের সাথে আবেগময় বসে থাকি, যখন আমরা তার শোষণের কথা স্মরণ করি - আমার এড়ফশ্বর তাঁর প্রতি করুণা করুন - তারা আমাকে ওয়ান পিস নামক জাপানি সিরিজের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে বলেছিলেন, যা এর মূল্যবোধগুলির জন্য উপযুক্ত যা মানবিক মূল্যবোধে পূর্ণ হয় প্রতিটি সভ্যতা এবং ধর্ম উপকৃত

.....

১ এই নিবন্ধটি ৯/৮/২০১৫, আল-কাবাস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে,

২ সম্ভবত দুটি গ্রুপে তার বন্ধুদের নাম উল্লেখ করা উপযুক্ত কারণ তিনি -
আল্লাহ তায়ালার প্রতি করুণা বোধ করতেন এবং তিনি একই সাথে একাধিক বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন:

গ্রুপ ১: মোহাম্মদ শেহাতা, ফাহাদ আল কাতামি, খালেদ আল দোসারি, ইব্রাহিম আল হাজরী, সৌদ আল ঘুরাইর, সালেম আল সানোসী, মাশারি আল হুসেনান, ফাহাদ আল ফাহাদ, আবদুল রহমান আল আসফর,ধরী আল-রশিদ, সৌদ আল-রশুমি, সৌদ আল-মুসাল্লাম, আবদুল্লাহ আল-মুহানা, মোহাম্মদ আলসানৌসি, আবদুলাজিজ আল-জারি, ফাহাদ আল-জেরি, আবদুল হাদী আল-জারি, আহমেদ আল-জেরি, ওমর আল-ঘুনাইম, ফাহাদ আল-সাইফ, ওয়ালিদ আল-রশিদ, মোবারক আল-সাবাহ, ব্র্যাক আল-গনিম, তারিক আল-গাইস, মোহাম্মদ আল-সুলতান, সালেহ আলতনীব, ইউসুফ আল-ঘান্নম, মোহাম্মদ আল-ঘান্নম, ইব্রাহিম মাল আল্লাহ, হামিদ আল-ওরণ। পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার্থী আবদুল্লাহমান আল-শামলান আমেরিকা যারা প্রশংসার বাড়িতে ভ্রমণের সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করেছিল।

গ্রুপ ২: ফাহাদ সৌদ আল সাদ, আবদুল রহমান সৌদ আল সাদ, সুলতান মনসুর আল সাদ, আবদুল মহসেন মুসাল্লাম আল জামিল, আহমেদ আবদুল্লাহ আল সাদ, আবদুল্লাহ বদের আল ওয়াজ্জান, হামাদ আল তাহোস, আব্দুলাজিজ আল-রেফায়ি, ফাহাদ আল-কাদী, আহমদ আল-রুমাইহ, বদের আল-তাহোস, আহমেদ আল তুরকিট, আবদুল্লাহমান আল-তাহৌস এবং সৌদ নাসের আল-সালেহ।

দর্শক। সুতরাং, এটি সেরা সৎকর্মের প্রদর্শন করে এবং কুয়েতের কয়েকটি নাটকের মতো গ্রাস করে না, যতক্ষণ না আরব ও উপসাগরীয় সংস্থাগুলি কুয়েতের সমাজকে বৈপরীত্য, বৈবাহিক সমস্যা এবং বিশ্বাসঘাতকতা এবং দৃশ্যে পরিপূর্ণ সমাজ হিসাবে বিবেচনা করে না হাতে মারধর করা। এগুলি যেন কুয়েতের সমাজের বৈশিষ্ট্য, এটি একটি বড় আফসোস।

এই জাপানি সিরিজগুলি অন্যান্য উদ্দেশ্যমূলক কার্টুন সিরিজের মতো যার মধ্যে বিস্তৃত কল্পনা এবং মূল্যবান সামগ্রী রয়েছে আনুগত্য, সত্যিকারের বন্ধুত্ব, অনুগত বন্ধুত্বের সত্যিকারের ধারণা এবং পরিবারের পূর্ণ। অন্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং পারস্পরিক বিশ্বাস অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং কে আপনাকে যত্ন করে তা আপনার পরিবারের অংশ হয়ে যায়।

নাকামা সিরিজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল বন্ধুত্বের ধন এবং সর্বোত্তম মানবিক উপায়ে কার্যকরী ও সামাজিক সম্পর্কের পরামর্শ সম্পর্কে। নাকামার এই ধারণাটি সত্য ধর্ম ইসলাম দ্বারা সমর্থিত, তবে দুর্ভাগ্যক্রমে, এটি বিপথগামী অনুশীলনগুলির দ্বারা দূষিত হয়েছে যা দর্শকদের সামাজিক বিপরীতে পরিণত করে। চ্যালেঞ্জগুলি মান সম্পর্কে বিভ্রান্তির সূত্রপাত ঘটায়, পাশাপাশি ভারসাম্যহীন এবং রাজনৈতিক সমস্যা থেকে অনেক দূরে থাকা ভারসাম্যহীন রাজনৈতিক অনুমানও রয়েছে।

এটি ছিল আবদুল্লাহ-মাই আল্লাহ তাঁর প্রতি করুণা-স্মরণ করে এবং এতবার ব্যবহার করেছেন এবং এই সিরিজের মূল্য হ'ল শব্দের জন্য নিম্নলিখিত শব্দটির অনুবাদ:

আপনি কখন ভাবেন মানুষ মারা যাচ্ছে?
তাদের গুলি করা হলে কি হয়? না
তারা যখন অযোগ্য রোগের সংস্পর্শে আসে তখন কি তা হয়? তারা যখন বিষাক্ত মাশরুম থেকে তৈরি স্যুপ পান করেন তখন কি তা হয়? না
নিশ্চয় তারা ভুলে গেলে মারা যায়।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে ওহে আবদুল্লাহ, আপনি আমাদের অন্তরে এবং বিবেকে বেঁচে আছেন এছাড়াও, আমি পাশাপাশি পিতা-মাতার মধ্যে শক্তি এবং আনুগত্যের জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই

পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব, যেমন তাদের মৃত প্রিয়জন তাদের মনে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে থাকে।

ওষুধের গুরুত্ব এবং নির্ভরতার সাথে এডকে সহায়তা করা

কিছু লোক এই স্বতঃপ্রকাশিত বিষয়ে লিখতে অপ্রাসঙ্গিক পছন্দ করতে পারে তবে প্রাসঙ্গিকতাটি এই বিষয় সম্পর্কে তার বিস্তৃত দিগন্তের উপর নির্ভর করে।

নবী বলেছেন: "একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির জীবন বিস্মিত হয়; তাঁর সমস্ত জীবন সৎকর্মের সাথে জড়িত থাকে, বিশ্বস্ত ছাড়া আর কেউ আশীর্বাদ পায় না; যখন সে অনুগ্রহ করে তখন সে তার প্রশংসা করে এবং তার দ্বারা মঙ্গল হয়, এবং যখন তার চেষ্টা করা হয় তিনি সহ্য করেন এবং এটি তাঁর মঙ্গলও বয়ে আনবে।[১]

সুতরাং, অসুস্থতা তার মন, কানের দৃষ্টিশক্তি, জিহ্বা এবং তার দেহের অন্যান্য অংশের মাধ্যমে মানবজাতির দ্বারা সম্পাদিত পাপকে পরিষ্কার করে। আল্লাহ বলেছেন: "এবং যখনই আপনার কোন কষ্ট আসে, তখন এটি আপনার হাতের কর্মের কারণে হয় এবং (তবে) তিনি সর্বাধিক ক্ষমা করে দেন" [২]

আল্লাহ কোন বান্দাকে অত্যন্ত উচ্চ পদ দান করতে পারেন কিন্তু বান্দাকে ভাল বীজ নাও থাকতে পারে যা তাকে এ পদ প্রদান করবে, তখন আল্লাহ তায়ালা এমন বান্দাকে অসুস্থতায় আক্রান্ত করবেন যেহেতু তাকে আল্লাহর করুণা ও মর্যাদার অধিকারী হতে হবে।

রোগ প্রতিরোধের গুরুত্ব ইসলামী ধর্মের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, নবী (সা।) বলেছেন "ওহে আল্লাহর বান্দা! রোগ নিরাময়! কারণ আল্লাহ বৃদ্ধাশ্রম ব্যতীত নিরাময়ে অসুস্থতা সৃষ্টি করেন নি" হাদীস থেকে উদ্ধৃত উদ্ধৃতি এখানে, নবী আমাদের অসুস্থতা নিরাময়ের এবং ওষুধ প্রয়োগ করার অনুরোধ করেছেন তবে বেআইনী ঔষধ দিয়ে নয়।

এমন অনেক হাদীস রয়েছে যে বোতাম নিরাময় এবং প্রতিরোধ; ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ওষুধে এটি স্পষ্ট। বেশিরভাগ আলেম (হানাফাইট এবং মালাকাইট) ওষুধকে সমর্থন করেছেন যা শাফাইটি দ্বারা সমর্থিত এবং আলকাদী ইবনে আকিল এবং ইবনে এল

.....

১ মুসলিম। হাদীস ২৯৯৯
২ সূরা আশ-শুরা ৩০
৩ ইবনে মাজাহ হাদীস ৩৪৩৬

হাম্বলীয়দের জাওজি এবং তাদের প্রমাণ হ'ল আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই আল্লাহ রোগ ও নিরাময়ের বিষয়টি অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি প্রতিটি রোগের নিরাময়ের জন্য নিযুক্ত করেছেন, তাই নিজেকে চিকিৎসা করুন তবে অবৈধ ব্যবহার করবেন না। জিনিস [১]

যদিও বেশিরভাগ হাম্বালিবাদী এটি গ্রহণ না করা পছন্দ করে, কারণ ইমাম আহমদ "কারণ এটি নির্ভরতার কাছাকাছি" বলেছিলেন বলে জানা গেছে।

ইমাম আহমদকে একজন ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যিনি ওষুধ গ্রহণ করেন এবং তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: ওষুধ একটি অনুগ্রহ তবে এড়ানো এটাই সর্বোত্তম। ইমাম আল-হানাওয়াওয়ী এই কথাটির সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন যে, আল্লাহর উপর ভরসা করা কর্মকে অস্বীকার করে না; নির্ভরতা মনের একটি জিনিস এবং এটির সাবধানতা অবলম্বনের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। যদিও আল্লাহর উপর নির্ভর না করে কোনও পদক্ষেপই ইতিবাচক ফল দেয় না এবং বিপরীতভাবে। যদি কেবল নির্ভরতাই উপকারী হতে পারে তবে আল্লাহ বলেননি "ওহে যারা যিড়মানদারগণ, সাবধানতা অবলম্বন কর ---" [২] এবং নবী একজন বেদুইনকে বলেছিলেন; "আপনার উটটি বেঁধে রাখুন, তারপরে আল্লাহর উপর ভরসা করুন" [৩] তিনি আরও বলেছিলেন, "আপনার দরজা সর্বদা বন্ধ করুন" [৪] যদি না হয় তবে নবীকে কেন একটি গুহায় লুকিয়ে থাকতে হত ?.

তাদের পাঁচটি উত্তর রয়েছে যারা দাবি করেছিলেন যে কিছু সাহাবী আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ক্ষেত্রে বর্ণিত সবফরপষধ সেবন করেন নি।

১। তারা অবশ্যই এটি নিয়েছিল তবে পরে তা রেখে দিয়েছে।

২। তাদের অবস্থা এটিকে অস্বীকার করে না তবে এটিকে ভাগ্যের বশীভূত হিসাবে বিবেচনা করে।

৩। সেই সাহাবীগণ অবশ্যই তাদের আত্মার সমাপ্তির বিষয়ে সচেতন ছিলেন।

৪। হয় কি সেই সাহাবিরা পার্থিব বিষয়গুলির চেয়ে তার পরের বিষয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন?

.....

১ আবু দাউদ হাদীস ৩৭৮৪

২ সূরা আন-নিসা ভি৭১

৩ তিরমিসিয় হাদিস ২৫১৭

৪ আহমাদ হাদীস ১৫০৫৭ এবং ইবনে হাবান হাদিস ১২৭১

৫। তাদের অবশ্যই বলা হয়েছিল যে ওষুধগুলি অস্থায়ীভাবে কার্যকর।

এই উত্তরগুলি সেই সাহাবীদের দ্বারা ওষুধ না খাওয়ার সম্ভাব্য শর্ত ছিল। এই নোট সম্পর্কে ইমাম আহমদ বলেছেন, মানুষের লক্ষ্য অর্জন না করা সত্ত্বেও লড়াই করার পরামর্শ দেওয়া হয়চ।

চিকিৎসা বৈধ এবং এটি নির্ভরতার বিরোধিতা করে না

চিকিৎসা বৈধ, যা যদি চিকিৎসা ব্যতীত ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুসারে প্রাণ হারান।

কিছু কিছু ইহুদি এই ক্ষেত্রের প্রমাণ আল্লাহর বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে বলে: "এবং নিজের হাতে নিজেকে বিনষ্ট করার জন্য নিজেকে নিক্ষেপ করো না" [২] তিনি আরও বলেছেন: "এবং তোমার সম্প্রদায়কে হত্যা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাময়" [৩] অন্য হাদিসে ওসামা বিএন শেরিকের হাদিসের মতো ওষুধের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যে বলেছিল: "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট গেলাম, তাঁর সালাম ও সালাম, এবং তাঁর সহচর বসে আছেন যেন তাদের মাথায় পাখি রয়েছে, আমি সালাম দিয়ে বসেছিলাম, অতঃপর কয়েকজন আরব বিভিন্ন দিক থেকে আগত এবং তারা আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা করল, আমরা কি ওষুধের চিকিৎসা করা উচিত? তিনি জবাব দিলেন: আল্লাহর জন্য চিকিৎসা করা চিকিৎসা করা একটি রোগ ব্যতীত এর প্রতিকার না করেও কোনও রোগ তৈরি করে নি। বার্ধক্য [৪]

এটি ইঙ্গিত দেয় যে চিকিৎসা চিকিৎসা বন্ধ করা কোনওভাবেই নির্ভরতার উপর শর্ত নয় কারণ এটি মহামারী সম্পর্কিত সমস্যা সম্পর্কে কিছু সাহাবীর দ্বারা উমার দ্বারা বর্ণিত হয়েছে; সিরিয়া যাওয়ার পথে যখন তারা জবিয়া পৌঁছেছিল, তখন তাদের কাছে খবর পেয়েছিল যে সেখানে মৃতের সংখ্যা এবং মারাত্মক মহামারী রয়েছে, লোকেরা বিভক্ত হয়ে পড়েছে দুটি গ্রুপে। কেউ কেউ বলেছিল যে মহামারী রয়েছে এমন জায়গায় আমাদের প্রবেশ করা উচিত নয় যাতে আমাদের নিজের হাতে ধ্বংসের জন্য নষ্ট করা উচিত নয়। অন্যরা

.....

১ আল-হাকাম আন-নববিয়াহ ফী আস-সিনাহা আত-তিবিয়াহ
২ সূরা আল বাকারা ভি১৯৪
৩ সূরা আন-নিসা ভি২৯
৪ আবু দাউদ হাদিস ৩৮৫৫

তবে আমাদের প্রবেশ করা উচিত এবং আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত এবং আমাদের এড়াতে হবে না আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারিত করেছিলেন, আমরা মৃতদের হাত থেকে পালাতে পারি না, একই বিষয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: "তুমি কি তাদেরকে বিবেচনা করে দেখনি যারা মৃত্যুর ভয়ে তাদের ঘর থেকে বেরিয়েছিল," [১] তখন তারা উমর (রাঃ) এর কাছে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন তার মতামত সম্পর্কে তিনি বললেনঃ আমরা ফিরে যাব এবং যেখানে মহামারী রয়েছে সেখানে প্রবেশ করব না, তখন যারা এ মতের বিরোধিতা করেছিল তারা বলেছিল: আমরা কি আল্লাহর গন্তব্য থেকে দূরে পালিয়ে যাব? উমর (রাঃ) বললেনঃ হ্যাঁ, আমরা আল্লাহর নিয়তি থেকে আল্লাহর নিয়তিতে ছুটে যাই --- সকালে আবদুল রাহমান এসে উমর (রাঃ) তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি চেয়েছিলেন এবং বললেনঃ ওহে আমিরুল মুমিনীন আমি এটি আল্লাহর রাসূলের কাছ থেকে শুনেছি: "আপনি যখন শুনেছেন এটি- মহামারীজনিত রোগ-নির্দিষ্ট জায়গায় সেখানে যাবেন না, এবং যদি এটি এমন জায়গায় প্রচলিত থাকে যেখানে আপনি বাস করেন সেই জায়গা থেকে দূরে পালিয়ে যান [২]

আল্লাহর উপর আস্থা বাড়াতে এবং চিকিৎসা ছেড়ে দেওয়া কি কোনও ব্যক্তির পক্ষে অনুমোদিত?
শাইখ মোস্তফা আল-আদাবী (৩:১৮)

ক্যান্সার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ ওয়ান একজন শহীদ [৩]

একটি দৃ ংড়ঁহফ[]. ভবিষ্যদ্বাণীমূলক তথ্য রয়েছে যা অনেক মুসলমান মনোযোগ দেয় না, যদিও এটি ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের আশা দেয়, আহতদের সান্ত্বনা দেয়, যারা তাদের ভাগ্য বা তাদের আত্মীয়স্বজন বা প্রেমিকদের ভাগ্যে ভয় পান তাদের হৃদয়কে আশ্বাস দেয়। এটি প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই সেই সুসংবাদে তাড়াতাড়ি। সেই সুসংবাদটি কী?

এটি সঠিকভাবে কিছু ভবিষ্যদ্বাণীক হাদীসে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে যা শহীদকে বহুবিধ গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শহীদ হওয়ার বিস্তৃত ধারণা ঘোষণা করেছিল যাতে হাফিজ ইবনে হাজার প্রায় সাতাশটি গুণাবলীর তালিকাভুক্ত করেছিলেন। এগুলি হাদিসে বর্ণিত

.....

১ সূরা বাকারা ঠ২৪৩
২ বুখারী হাদীস ৫৭২৯ এবং ইবনে আব্বাসের হাদীসের অংশ হিসাবে মুসলিম হাদীস ২২১৯
৩এই নিবন্ধটির অংশ ২৬/১০/২০১৪ এ আল-কাবাস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পয়গাম এবং দোয়া-ইমাম আল-শওকানী প্রমাণে উল্লিখিত এবং খুঁজে পাওয়া শহীদদের প্রকারগুলি গণনা করেছেন তাদের ৫০ বিভাগ [১]

ইসলামে শহীদের বিস্তৃত ধারণার উপর ভিত্তি করে কিছু হাদীস দুটি খাঁটি গ্রন্থে পাওয়া যায়। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হিসাবে নবী - সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: পাঁচজনকে শহীদ হিসাবে গণ্য করা হয়: তারা হ'ল যারা প্লেগ, পেটের রোগ, ডুবে যাওয়া বা ধসের কারণে এবং আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার কারণে মারা যায়। "[২]

এছাড়াও ইমাম মালেক, আহমদ, আবু দাউদ, নাসা ধহফ এবং ইবনে মাজাহ তাদের সুনানে বর্ণনা করেছেন যে জাবির বিন আতেক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বর্ণনা করেছেন: আল্লাহর রাস্তায় নিহত হওয়া ছাড়াও সাত প্রকারের শাহাদাত রয়েছে: খুন করা ব্যক্তি শহীদ। প্লেগের কারণে যে মারা যায় সে শহীদ; যে নিমজ্জিত সে শহীদ; যিনি পুরিরিসে মারা যান তিনি শহীদ; যে পেটে ব্যথায় মারা যায় সে শহীদ; যাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে সে শহীদ; যে ধসের বিল্ডিংয়ে নিহত হয়েছে সে শহীদ; এবং যে মহিলা শ্রমের সময় মারা যায় সে শহীদ রং "[৩]

অধিকন্তু, সহীহ জামেয়ি মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা কাকে শহীদ বলে গণ্য কর? তারা (সাহাবাগণ) বললেন: ওহে রসূল আল্লাহ সম্পর্কে, যিনি আল্লাহর পথে নিহত হয়েছেন তিনি শহীদ। তিনি বললেনঃ তাহলে (যদি এটি কোন শহীদ সংজ্ঞা হয়) তবে আমার উম্মতের শহীদগণ সংখ্যায় কম হবে। তারা জিজ্ঞাসা করলেন: হে আল্লাহর রাসূল, তারা কে? তিনি বললেনঃ যে আল্লাহর পথে হত্যা করা হয়েছে সে একজন শহীদ; যে আল্লাহর পথে মারা যায় সে শহীদ; একজন

.....

১ আল-ফাতিহ রাবানী মিন ফাতাওয়া ইমাম শাওকান (১০/৪৯৪৭)
২ বুখারী হাদিস ২৮২৯ দ্বারা প্রতিবেদন করা
৩ মুওয়াত্তায় ইমাম মালিক দ্বারা বর্ণিত, হাদীস (৯৯৬), মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ (২৩৭৫৩), সুনানে আবু দাউদ, হাদীছ (৩১১১) এবং নাসা,, হাদীছ (১৮৪৬)

প্লেগের কারণে যে মারা যায় সে একজন শহীদ; যে কলেরা মারা যায় সে একজন শহীদ, গর্ভে যে মারা যায় সে ম্যাটিয়ার যে ডুবে গেছে সে শহীদ [১]

সুতরাং, এই বিভাগে অনেক হাদীস রয়েছে যা প্রমাণ করে যে আল্লাহ এই জাতিকে শহীদ ধারণার বিস্তারের মাধ্যমে কতটা আশীর্বাদ করেছেন যেমন ইমাম হাফিজ ইবনে হাজার ইমাম আলী ইবনে আবি তালিবের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন: "প্রতিটি মৃত্যু যার দ্বারা মুসলমান মারা যায় একজন শহীদ, তবে শাহাদাত " বিভাগ অনুসারে [২]

কিছু আলেম শহীদদের বিভাগের জন্য একটি বিস্তৃত মানদণ্ড স্থাপন করেছেন। এটি প্রত্যেকেই যিনি বেদনাদায়ক অবিরাম অসুস্থতা, গুরুতর অসুস্থতা বা হঠাৎ আঘাতের কারণে মারা গিয়েছিলেন, তিনি একজন শহীদের পুরস্কার পেয়েছেন। প্রথম ধরণটি হ'ল যিনি পেটের অসুস্থতায় ভুগছিলেন, দ্বিতীয় প্রকারটি হ'ল "ছুরিকাঘাত এবং তৃতীয়টির জন্য ডুবে যাওয়া ব্যক্তি" [৩]

ক্যান্সার এবং কতটা পরিমাণে মানুষ এর সাথে মৃত, তারা শহীদ হিসাবে বিবেচিত হয়। আমি অনেক ফতোয়া পড়েছি যা নিশ্চিত করে যে এই রোগ থেকে নিহতরা শহীদ - কারণ এটির প্রচণ্ড ব্যথা হয়। রোগীরা দীর্ঘকাল ধরে এর মধ্যে থেকে ভোগেন, তা হয় পূর্ববর্তী পাঠ্যটিতে বর্ণিত একটি রোগের মধ্যে থেকে সেই রোগগুলির বিবরণ দিয়ে, বা এই অসুস্থতার দ্বারা সংকীর্ণতার অর্থে, যাকে বিদ্বানরা রোগের মাধ্যমে শাহাদতের সাথে সংযুক্ত রোগ হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন।

আমি যে ফতোয়া পড়েছি তার মধ্যে এই সুসংবাদটি নিশ্চিত করেছে যেগুলির মধ্যে রয়েছে:
১। রয়্যাল কোর্টের উপদেষ্টা শেখ ডঃ আবদুল্লাহ বিন মোহাম্মদ আল-মুতালাকের ফতোয়া, সিনিয়র স্কলার্স বোর্ডের সদস্য এবং সৌদি আরবের কিংডমে স্কলারালি রিসার্চের স্থায়ী কমিটির সদস্য

.....

১ ইবনে হাবিন হাদীস ৩১৮৬
২ ফাতিহ বারী (৬/৪৪)
৩ ফায়দু আল-বারী শারহ সহীহ আল-বুখারী লিখেছেন কাশ্মীরি (২/২৪৮)। দারাল কুতুবের কোন সংস্করণ (৬৫২) বৈরুত-১৪২১এইচ-২০০৫এডি।

যেখানে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ক্যান্সারের মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে শাহাদাত হিসাবে বিবেচনা করেছিল। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ইঙ্গিত দেয় যে ক্যান্সার থেকে অসুস্থতা পাকস্থলীর ও প্লাস্টিকের যক্ষ্মার মতো প্লেগের মতো। এগুলি থেকে আক্রান্ত হওয়া যেমন অন্যরকম অসুস্থ অসুস্থতা থেকে অসুস্থ হওয়ার মতো। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমরা কে তোমাদের মধ্যে শহীদ বলে বিবেচনা করবে? তারা (সাহাবাগণ) বলল: ওহে রসূল, যিনি নিহত হয়েছেন। আল্লাহর পথই একজন শহীদ। তিনি বললেন, তাহলে (যদি এটি একটি শহীদ সংজ্ঞা হয়) তবে আমার উম্মতের শহীদগণ সংখ্যায় কম হবে, তারা জিজ্ঞাসা করেছিল: হে আল্লাহর রাসূল, তারা কে? তিনি বললেন: কে একজন? আল্লাহর পথে হত্যা করা হয় একজন শহীদ; যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে মারা যায় সে একজন শহীদ; মহামারীতে যে মারা যায় সে শহীদ, গর্ভে যে মারা যায় সে শহীদ। "[১]

২. জর্ডানীয় হাউসের ইফতারার ফতোয়াতে বলা হয়েছে, "আল্লাহর প্রশংসা হোক, এবং আমাদের মনিব, আল্লাহর রাসূলের প্রতি শান্তি ও বরকত রইল। শরিয়া গ্রন্থে শহীদদের প্রকারের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এবং এটি আবু হুরায়রাহ থেকে বুখারী বর্ণনা করেছেন। -আল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "পাঁচজনকে শহীদ হিসাবে গণ্য করা হয়: তারা হ'ল যারা প্লেগ, পেটের রোগ, ডুবে যাওয়া বা ধসের বিল্ডিংয়ের কারণে মারা যায় এবং আল্লাহর পথে শহীদ হয়। "[২]

কিছু আলেম শহীদদের বিভাগের জন্য একটি বিস্তৃত মানদণ্ড স্থাপন করেছেন। তারা হ'ল "যে কেউ বেদনাদায়ক অবিরাম অসুস্থতা, গুরুতর অসুস্থতা বা হঠাৎ আঘাতের কারণে মারা গেছেন, সে একজন শহীদের পুরস্কার পেয়েছে। প্রথম প্রকারটি হ'ল যিনি অন্ত্রের অসুস্থতায় ভুগছিলেন, দ্বিতীয় প্রকারটি ছুরিকাঘাত এবং তৃতীয়টি ডুবে যাওয়া ব্যক্তি "[৩]

.....

১ মুসলিম হাদিস দ্বারা বর্ণিত,(১৯১৫)

২ বুহারি ২৮২৯

৩ ফায়াদ আল-বারী শারহ সহীহ বুখারী লিখেছেন কাশ্মীরি (২/২৪৮) নম্বর: ২৫২

হাদীসগুলিতে বর্ণিত মৃত্যুর ধরণগুলি বিবেচনা করে আমরা জানতে পেরেছিলাম যে তীব্রতা রয়েছে, এবং মৃত্যুর তদারকীর পক্ষে মুক্ত মন থাকা উচিত, সচেতন এবং বেদনাগুলির প্রতি সংবেদনশীল হওয়া উচিত, সুতরাং সেদিন তিনি নিজেই শহীদ হবেন যেদিন তিনি সাক্ষাত করবেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ। এগুলি ফলস্বরূপ বৃদ্ধি পায় এবং তাদের পাপ ক্ষমা করে দেয় এবং তারা শহীদদের পদ লাভ করবে। অধিকাংশ শহীদদের জন্য সর্বাধিক হ'ল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লড়াই করা।

তবে শাহাদাতের পুরষ্কার পাওয়ার অন্যতম শর্ত হলো অসুস্থতা সহকারে ধৈর্য এবং বান্দার বিশ্বাস যে তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা পুরস্কৃত হবেন। ইমাম আল-সুবকি যখন তাঁর ফতোয়াতে তাকে শাহাদাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন যে এটি একটি সম্মানজনক পরিস্থিতি যে চাকরটির কারণ, অসুস্থদের অভিজ্ঞতা এবং ফলাফলের কারণে তার মৃত্যু হয়। তিনি ধৈর্য, গণনা, দুর্বলতার অনুপস্থিতি যেমন অন্যকে তাদের অন্যের অধিকারকে অস্বীকার করা ইত্যাদি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য শর্তের সংখ্যা তালিকাভুক্ত করেছিলেন। "[১]

যে ব্যক্তি ক্যান্সারে আক্রান্ত এবং ধৈর্য ধারণ করে এবং তার অবস্থার উপর আল্লাহর প্রশংসা করে, এবং এর ফলস্বরূপ মারা যায়, সে একজন শাহাদতের পুরষ্কার অর্জন করবে। এই অসুস্থতা হ'ল একটি মারাত্মক রোগ যা প্রায়শই মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করে। মানুষ এ মুহূর্ত পর্যন্ত এর প্রতিকার খুঁজে পায় নি। যে ব্যক্তি এতে আক্রান্ত হয় সে যেন মন খারাপ ও দু: খিত না হয় তবে তার চিকিৎসা ও আচরণের জন্য লড়াই করে এবং এর পরিণতিতে সন্তুষ্টির সাথে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে। এছাড়াও তাঁর বিশ্বাস করা উচিত যে, আল্লাহ যা চান তা ব্যতীত এমনটি হত না এবং আল্লাহ শহীদদের মধ্যে অসুস্থদের গণনা করার আদেশ দিয়েছিলেন। যদি তার ধৈর্য থাকে তবে তার বিশ্বাস করা উচিত যে আমরা প্রত্যেকেই আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এসেছি এবং আমরা ফিরে যাব।

মুসলমানদেরকে যা খুশি দেবে তার মধ্যে আল-হাফিজ ইবনে হাজার তাঁর গ্রন্থে (ফাতিহ আল-বারী) যা বলেছিলেন, "আল-হাসান ইবনে আলী আল-হালওয়ানী জ্ঞানের বইয়ে ভালো শৃঙ্খলে বর্ণনা করেছেন যে ইমাম আলী বিন আবী তালিব বলেছেন: প্রতিটি মৃত্যু যার দ্বারা মুসলমান মারা যায় সে শহীদ ব্যতীত শাহাদাতকে বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হয় চআল্লাহ সর্বোত্তম জানেন।

.....

১ ফাতাওয়া আল-সুবকি (২/৩৩৯), দার আল-মা'রেফ সংস্করণ

৩। আল-আজাহার বিশ্ববিদ্যালযের অধ্যাপক ডঃ আহমেদ তাহা রায়যনের ফতোয়া হ'ল যে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং মহান আল্লাহর রসূলের, যিনি বিশ্বজগতের প্রতি রহমত হওয়ার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। এটি মালিক, আল-নাসা' এবং আবু দাউদ বর্ণিত হাদীসে প্রমাণিত। আল নওয়াবী বলেছেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আল্লাহর পথে নিহত হওয়া ব্যতীত আর সাত প্রকার শহীদ রয়েছে, যে মহামারী দ্বারা নিহত হয়েছে সে শহীদ, যে ডুবে যায় সে একজন শহীদ, যে ব্যক্তি প্লুরিসি মারা যায় সে একজন শহীদ, যে পেটের রোগে মারা যায় সে একজন শহীদ, যে আগুনে মারা যায় সে শহীদ, যে ধসে পড়া ভবনের নিচে মারা যায় সে একজন শহীদ এবং একজন মহিলা যিনি শ্রমের সময় মারা যাওয়া একজন শহীদ [১]

আল-হাফিজ ইবনে হাজারও প্রমাণিত হাদীসগুলিতে প্রমাণিত হাদিসগুলিতে শাহাদতের গুণাবলীকে তালিকাভুক্ত করেছেন যতক্ষণ না এটি সাতাশটি গুণাবলীতে পৌঁছেছে তিনি আরও বলেছিলেন, আমি হাদীসে অন্যান্য গুণাবলীর কথা "তাদের দুর্বলতা" বলে উল্লেখ করি নি।

শব্দ হাদীসে বর্ণিত একটি গুণাবলীর মধ্যে যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যেমন আল-দয়ালামী আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে যিনি জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি শহীদ এবং আল-হাফেজ ইবনে আলী আল-হালওয়ানী তাঁর জ্ঞান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে ইমাম আলী বিন আবী তালিব বলেছেন: "যে মৃত্যুর দ্বারা মুসলমান মারা যায় সে শহীদ হয় , তবে শাহাদাত ক্যাটাগরিতে রয়েছে। " [২]

ইমাম বাজি ও ইবনে আল-তিন যেহেতু এই মৃত্যুর উপরে শাহাদাত শব্দটি গ্রহণ করার কারণ ব্যথার তীব্রতা বলেছিলেন। সুতরাং গঁযধসসধফশ্বর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতকে তাদের গুনাহের কাফফারা হতে পারে তা প্রদানের মাধ্যমে বরকত দান করুন এবং যতক্ষণ না তারা শহীদদের পদে পৌঁছেছেন ততক্ষণ তাদের পুরষ্কার বৃদ্ধি করুন। উল্লিখিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যায় পণ্ডিতগণ ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন হাদীসে। তারা একটি প্লেগকে উটের মতো গ্রন্থি হিসাবে ব্যাখ্যা করেছে

.....

১ মুওয়াত্তায় মালিক দ্বারা বর্ণিত, হাদীস (৯৯৬), মুসনাদে আহমাদ, হাদীস (২৩৭৫৩), আবু দাউদ, হাদীস (৩১১১), এবং আন-নাসা,, হাদীস (১৮৪৬)

২ ফাতিহ বারী ৬/৪৪৪

এর বগল এটি প্লুরিসি এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছিল যে এটি একটি গরম টিউমারছায়ার নিচে মুক্তি পাঁজর প্রচ্ছন্ন ঝিল্লি মধ্যে উন্মুক্ত। বলা হয়ে থাকে যে এটি এক ধরণের অন্ত্রের রোগ, ডায়রিয়া আক্রান্ত বা মন্ত্রমুগ্ধ ব্যক্তি। ইবনে আল-আছির (রাঃ) বলেছেন: উনিই পাকস্থলীর রোগে যেমন মলত্যাগকারী ও এর মতো রোগে মারা যান এবং আবু বকর আল-মুরোজি তার শায়খ শরীহ থেকে বলেছেন যে এটিই কোলাইটিস আক্রান্ত।

উপরের থেকে প্রাপ্ত, ক্যান্সার মারাত্মক ব্যথা করে। রোগী এখনও এটি দীর্ঘ সময় ধরে ভোগেন, হয় পূর্ববর্তী লেখায় বর্ণিত রোগগুলির অংশ হতে হয়। এই রোগগুলির ব্যাখ্যার মাধ্যমে, বা অর্থে পণ্ডিতদের দ্বারা বর্ণিত রোগটি যাচাই করা, এবং এই রোগগুলিকে শাহাদাতের সাথে যুক্ত করা। আল্লাহর নেয়ামত প্রচুর এবং তাঁর কোষাগার পূর্ণ, আল্লাহ সর্বজ্ঞ জানেন।

৪। শেখ ডাঃ সাফর বিন আবদুল্লাহমান আল-হাওয়ালির ফতোয়া যেখানে তাঁর এক্সিলেন্সকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: ক্যান্সার মারা কি শহীদ? তিনি জবাব দিলেন: আমরা আশা করি এরকম হবে, ইনশাআল্লাহ কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন শুনলেন যে যুদ্ধে শহীদই একমাত্র শহীদ ছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে আমার উম্মাহর শহীদরা অবশ্যই সামান্য। অতঃপর তিনি আল্লাহর কাছে আরও চেয়েছিলেন এবং তিনি নবীর দোয়া কবুল করলেন। ইমাম আল-সুয়ুতি, আল্লাহ তাঁর উপর একত্রিত হয়ে চব্বিশেরও বেশি গুণাবলীর সন্ধান করুন। তাদের মধ্যে যারা ছুরিকাঘাত, অন্ত্রের ব্যথায় মারা গিয়েছিলেন, প্রসবের সময় এবং প্লেগের সময় একজন মহিলা মারা গিয়েছিলেন। আমরা আশা করি যে আমরা বিভিন্ন নামের সাথে যেমন ক্যান্সার, যকৃতের সিরোসিস বা এই জাতীয় নামের সাথে উল্লেখ করছি তাদের মধ্যে আল্লাহ তাদের গণনা করবেন, যা এই নামগুলি দ্বারা আগে জানা ছিল না।

৫। শায়খ আবদুল আল আজিজ ইবনে আবদুল্লাহ বিন বাজ এর ফতোয়া আল্লাহ তাআলা রহমত করুন যে ক্যান্সার বা অন্য কোন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির খুব ভাল ফায়দা রয়েছে। তিনি দুর্দান্ত উপকারে আছেন কারণ প্রতিটি মানুষেরই এমন একটি রোগ বা অন্য কিছু বেদনাদায়ক জিনিস রয়েছে যা কাঁটা দ্বারা আক্রান্ত হলেও মন্দ থেকে তার প্রায়শ্চিত্ত হয়।

৬। শেখ ডক্টর আহমদ আল-হাজজি আল-কুর্দী (ফতোয়া কমিটির সদস্য, কুয়েতের এনডোভমেন্ট এবং ইসলামিক বিষয়ক মন্ত্রক) ফকওয়া আইনশাস্ত্র জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ এবং ইসলামী শরিয়তের বিশিষ্ট অধ্যাপক। প্রিয়জনের একজনের প্রশ্নের ভিত্তিতে যিনি তার মহামহিমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে মস্তিষ্কে এমনকি ক্যান্সারের ফলে মৃত্যুর পরিমাণ কতটা হ'ল (যেমন আমার ছেলে আবদুল্লাহ) তিনি শহীদ হলে। নীচের প্রশ্নের পাঠ্য: আমার ভাগ্নের ছেলে মস্তিষ্কে ক্যান্সারজনিত টিউমার হয়ে মারা গেল, সে কি পরকালের শহীদ? বিশেষত ফতোয়াদের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে কারণ তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন ভূসকে বিবেচনা করেছিলেন যিনি তার পেটে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন, তিনিই একমাত্র শহীদ এবং তার শরীরের অন্য কোনও জায়গায় ছিলেন না। তাদের মধ্যে কেউ একজন দীর্ঘ অসুস্থতা ও ব্যথায় শহীদকে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে বিবেচনা করেছিলেন। সুতরাং, সমস্ত ক্যান্সার রোগী এবং অনুরূপ রোগগুলি এই ধারণার অংশ আল্লাহ আপনাকে উত্তম প্রতিদান দিন এবং আপনাকে সমস্ত মন্দ থেকে রক্ষা করুন। তিনি নিম্নরূপ জবাব দিলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "পাঁচজনকে শহীদ হিসাবে গণ্য করা হয়: তারা হ'ল যারা প্লেগ, পেটের রোগ, ডুবে যাওয়া বা ধসে পড়া ভবনের কারণে এবং আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে মারা যায়।" [১]

আমার নিজের বোধগম্যতার সাথে এই উপমা অনুসারে, যে কেউ ক্যান্সার এবং অন্যান্যর মতো মারাত্মক অসুস্থতায় মারা গিয়েছিলেন, আমি আশা করি যে এই ব্যথাগুলির যে কোনও ব্যক্তি তার পরবর্তী শহীদদের মধ্যে রয়েছেন

আল্লাহর রহমত বিস্তৃত, তাঁর কফর পূর্ণ এবং তাঁর দান অগণিত, কমবে না। হে আল্লাহ, আমার ছেলে আবদুল্লাহ এবং ক্যান্সারে মারা যাওয়া প্রত্যেককে শহীদ হিসাবে গণ্য করুন এবং তাদেরকে আপনার নেক বান্দার হিসাবে গ্রহণ করুন। আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি মানুষের প্রার্থনা কবুল করেন।

.....

১ বুহারী হাদীস ২৮২৯ এবং মুসলিম হাদিস ১৯১৪

মস্তিষ্কজনিত রোগে মারা যাওয়া ব্যক্তির কাছ থেকে পুনরুক্তি সরঞ্জাম অপসারণের অনুমতি

চিকিৎসকের কাছ থেকে শুনে নেওয়া যে একজনের রোগীর মস্তিষ্কের পক্ষাঘাত রয়েছে, এবং পুনরুত্থানের সরঞ্জামগুলি তোলা ছাড়া কিছুই তাকে মৃত্যুর হাত থেকে আলাদা করে না।

এবং চিকিৎসা করা আরও কঠিন হয়ে ওঠে যখন রোগীরা এই পরিস্থিতিতে থেকে যাওয়ার জন্য শরীর এবং হৃদয়ের ক্লান্তি জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে থাকে এবং তাদের পুনরুত্থানের সরঞ্জামগুলি অপসারণ করা উচিত যাতে তিনি সত্যিই মারা যান ঃ

হায় আল্লাহ, এটি মানব জীবনের সবচেয়ে বিপজ্জনক মুহূর্ত। এটি সবচেয়ে বেশি নেতিবাচক বা ইতিবাচক যাই হোক না কেন, তার সমস্ত পরিস্থিতিতে বেদনাদায়ক সিদ্ধান্ত; যদি তিনি সরঞ্জামটি তুলতে অস্বীকার করেন তবে তার রোগীর জন্য ব্যথা হওয়ার জন্য তাকে নির্যাতন করা হবে এমনকি তিনি মনে করতে পারেন যে তিনি নিজেই এই আযাব দীর্ঘায়িত করতে অংশ নিয়েছেন এবং মৃত্যু এবং জীবনের উদাসীনতার ক্ষেত্রে তাকে ছেড়ে চলে গেছেন। যদি তিনি রাজি হন তবে তিনি তার রোগীকে মিস করবেন যাকে তিনি ইচ্ছা করেন-তবে যদি অসম্ভব হয়ে পড়ে তবে পুনরায় জীবনে ফিরিয়ে আনা যায়।

একজন দু'টি সিদ্ধান্তের মধ্যে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, উভয়ের মধ্যে মধুরতমতা হ'ল কোলোক্যান্থের মতো তিক্ত, বিশেষত আমাদের হাসপাতালগুলিতে যেখানে তারা সিদ্ধান্তটি শেষ অবধি অভিভাবকের কাছে ছেড়ে দেয়, আমেরিকান হাসপাতালগুলির থেকে ভিন্ন - উদাহরণস্বরূপ - যেখানে তারা অতিরিক্ত সময় দেওয়ার জন্য সময় দেয় সিদ্ধান্ত, অন্যথায় তারা আমেরিকান আইনে লেখা হিসাবে মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীর পিতামাতার পক্ষে তাদের সিদ্ধান্ত নেবে।

এটি আল্লাহর দয়া ও তাঁর রহমত যা আমাদের মুসলমান করে তুলেছিল। এই মহান ধর্ম যা মানুষকে বাধা দেয় এবং তার সামর্থ্যের চেয়ে তাকে ব্যয় করে না এবং তার পরিস্থিতি ও পরিস্থিতি সর্বদা এবং যে কোনও ক্ষেত্রে বিবেচনা করে বিবেচনা করে, এটি সহ যে কোনও সরঞ্জাম দিয়ে বা মারা রোগীকে নির্যাতনের অনুমতি দেয় না বা

.....

১ এই নিবন্ধটি ৮/০৩/১৫ এ আল-কাবাস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে

ওষুধ। একজন যোগ্য নির্ভরযোগ্য চিকিৎসক যখন বিশ্বাস করেন যে এই সমস্তগুলি একেবারেই অকেজো, এবং দেহে জীবন অবশ্যম্ভাবীভাবে মোট মৃত্যুর দিকে চলে যায়।

সুতরাং এ সংক্রান্ত নিবন্ধে স্থানের কারণে এবং পুনরাবৃত্তি এড়াতে আমরা এগুলির মধ্যে একটির সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকতে পারি এমন অনুমতি নিয়ে আইনশাস্ত্র পরিষদ এবং পণ্ডিতদের দ্বারা অনেক ফতোয়া জারি করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানের অধীনে ইসলামিক ফিকহ একাডেমি ৩/৭/১৯৮৬ এ জর্দানের রাজধানী আম্মানে অনুষ্ঠিত ইসলামিক সম্মেলনটি নিম্নলিখিত ৫ নং রেজোলিউশন সংস্থার সাথে একমত হয়েছে। "যদি তার মস্তিষ্কের সমস্ত কাজ পুরোপুরি ব্যাহত হয় তবে রোগীর দেহ থেকে পুনরুত্থানের সরঞ্জাম অপসারণ করা জায়েয। তিন বিশেষজ্ঞের একটি কমিটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ভাঙ্গন অপরিবর্তনীয়, যদিও হৃদয় এবং শ্বাস প্রশ্বাসের এখনও স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারে, যৌথ ডিভাইসের কারণে। তবে, পিতামাতার মৃত্যুর বৈধতা নিশ্চিত হওয়া যায় না যতক্ষণ না সে শ্বাস বন্ধ করে এবং হৃদয়গুলি এই ডিভাইসগুলি তুলে নেওয়ার পরে পুরোপুরি বন্ধ না হয়। "

দরিদ্র দেশগুলিতে এই সিদ্ধান্তের আরও একটি মাত্রা থাকতে পারে কারণ এটি মানুষের জন্য বিশেষত রোগীর পরিবারের পক্ষে এক বিরাট স্বস্তি। যদি তাদের পুনরুদ্ধারের সরঞ্জামগুলি রোগীর শরীরে দীর্ঘ রাখার ব্যয় না হয়, তবে বিষয়টি তাদের জন্য অত্যন্ত জটিল।

ইসলামের অনুগ্রহের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করুন এবং তিনি এই ভয়াবহতা ও তাঁর পরিবারবর্গের সমস্ত ধৈর্য ও সান্ত্বনার জন্য অনুপ্রাণিত করুন।

রোগী এবং তাঁর পিতামাতার জন্য চিকিৎসার পরামর্শ এবং এর পরিমাণ সত্যতা [২]

বন্ধুরা অনেক

.....

১ শেখ যাদুল- আল-হক আলী যাদুল-আল হক, আল-আজহারের প্রাক্তন শেখ, সমসাময়িক বিষয়ে ইসলামিক গবেষণা এবং ফতোয়া, পৃষ্ঠা ৫০৮ ইত্যাদি।

২ এই নিবন্ধটি ৩/১/২০১৬ আল-কাবাস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে

এটি রোগীদের শুভেচ্ছার জন্য তাদের বিস্তৃত ভালবাসার কারণে, প্রত্যেকে তার নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেয় এবং তাকে বিবরণ দেয়। ও, এই ম্যাসেজগুলি সোশ্যাল মিডিয়ায় যে পরিমাণে পেয়েছিল তা রোগীর পিতামাতার বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল যার ফলে কে তাদের উপকার করবে।

প্রসারণ, দোয়া ও প্রার্থনার বিষয়ে ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি যেমন সম্ভব, ততই সঠিক প্রমাণ দ্বারা যা প্রমাণিত হয়েছে তা পার্থক্য করা গুরুত্বপূর্ণ, দোয়া ও উদ্দীপনা হিসাবে, এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বারা বর্ণিতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত এবং মহান আল্লাহর উপর দোয়া। যদিও সাধারণ প্রার্থনা এবং প্রার্থনা জায়েজ এবং তারা সবার মধ্যে ভাল, রিযযরহমশ্বর ইচ্ছুক, কিন্তু যে নিরাময়ের ক্ষেত্রে তাদের নেয়ামত চায় সে নিজেকে খাঁটি প্রার্থনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে।

ইসলামিক মেডিকেল রেসিপি এবং সামাজিক মিশ্রণের উপর ভিত্তি করে, তারা নিম্নলিখিত বিবেচনার অধীনঃ
প্রথমঃ এটি রোগের ধরণ এবং এর জনপ্রিয় রেসিপিগুলির উপযুক্ততার উপর নির্ভর করে খাঁটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে।
দ্বিতীয়ঃ এটি অগত্যা রোগীর অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য হতে পারে না এবং প্রাথমিক জিনিসটি রোগীকে নিয়মিতভাবে বিশেষায়িত হাসপাতালগুলিতে নেওয়া হয় যেখানে তাকে নেওয়া হয়, বিশেষত বিদেশী হাসপাতালগুলি যা গোঁড়ামি করে চিকিৎসা করে না। কোনটি গোঁড়া এবং কোনটি তা পৃথক করতে পারে না, তাই পিতামাতাকে পর্যাপ্ত দিকনির্দেশনা দেওয়া যায় না।
তৃতীয়ঃ রোগীর স্বজনদের এর উপাদানগুলির অভাবের কারণে বিদেশে কিছু প্রতিকার পেতে অসুবিধা হতে পারে।
চতুর্থঃ কখনও কখনও দুর্বল আত্মারা বা যারা পিতামাতার অবস্থার আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করে তারা এটি ব্যবহার করে। কখনও কখনও রোগীর প্রতি আবেগের উদ্দেশ্যে, কিছু লোক তাদের প্রিয়জনদের নিরাময়ের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করে থাকে। আমি তাদের দোষ দিচ্ছি না

আবেগ, তবে তাদের প্রতারণামূলক এবং এর মধ্যে যৌক্তিকভাবে পার্থক্য করতে হবে বাস্তবতা

পঞ্চমঃ রোগী এবং তার পরিবার একদিকে চিকিৎসা করার জন্য এবং অন্যদিকে চিকিৎসকদের সাথে যোগাযোগের জন্য আগ্রহী। সম্ভবত পরামর্শের বিস্তারটি তাদের প্রয়োজনীয়ভাবে উপকারী নাও হতে পারে যা রোগী এবং তার পরিবারের জন্য হতাশার কারণ হতে পারে।

ষষ্ঠঃ কিছু প্রেসক্রিপশনগুলির জন্য কোনও মেডিকেল রেফারেন্স নেই এবং সেগুলি স্বাস্থ্য কাউন্সিল দ্বারা খুব কমই লাইসেন্স করা হয়, মূল নিয়ামকের নিয়মের সমান্তরাল গুলি ব্যবহারের পরিণতি হ'ল রোগীদের চিকিৎসার পরামর্শ ছাড়া চিকিৎসা আশ্বাস না দিতে পারে।

সপ্তমঃ গোঁড়া সাধারণ উপকারিতা কেউ অস্বীকার করে না, তবে প্রাথমিকভাবে এটি বর্ণনা করা উচিত নয়, প্রমাণ ছাড়া এবং চিকিৎসকদের জ্ঞান ছাড়াই তাদের বিশেষ মামলার জন্য বর্ণনা করা উচিত নয়।

আটঃ এই ওষুধগুলি এবং চিকিৎসাগুলির পরামর্শটি সহানুভূতি, ভালবাসা এবং সাহায্যের আকাঙ্ক্ষা দেখানোর জন্য একটি প্রাকৃতিক চিত্র হতে পারে তবে অগত্যা সর্বোত্তম এবং সঠিক উপায় নাও হতে পারে। যদিও এই ফলপ্রসূ সিরিজের উপরে উল্লিখিত যে কোনও রূপে প্রার্থনা আশীর্বাদ ও প্রতিক্রিয়া আকারে হতে পারে এবং আমরা পরের নিবন্ধে এটিকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব, আল্লাহ রাজি।

প্রশংসার ঘরে আমাদের প্রতিবেশীকে স্বাগতম: খালিদ আবদুল লতিফ আল শায়া [১]

প্রশংসা বাড়িতে আমাদের প্রতিবেশী স্বাগতম।

আমাদের নতুন প্রতিবেশী প্রশংসার বাড়ির একটি ভাল নমুনা।

আমি তাকে পরিচয় করিয়ে শুরু করব এবং তারপরে সে কেন আমাদের প্রতিবেশী তা ব্যাখ্যা করব। খালিদ আবদুল্লাতিফ আলী আলশায়া -মায় আল্লাহ তাঁর প্রতি করুণা বোধ করবেন - যুবসমাজ এবং প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে তাঁর আচরণ ও নম্রতার ক্ষেত্রে একটি ভাল চরিত্রের মডেল। আত্মীয়স্বজন এবং তাঁর বাবার বন্ধুদের সাথে তাঁর সম্পর্ক তাঁর পরিবার এবং কুয়েতের অভ্যন্তরে ও বাইরের উভয় অঞ্চলে তাঁর পরিবারের সাথে তাঁর সংযোগের চেয়ে বেশি। তিনি তাঁর ভাইদেরও আল্লাহর রাসূলের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে একই কাজ করার আহ্বান জানান, তাঁর ও তাঁর পরিবারের প্রতি শান্তি ও বরকত রয়েছে। "একজন পুরুষের সৎকর্মের সর্বোত্তম কাজটি হ'ল সেইসাথে মর্যাদার গুণও তিনি তাঁর পিতামাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন।

তিনি একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উপস্থিতি সহ দীর্ঘদিনের পরিবারের একজন উদার মডেল, যার প্রতিটি দুর্যোগে ইসলামী বিশ্বকে স্পর্শ করে তার নিজস্ব দাতব্য অবদান রয়েছে। এটি আমার "" তহবিল সংগ্রহের জন্য স্থানীয় কমিটি - ২০০৭ "বইয়ে বিশদভাবে লেখা হয়েছে" তাছাড়া, আমি আমার বই "সম্পত্তিতে অ্যাক্সেস - কুয়েতের কাগজপত্রের প্রসঙ্গে" বইয়ে কুয়েতে সাহায্যকারী পরিবারগুলির মধ্যে বিশিষ্ট পুরুষদের একটি সংক্ষিপ্ত প্রোফাইলও দিয়েছি পারিবারিক জীবনী: জারু আল্লাহ আল-খারাফির পরিবার এটি তার প্রজন্মের জন্য তার মানব এবং ভাল বংশবৃদ্ধির জন্য প্রত্যেকে পরিচিত পরিবার। আমরা আর্থিক দুর্দশা এবং অপ্রীতিকর আচরণগত প্রভাবগুলির মতো এর আগে বা এর প্রজন্মের সম্পর্কে কোনও অসদাচরণ শুনিনি।

প্রশংসার ঘরে আমাদের নতুন প্রতিবেশী হিসাবে, আমি এই নিবন্ধের দ্বিতীয় এবং শেষ অংশে তাকে নিয়ে কথা বলা পছন্দ করেছি, কারণ আমি জানি যে আমার কলমটি কালি দিয়ে নয়, আমার অশ্রু দিয়ে লিখবে। যেখানে আমি শুক্রবার সকালে মরহুম খালিদ আল শয়ার জন্য তিনটি সুনানে নামাজ পড়েছিলাম, যেখানে আমি জানাজার নামাজ আদায় করেছি, তারপরে তাকে দাফন করা অবধি তাঁর অনুসরণ করলাম, এবং তারপরে তাঁর জন্য প্রার্থনা করে তাঁর কবরে দাঁড়িয়ে রইলাম

.....

১ এই নিবন্ধটি ২২/৩/২০১৫ আল-কাবাস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে

স্থায়িত্ব এবং ক্ষমা। তার পরিবারকে সান্ত্বনা দেওয়ার আগে আমি প্রিয় আবদুল্লাহর কবরে গেলাম। আমি তাঁর কবরের মুখোমুখি হয়ে তাকে সালাম জানালাম এবং তারপরে অন্য দিকে মুখ করে কিবলাহর মুখোমুখি হয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলাম। তারপরে আমি তাকে সম্বোধন করে আমার অশ্রু নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি, তাকে বলেছিলাম, "প্রশংসার ঘরে নতুন প্রতিবেশী পেয়ে খুশী হোন" যেখানে প্রয়াত খালিদ আলশায়া তার কোমল বয়সে ছেলেকে "একমাত্র পুত্র" হারিয়েছিলেন। জুলাই ১৯৯৯ সালে একটি গাড়ী দুর্ঘটনায়।

এরপরে, তিনি ধৈর্য হয়ে গেলেন, আল্লাহর প্রশংসা করলেন, বিশ্বাস করলেন তিনি আল্লাহর কাছ থেকে পুরস্কার পাবেন এবং বলেছিলেনঃ "আমরা সকলেই আল্লাহর এবং আমরা তাঁর কাছে ফিরে যাব"। সুতরাং, তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি প্রাপ্য তাঁর সত্যবাদী রাসূল যে তাঁর অনুভূতি থেকে কথা বলেন না। তিনি তার পুত্রকে হারান এবং ধৈর্য ও তৃপ্তি সহ সকলকে সুখবর দিয়েছিলেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রশংসা করেছেন এবং বলেছিলেন, আমরা সকলেই আল্লাহর এবং আমরা তাঁর কাছে ফিরে যাব যাতে ধার্মিক ফেরেশতারা তাকে স্বর্গে একটি ঘর তৈরি করে "প্রশংসার ঘর" বলে। "।

আমি প্রিয় আবদুল্লাহকে সেভাবে সম্বোধন করেছি, যেন আমি প্রশংসার ঘরটি দেখি এবং তা হ'ল আমার পালনকর্তার কাছ থেকে আমার ভাল প্রত্যাশা, আমি সাক্ষ্য দিয়েছি এবং পুরোপুরি মনে রেখেছি যে যখন আমি খালিদ আল-শায়ার প্রতি সমবেদনা জানালাম - এড়ফশ্বর দয়া করুন তাঁর পুত্রের মৃত্যুর জন্য, সেই সময় এড়ফ'ংশ্বরের করুণা তাঁর প্রতি থাকুন - আমি আমার প্রার্থনাতে তাকে বললামঃ "ধৈর্য ধরুন এবং সন্তুষ্ট থাকুন" তিনি তা করেছিলেন এবং তিনি আল্লাহর প্রশংসা করেছিলেন এবং বলেছিলেনঃ আমরা প্রত্যেকেই অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ ও তাঁর কাছেই আমরা ফিরে যাব।

খালিদ আল শায়ার বিশেষ বিষয়টি হ'ল তিনি হলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মৃত ব্যক্তির মধ্যে আমার পরিচিত ছিলেন, যিনি আমার একমাত্র পুত্রকে হারানোর বিপরীতে আমার সাথে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তার পরে তিনিও তাঁর একমাত্র নাতিকে হারিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রতি দয়া করুন এবং তাঁর আত্মাকে তাঁর প্রশস্ত জান্নাতে বিশ্রাম দিন।

পুত্রের মৃত্যুর জন্য ধৈর্য ধারণের পুরস্কার

শেখ মোহাম্মদ আল-আরিফি (২:২৫)

নিশ্চয় মুমিনরা ভাইয়েরা
শেখ মোহাম্মদ রেতেব নবুলসি (১২:০০)

সভ্যতা ও রোগীদের প্রতি ইসলামী উম্মাহর অঙ্গীকার স্বাস্থ্য

সম্ভবত সবচেয়ে সুস্পষ্ট ধারণা যা তার বর্তমান ও আগত প্রজন্মের অজান্তেই মুসলিম উম্মাহর নৈতিক ও বৈষয়িক প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে এবং অব্যাহত রাখবে, প্রজন্ম কীভাবে কার্যকর চিকিৎসাগুলির সেবার জন্য যে প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে নিজেকে প্রভাবিত করার পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। তাদের মানুষ। যেহেতু স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে তহবিলের অবদান সমস্ত এবং স্বতন্ত্র দ্বারা প্রত্যক্ষ করা তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছে। সম্প্রদায়গুলি অবশ্য মানসিক রোগ হাসপাতালগুলি প্রতিষ্ঠা করেছে যা রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ করে যেমন বিছানা, গদি এবং ওষুধ সব ধরণের রোগীদের জন্য। হাসপাতালগুলির জন্য বিশেষত এনডোভমেন্ট এজেন্সিগুলির পরিষেবাগুলি ছাড়াও প্রতিটি রোগীর তার স্বাস্থ্যের অবস্থা অনুযায়ী বিদ্যুৎ এবং পানীয় জল জলের মতো স্বাস্থ্যকর খাবারের ব্যবস্থা করা।

স্বাস্থ্য ও মনস্তাত্ত্বিক যত্ন এন্ডোমেন্টে ইসলামিক এন্ডোমেন্ট এবং এর ভূমিকা

মেডিকেল সায়েন্স এবং রোগ নির্ণয়ে সম্পর্কিত গবেষণাগুলির প্রচারে এবং রোগীদের চিকিৎসার জন্য ওষুধ সন্ধানে অবদান রেখেছে। এই ভিত্তিতে, কিছু সেন্টরকে চিকিৎসার পরামর্শের জন্য চিকিৎসকদের পরামর্শের বিধান সহ হাসপাতালগুলিতে শিক্ষকতা এবং গবেষণার জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। এটি লক্ষণীয় যে হাসপাতালটি সমাজের সকল শ্রেণীর রোগীদের স্বাস্থ্যসেবাতে মৌলিক সহায়তা করে। এটি নিয়মিত রোগীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় তবে তাদের বাড়ীতে অসুস্থ জনসাধারণের মধ্যেও প্রসারিত। এই ব্যক্তিদের তবে চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা চিকিৎসা, পানীয় এবং খাবার দেওয়া হয়। এছাড়াও, এন্ডোয়মেন্ট বেতনের মাধ্যমে

.....

১ এই ক্লিনিকটির বর্তমান নাম যা মস্তিষ্কের রোগের সাথে সম্পর্কিত

চিকিৎসক এবং তাদের ছাত্রদের দেওয়া হয়। মেডিকেল এন্ডোমেন্টটি অসুস্থ এবং তাদের যা প্রয়োজন তার যত্ন নেওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তাদের মনস্তাত্ত্বিকভাবে নিরাময়ের জন্যও। অতএব, রোগীদের আত্মার বিনোদন করতে এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক মনোবলকে বাড়ানোর জন্য শিথিলকরণ কেন্দ্রটি তৈরি করা হয়েছিল যা তাদের দ্রুত পুনরুদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আরও অনেক দূর এগিয়ে যাবে। কেউ কেউ তাদের পিতামাতাদের হারিয়ে যাওয়া বাবা-মাকে সান্ত্বনা ও সহানুভূতি জানায়, তাদের জন্য আরও ভাল চিকিৎসা করে এবং তাদের ক্ষতির জন্য সদয় ধৈর্য ও ধৈর্য সহকারে তাদের কাছ থেকে আল্লাহর প্রতিদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং তাদের মৃতের কি উপকারে আসবে সে বিষয়ে উপদেশ দেয় যেমন প্রার্থনা , সদকা, ধৈর্য এবং আল্লাহর কাছ থেকে প্রত্যাশিত প্রতিদান।

এন্ডোয়মেন্ট রোগীদের সমাজকল্যাণে অবদান রেখেছিল এবং এটি তাদের পরিবারকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রচুর অর্থ প্রদান করে, যখন তাদের পুনরুদ্ধারের পরে, এটি তাদের আয় এবং আর্থিক বরাদ্দ থেকে তাদের জন্য পোশাক সরবরাহ করে যাতে তাদের আরামদায়ক সময়কালে কাজ করতে না হয় | এটি বিশেষত ক্ষেত্রে যখন তাদের চিকিৎসা হয় অস্ত্রোপচার প্রয়োজন।

এন্ডোমেটমেন্ট সংস্থা জীবিত বা মৃত রোগীর মর্যাদাকে বজায় রেখেছে এবং এর কিছু আয় মৃত ব্যক্তির প্রক্রিয়াজাতকরণ ও দাফনের জন্য ব্যাংক হিসাবে মনোরোগ হাসপাতালের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রক্রিয়াটি হসপিটালের রোগীদের জন্য, বা যারা তাদের পরিবারের সাথে তাদের বাড়িতে মারা গিয়েছিলেন।

এদিকে, প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা সুবিধাগুলি সহ এন্ডোয়মেন্ট সংস্থা শরিয়তের একটি দুর্দান্ত লক্ষ্য অর্জন করেছে যা খাদ্য, পানীয়, পোশাক, আবাসন এবং ওষুধ সরবরাহ করে মানবতার প্রাণ রক্ষা করা। স্বাস্থ্য রক্ষা মানুষের আত্মার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে অন্যতম। সুতরাং, মানবিক উন্নতির সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় সৃজন ও যত্নের ক্ষেত্রে অবদান অবদান রেখেছে।

সন্দেহ নেই যে ড়ণি-সম্পদ সরকারের উপর চাপ কমিয়েছে হাসপাতালে ভর্তি, ফার্মাসি এবং পরীক্ষাগারগুলির ব্যয় এবং ব্যয়, যা স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সরকারী ব্যয়কে হ্রাস করে যাতে এটি তার প্রত্যাশাকে বহন করতে পারে

যথাযথভাবে দায়িত্ব। সম্ভবত, ইসলামের ইতিহাসে প্রথম হাসপাতালটি ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিকের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি রোগীদের ৫ টি প্রশিক্ষণে বিশেষীকরণ করা হয়েছিল এবং ডাক্তারদের নিযুক্ত করা হয়েছিল। অধিকন্তু, তিনি (ওয়ালিদ বিন আবদুল মালিক) তাদের জন্য একটি জীবিকা নির্বাহ করেছিলেন, এর পরে অন্যান্য হাসপাতালগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং রোগীদের হাউস হিসাবে পরিচিত ছিল।

নীচে ইতিহাস দ্বারা নথিভুক্ত হওয়া একটি এন্ডোয়মেন্ট প্রতিষ্ঠানের উদাহরণগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং রোগীদের এবং তাদের পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য এবং মানসিক যত্নে সর্বাধিক ভূমিকা ছিল।

বাগদাদের হুমেরাল হাসপাতাল

বাগদাদের এই হাসপাতালে চিকিৎসা (৩৬৬হিঃ-৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ) সকলের জন্য নিখরচায় করা হয়েছিল যার মাধ্যমে রোগীদের ঝরঝরে কাপড়, বিভিন্ন ধরণের খাবার ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা হয়েছিল এবং রোগীদের পুনরুদ্ধারের পরে ভ্রমণ ব্যয় দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা শহরে ফিরে আসতে পারেন। [১]

ইবনে জাবির তার রিহ্লাত (লিট.) -তে উল্লেখ করেছেন যে:তিনি যখন বাগদাদে গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি মার্স্টান মার্কেট নামে পরিচিত পাড়ায় একটি আবাসিক কোয়ার্টারের সন্ধান পেয়েছিলেন। জায়গায় চিকিৎসা করার জন্য একটি এন্ডোমেন্টের সমস্ত সুবিধা এবং ভবন রয়েছে। এটি সত্যই এমন একটি মেডিকেল জেলা যা প্রতিটি রোগীর জন্য সদর দফতর হিসাবে কাজ করে যেখানে মেডিকেল শিক্ষার্থী, চিকিৎসক এবং ফার্মাসিস্টরা মেডিক্যাল সার্ভিস সরবরাহ করতে দেখা গিয়েছিল এন্ডোমেন্ট ফান্ডগুলির দ্বারা ব্যয়িত কোন খরচ ২

অসুস্থ ও অপরিচিতদের জন্য উপজীব্য এনডোমেন্ট

এটি একটি স্বচ্ছলতা যা বেশ কয়েকটি মুআধিনুনকে (প্রার্থনা করার আহ্বানকারী) আর্থিক সুরক্ষা দেয় যারা সুরেলা কণ্ঠ এবং ভাল অভিনয় করেছেন। তারা জুড়ে ধর্মীয় কবিতা আবৃত্তি

.....

১ রোগিহুল আওকাফ রগিব আস-সরজনী, পৃ .৯৫, আনি উয়ুল আবনাহী ফি তোবাকাতল আতিবাহ্ থেকে ইবনে উসাইহবিহা ভি .১, পৃষ্ঠা ৬৭ থেকে প্রাপ্ত

২ ইবনে যুবায়েরঃ রিহ্লাতু ইবনে জুবায়ের পৃষ্ঠা ২৮৫

রাতে যার মাধ্যমে তাদের প্রত্যেকে ভোর পর্যন্ত এক ঘন্টা সময় ব্যয় করে যা একটি উপায় হিসাবে কাজ করে কোন রোগীর কনসোলার নেই এবং আটকে থাকা অপরিচিত ব্যক্তির বিনোদন দেওয়ার জন্য স্বস্তি দিন।

নিরাময় সম্পর্কে রোগীর জন্য অনুপ্রেরণামূলক এন্ডোমেন্ট

এটি হ'ল এন্ডোয়মেন্ট যা হাসপাতালের একটি কর্তব্য হ'ল দু'জন নার্সকে নিয়োগ দেওয়া যাদের কর্তব্য রোগীর নিকটবর্তী হওয়া; সেগুলি কেবল শোনা যায় তবে দেখা যায় না। তাদের একজন অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করতেন: এই রোগী সম্পর্কে চিকিৎসক কী বলেছিলেন? অন্য জবাব দেবে: প্রকৃতপক্ষে, ডাক্তার বলেছেন: তিনি ভাল আছেন। তিনি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশা করা হচ্ছে। দু-তিন দিন পরে তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হতে পারে বলে চিন্তার কিছু নেই। এটি এক ধরণের মানসিক অনুপ্রেরণা যা রোগীর জন্য নিরাময় এবং শক্তি নিয়ে আসে।

দামেস্কের বড় নূরী মনোরোগ হাসপাতাল

এটি জাস্ট কিং, সুলতান নুরুদ-দীন আশ-শহীদ (শহীদ) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (৫৪৯এএইচ-১১৫৪এডি) ইউরোপীয় রাজাদের একজনের কাছ থেকে মুক্তিপণ হিসাবে নেওয়া অর্থ থেকে। এর ভবনটি দরিদ্র ও দরিদ্রদের জন্য নির্মিত পুরো দেশের অন্যতম সেরা হাসপাতাল।

নূরী হাসপাতালটি কেবল দামেস্ক শহরেই নয়, মুসলিম বিশ্বেরও অন্যতম বিখ্যাত আরব ইসলামিক স্মৃতিস্তম্ভ, যেখানে এটি এখনও অনেকগুলি স্থাপত্য, আলংকারিক এবং ধর্মীয় উপাদান এবং একটি জীবনের উদাহরণ ধরে রেখেছে যা সম্পর্কে বলা হয়েছে মুসলিম আরবদের জন্য বৈজ্ঞানিক ও সভ্যতার বিকাশ।

হাসপাতালটি উমাইয়াদ কেন্দ্রীয় মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের আল-হরিকা নামে রাস্তায় দামেস্কের পুরনো শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত। প্রায় ১০০ মিটার দূরে অবস্থিত হামিদিয়া বাজারের দক্ষিণমিল্ড। ১৩১৭ হিজরী অবধি নূরী হাসপাতাল অস্তিত্ব রইল .. বলা হয়েছিল যে এটি নির্মিত হওয়ার পরে বিদ্যুৎ ব্যর্থতার কোনও রেকর্ড নেই এবং এটি একে অন্যতম হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিল পূর্ব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়।

নূরী সাইকিয়াট্রিক হাসপাতাল হ'ল একটি আসল প্রতিষ্ঠান, সকলের ও মানবজাতির জন্য একটি মানবিক স্টেশন, রোগ নির্ণয়, প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার মাধ্যম যা সভ্যতার মাহাত্ম্যকে উপস্থাপন করে। সুতরাং এটি আরব ও ইসলামের জেনিয়ালিটির স্মৃতিসৌধ ছিল।

সালাহ মনোরোগ হাসপাতাল

জেরুজালেম, আল-মাসজি আল-আকসা এবং প্যালেস্তাইন ভূমি ক্রুসেড বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়ার পরে সুলতান সালাহুদ-দীন আল-আইয়ূবি এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জেরুজালেমে জীবন ফিরিয়ে আনতে এটি নাম দেওয়া হয়েছিল (সালাহ সাইকিয়াট্রিক হাসপাতাল)। তিনি কয়েকটি জায়গাকে অর্থ-সম্পদ হিসাবে তৈরি করেছিলেন এবং তাদেরকে ওষুধ ও ওষুধ সরবরাহ করেছিলেন, যেখানে চর্চা ছাড়াও চিকিৎসা দেওয়া হয়েছিল।

ক্যালাউন সাইকিয়াট্রিক হাসপাতাল (আল মনসৌরি হাসপাতাল):

ক্যালাউন সাইকিয়াট্রিক হাসপাতাল নামে পরিচিত বড় আল-মনসৌরি হাসপাতাল কিছু এমিরদের একটি বাড়ি। কিং, আল মনসুর সাইফুদ-দীন কালাউন ৬৮৩এএইচ-১২৮৪এডি-তে এটি একটি জেনারেল হাসপাতালে পরিণত করেন এবং প্রতি বছর এক হাজারেরও বেশি দিরহাম যা ব্যয় করেছিলেন তা ব্যয় করে। তিনি পাশাপাশি এটি সংযুক্ত, একটি মসজিদ, স্কুল এবং এতিমদের জন্য একটি অফিস। এই হাসপাতাল নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার একটি রোল মডেল ছিল। প্রবেশের পদ্ধতি এবং উপকারের উপায়গুলি সমস্ত পুরুষ এবং মহিলা, ফ্রিম্যান এবং দাস, রাজা এবং নাগরিকদের জন্য বিনামূল্যে তৈরি করা হয়েছিল। তেমনি, তিনি রোগীদের পুনরুদ্ধারের পরে অব্যাহতিপ্রাপ্ত রোগীদের আশ্রয় দিয়েছেন। এছাড়াও, মৃত ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয় জানাজা করা হয়। তদুপরি, অসুস্থদের যত্ন নেওয়ার জন্য কর্মী ও চাকররা নিযুক্ত হত। প্রতিটি রোগীর দু'জন কেরানি তাঁর সেবা করেছেন। প্রতিটি রোগীর একটি বিছানা এবং একটি সম্পূর্ণ গদি আছে। তবে এটি দেখায় যে হাসপাতালটি দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে। হাসপাতালের চিকিৎসকদের তরফ থেকে জানানো হয়েছিল যে হাসপাতালে প্রতিদিন প্রায় চার হাজার প্রাণ রক্ষা পাচ্ছে। এটি একটি নোটেও রয়েছে যে সমস্ত ডিসচার্জ হওয়া রোগীদের তাদের প্রয়োজনের জন্য পোশাক এবং অর্থ দেওয়া হচ্ছে যাতে তাদের পুনরুদ্ধারের পরে ক্লান্তিকর কাজ শুরু করার প্রয়োজন না হয়।

আমাদের শীঘ্রই স্বাস্থ্য বিচ্ছিন্নতার বিষয়ে আরও আলোকপাত করার জন্য আমাদের এখানে খুব শীঘ্রই খননের প্রয়োজন হতে পারে যা এই মহান হাসপাতালটি ইসলামের মনোরোগ হাসপাতালের ইতিহাসের লেখক হিসাবে খ্যাত হিসাবে পরিচিত। তিনি বলেছিলেন: "হাসপাতালের অধ্যক্ষ রোগীদের প্রয়োজন অনুসারে যেমন কস্তুরী, পুষ্টির জন্য দই, পানীয়গুলির জন্য কাঁচের কাপ, মগ, চমৎকার জগ, হালকা করার জন্য তেল এবং নীলনদের জল তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ব্যয়ভারের আয় থেকে ব্যয় করেন। এগুলি আল্লাহর প্রত্যাশিত পুরস্কারের জন্য যা প্রয়োজন তার চেয়ে বেশি ব্যয় না করে এন্ডোমেন্ট তহবিল থেকে প্রাপ্ত হয়।

অধিকন্তু, অধ্যক্ষ এই ধরণটি দুটি ধর্মীয় এবং বিশ্বাসযোগ্য মুসলমানের জন্য ব্যয় করেন যার মধ্যে একজন হলেন একজন দোকানদার যিনি পানীয়, ভেষজ, আটকানো এবং ক্রিম বিতরণ করেন, অন্য একজন এমন সচিব যিনি প্রতিদিন সকালে এবং রাতে ফসল কাটার জন্য নিযুক্ত হন, চশমা ব্যবহার করেন রোগীদের, তাদের পানীয় দিয়ে ভরাট করে এবং নির্ধারিত হিসাবে তারা সেগুলি পান করে তা নিশ্চিত করে।

অধিকন্তু, অধ্যক্ষ তার কর্মীদের যেমন অর্থ প্রদান করেন; মুসলমানদের চিকিৎসা, নৃতত্ত্ববিদ, চক্ষু বিশেষজ্ঞ এবং সার্জনরা রোগীদের সময়কাল এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে এই এন্ডোয়মেন্ট বডি থেকে উপার্জন থেকে। তার প্রয়োজনীয় কর্মীদের সংখ্যা বাছাই করার মুক্ত হাত রয়েছে যধং তারা তাদের চুক্তি অনুসারে একসাথে বা আবর্তনের মাধ্যমে কাজ করে, অথবা স্থানান্তরের ভিত্তিতে অধ্যক্ষের অনুমতিতে। তারা এই মনোচিকিৎসা হাসপাতালের রোগীদের এবং বিশৃঙ্খলাবদ্ধ, পুরুষ ও মহিলাদের সাথে আচরণ করে। তারা তাদের অবস্থার এবং উন্নতিটি প্রতিক্রিয়াশীল বা অন্যথায় জিজ্ঞাসা করে। তারা ফাইলের প্রতিটি রোগীর জন্য উপযুক্ত খাবার, পানীয় এবং অন্যদের লিখে দেয় এবং তারা রাতারাতি একসাথে বা ঘোরাফেরা করে। চক্ষু বিশেষজ্ঞরা (চক্ষু চিকিৎসক) লোকদের চোখ পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করার জন্য সেখানে আছেন। তারা মুসলমানদের ওষুধ দেয় যাতে প্রতিদিন তাদের হাসপাতালে আসার প্রয়োজন না হয়। তারা দয়া করে তাদের জন্য ওষুধ সরবরাহ করে। তারা চক্ষু রোগীর সাথে আলতো করে চিকিৎসা করেন এবং যদি তাদের মধ্যে ফোঁড়া বা চক্ষু রোগ আছে তবে যাদের চোখের ডাক্তার বা নৃতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞের সাথে দেখা করতে হবে; তাকে বিশেষজ্ঞের কাছে নিয়ে আসা হবে এবং রোগীদের পুরোপুরি সুস্থ হওয়া না পাওয়া পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

যে কোনও ব্যক্তি হাসপাতালের বাসিন্দাদের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠলে তাকে তার প্রয়োজনের ভিত্তিতে এবং রোগীদের নিয়মিত কল্যাণকে প্রভাবিত না করে অধ্যক্ষের দ্বারা আশ্রয় দেওয়া হবে। এগুলি সমস্ত প্রিন্সিপাল প্রয়োজনীয় মনে করে তার উপর ভিত্তি করে। তবে তার উচিত খোলাখুলি ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা। দুর্বল, বিবাহিত বা অপরিচিতের চেয়ে শক্তিশালী, অচেনা ব্যক্তির চেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি সে তার পছন্দ করা উচিত নয়। সমস্ত প্রতিপালকের পালনকর্তার প্রতিদান, ক্ষতিপূরণ এবং ভক্তি বাড়ানোর জন্য তাঁর সমস্ত কিছু করা উচিত।

সমস্ত হাসপাতালের গেটগুলি বিনামূল্যে সাধারণ মানুষের চিকিৎসার জন্য খোলা হয়। ধনী-দরিদ্র, দূর ও নিকটতমদের মধ্যে কোনও পার্থক্য ছিল না। হাসপাতালের দুটি বিভাগ রয়েছে: একটি পুরুষের জন্য এবং অন্যটি মহিলাদের জন্য। এছাড়াও চিকিৎসকরা ঘোরান দিয়ে কাজ করে এবং তাদের প্রত্যেকের তার নির্দিষ্ট সময় থাকে যা তাকে করতে হয় রোগীদের চিকিৎসা করার জন্য তার অফিসে থাকুন। প্রতিটি হাসপাতালে সোর্টার সংখ্যা রয়েছে:নার্স এবং সহকারীরা এবং তাদের নির্ধারিত বেতন রয়েছে। প্রতিটি হাসপাতালে ড্রিঙ্ক স্টোর নামে পরিচিত একটি ফার্মাসি রয়েছে, পাশাপাশি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান এবং বক্তৃতার জন্য অডিটোরিয়াম রয়েছে। দশ শতাব্দী আগের ইসলামী বিশ্বের হাসপাতালে এই ব্যবস্থা প্রচলিত, এটি বাগদাদ, দামেস্ক, কায়রো, জেরুজালেম, মক্কা, মদিনা, মরক্কো এবং আন্দালুসের হাসপাতালের পশ্চিমে বা পূর্বাঞ্চলের হাসপাতালগুলিতে।

ম্যারাচেক হাসপাতাল

এটি মরক্কোর অন্যতম বিখ্যাত হাসপাতাল ছিল। এটি মনসুর আবু ইউসুফ একটি অনুকূল এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যা আত্মার স্বস্তির উপায় হিসাবে কাজ করে। তিনি তার উদ্যানের গাছগুলির জন্য আদেশ দিয়েছিলেন এবং রোগীদের ঘরের জানালাগুলি জল উত্তরণের ব্যবস্থা সহ আকর্ষণীয় পদার্থযুক্ত ফলমূল বাগানের কাছাকাছি হওয়া উচিত। তিনি হাসপাতালের চত্বরে সাদা মার্বেল পুল তৈরি করেছিলেন এবং প্রতিটি রোগীর জন্য কেবল ধনী ব্যক্তিদের জন্যই নয়, পরিচিত এবং অদ্ভুত মানুষ সহ দরিদ্রদের জন্যও সকাল এবং রাতের পোশাক সরবরাহ করেছিলেন। আমাদের এখন প্রশ্ন: আমাদের হাসপাতালগুলি যদি মানবতার সেবার জন্য এই সমস্ত স্বাতন্ত্র্য এবং অগ্রগতি বজায় রাখতে পারে তবে ইউরোপে চিকিৎসা যত্ন কীভাবে হবে? তারা ছিল না

অন্ধকারে বিভ্রান্ত? এবং তারা চিকিৎসা সম্পর্কিত জ্ঞান সম্পর্কিত নির্ভুলতা এবং পরিষ্কারতা জানেন না।

ইউরোপের হাসপাতালের রাজ্য

জার্মান প্রাচ্যবিদ ম্যাক্স মায়ারহফ ইসলামিক হাসপাতালের তুলনায় ইউরোপের হাসপাতালগুলির অবস্থাটিকে উল্লিখিত হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছিলেন: প্রকৃতপক্ষে, ইসলামী দেশগুলিতে আরব হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আমাদের একটি তিক্ত ও কঠোর শিক্ষা দিচ্ছে। তখনকার ইউরোপীয় হাসপাতাল এবং আরব হাসপাতালগুলির মধ্যে একটি সহজ তুলনা করার পরে আমরা এর মূল্যকে প্রশংসা করতে পারি না। "

ডাঃ মোস্তফা আস-সিবাহি তাঁর বইতে লিখেছেন: "আমাদের সভ্যতার মাস্টারপিস: আঠারো শতক পর্যন্ত ১৭১০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত:" রোগীদের তাদের বাড়িতে বা একটি নির্দিষ্ট তলে চিকিৎসা দেওয়া হয়, যখন ইউরোপীয় হাসপাতালগুলি আগে ছিল, দয়া প্রদর্শনের নমুনা, অসহায় বা অসহায় গৃহহীনদের জন্য সদকা ও আশ্রয়। প্রকৃতপক্ষে, আমরা ইউরোপীয়দের উত্থানের আগে কমপক্ষে নয় শতাব্দী ধরে হাসপাতালে কৌশলগত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে প্রধানমন্ত্রী ছিলাম। আমাদের হাসপাতালগুলি ইতিহাসের এক অতুলনীয় মহৎ আবেগের জন্য সুপরিচিত যা ইউরোপীয়রা আজ অবধি কিছুই জানে না। "

স্বাস্থ্য অনুগ্রহ: এর প্রকার ও বিনিয়োগ: ডঃ সুলাইমান বিন জাসির আল-জাসির (০১:২৫:৪২)

কীভাবে একটি স্বতন্ত্র এনডোভমেন্ট প্রতিষ্ঠা করবেন। লিখেছেন ডঃ সুলাইমান বিন জাসির আল-জাসির (৩৭:২১)

আমাদের অন্তরঙ্গ রোজারি হ'ল রোগীর হাতের বন্ধুত্বপূর্ণ এবং নোবেল এবং তাঁর আত্মীয়

রোগী এবং তার স্বজনদের নিরাময়ের জন্য বিশেষত রাতের শেষ সময়কালে সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরজায় কড়া নাড়ানো উচিত। তাদের প্রত্যেকের আঁকতে হবে

.....

১ মিহিদাদ একটি রিংয়ের মতো ব্যবহৃত একটি ছোট ইলেকট্রনিক মেশিন যার বিভিন্ন নাম যেমন বৈদ্যুতিন রয়েছে জপমালা এবং মহিমা জপমালা

কুঁচকানো, ব্যর্থতা স্বীকার, তাঁর সামনে সিজদা করা এবং আল্লাহর শক্তি ও শক্তি ব্যতীত কোন যোগ্যতা ও ক্ষমতা নেই বলে স্বীকৃতি দিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকটবর্তী। এটি জরুরীভাবে এবং কিবলার মুখোমুখি হয়ে নামাজের সময় একাগ্রতার সাথে করা উচিত। তার উচিত আলহামদুলিল্লাহর মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করা, তারপরে নবী-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট তাঁর দোয়া কামনা করা এবং তাঁর দোয়াতে সাড়া না দেওয়ার জন্য। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরদাতা।

রোজারি এবং তার ধরণের ব্যবহারের বৈধতা

আল্লাহর নিকট প্রার্থনা বা দোয়া করার সময় গণনা করার উদ্দেশ্যে ম্যানুয়াল জপমালা সহ জপমালা, কবর বা পাথর ব্যবহার করা মুসলমানদের কোন অপরাধ নেই ?; এবং তাঁকে স্মরণ করুন তথাকথিত জপমালা, কঙ্কর বা পাথর সহ ম্যানুয়াল জপমালা, যেমন এটি জপমালা বা পাথর হিসাবে কাজ করে আল্লাহর স্মরণ গণনা এবং সীমিত রাখে।

শায়খ ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ বলেছিলেন: "আঙ্গুল দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা গণনা হ'ল নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুশীলন। তবে, এটি কঙ্কর, পাথর এবং তাদের ধরণের দ্বারা গণনা করা ভাল। সেখানে অনেক সংখ্যক সাহাবী ছিলেন, এটি করেছিলেন এবং নবী-রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে দেখলেন মুমিনদের মা আয়েশা নুড়ি দ্বারা আল্লাহর প্রশংসা করছেন। নবী (সঃ) অনুমতি দিয়েছিলেন। এছাড়া বর্ণিত আছে যে, আবু হুরায়রা আল্লাহর প্রশংসা করতে নুড়ি ব্যবহার করতেন।

তবে কিছু লোক জপমালা এবং এর পছন্দগুলি ব্যবহার করে অন্যরা এটি ঘৃণা করে তবে আপনার উদ্দেশ্য যদি এটি ব্যবহারে ভাল হয় তবে এটি সঠিক এবং অনিবার্য নয়। তবে এটি যদি কোনও প্রয়োজন ছাড়াই নিয়ে নেওয়া হয় বা ঘাড় বা কব্জি হিসাবে ব্রেসলেট হিসাবে রাখার মতো প্রদর্শন করা হয়। তাঁর অভিনয়টি হয় মানুষের কাছে প্রেরণার মতো, আধ্যাত্মিক অভ্যাসের মতো বা

.....

১ ফাতাওয়া ১৮৪০৮. মারকায ফতোয়া আত-তাবিহ লি দারাত দাহওয়া ওয়া ইরশাদ দ্বীন দ্বি উইজারাত আল-আওকাফ ওয়া শুহুন-কাতারে ইসলামিয়া

অন্তর্নিহিত লোকদের অনুরূপ। প্রাক্তনটি নিষিদ্ধ, এবং দ্বিতীয়টি কম ঘৃণিত .[১]

জপমালা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অন্য মত রয়েছে, এড়ফশ্বরের প্রশংসার মধ্যে প্রার্থনা নিয়মিত করা সর্বাধিক সহায়ক, প্রশংসা করা, আল্লাহর প্রশংসা করা মহান, তাঁর প্রশংসা, এবং হাওকালা (একাকী এড়ফশ্বরই বলবান)। এছাড়াও, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ হলেন আল্লাহর রাসূল এবং অন্যান্য উপলব্ধি প্রার্থনা যাতে মাতৃকারীর পক্ষে সর্বদা সর্বদা যথাযথ প্রশংসা সহকারে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে স্মরণ করা সহজ হয়।

ক্ষমা প্রার্থনা করার সুবিধা

ক্ষমা প্রার্থনা করার যোগ্যতা এবং যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের পুরষ্কার আমাদের মধ্যে অনেকেই জানেন। তদুপরি, আমাদের সকলের এটি বিশেষত অসুস্থদের প্রয়োজন। প্রতিটি সঙ্কট সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে, এবং তার একান্ত প্রয়োজন, যাতে আল্লাহ তার যন্ত্রণা ও যন্ত্রণাগুলি দূর করেন যা তিনি ভুগছেন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন: "তোমরা তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাঁর কাছে ফিরে এস; তিনি প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণকারী মেঘ তোমাদের উপর প্রেরণ করবেন এবং আপনার শক্তিতে শক্তি যোগ করবেন। "[২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা (তাঁর অনুসারীদের) ক্ষমা প্রার্থনা করার নির্দেশ দেন। আমি তাঁর এই বাক্যটি দিয়ে শুরু করব: "হে লোকেরা আল্লাহর নিকট তওবা কামনা করে, আমি অবশ্যই তাঁর কাছ থেকে দিনে একশবার তওবা চাইছি। " এবং -পিস তাঁর প্রতিও বলেছেন: "যারা অনেক বার খুঁজে পেয়েছিল তাদের জন্য খুশির খবর; ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের রেকর্ডে নাম" [৩]

তুবার অর্থ: ইবনে আবী থেকে ইবনে আবী তালহা বর্ণিত অর্থ: আনন্দ ও বরকত। এছাড়াও, ইক্রিমা বলেছিল এর অর্থ: তাদের যা আছে তা দিয়ে সন্তুষ্ট। দোহাক বলেছেন: সুখ তাদের জন্য। ইব্রাহিম নাখাই বলেছেন: তাদের জন্য মঙ্গল। কাতাদা আরও বলেছেন: এটি একটি আরবি শব্দ যা একজন লোক বলে: টুবা লাকা অর্থ: আপনি ভাল পেয়েছেন। তিনি অন্য বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন যে এর অর্থ: তাদের পক্ষে ভাল। তাছাড়া আলী ইবনে আবী

.....

১ মাজমুহ আল-ফাতাওয়া ২২/২০৬

২ সুরাল হুদ ভি৫২

৩ ইবনে মাজাহ ৩৮১৮

তালিব বলেছেন: কে আছর বিস্মিত হচ্ছে এবং তার সাথে পরিত্রাণ রয়েছে। তারা জিজ্ঞাসা করলেন: এর অর্থ কী? তিনি বলেছেন: ক্ষমা প্রার্থনা করছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তুবা জান্নাতের একটি গাছ। এটি একশ বছরের যাত্রা। জান্নাতের বাসিন্দাদের পোশাক তার চাদর থেকে আসে।

আমরা সকলেই জানি যে শয়তানরা কখনই রোগী এবং অন্যদের জন্য মঙ্গল কামনা করে না। সুতরাং, শয়তান মানবকে প্রলোভিত করে, তাকে বিভ্রান্ত করে, তার চিন্তাভাবনা ও মনকে হ্রাস করে এবং তার ধর্ম এবং জীবনের মঙ্গল লাভ করতে পারে এমন সব কিছু থেকে তাকে দূরে রাখে। সুতরাং, রাক্ষসরা তাদের প্রতারণা ও প্রতারনা করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা করে যাতে তারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছ থেকে নিরাময় ও পারিশ্রমিক দিয়ে নিজেদের নিরাময় করতে সক্ষম না হয়।

সেই ভূমিকাটি হ'ল আমাদের স্মরণ করা, প্রশংসা করা এবং ক্রমাগত ক্ষমা প্রার্থনা করার মতো প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে আলোকপাত করা যতক্ষণ না আমরা পরাক্রমশালী আল্লাহর কাছ থেকে পুরষ্কার ও পারিশ্রমিক পাই।

প্রভাবগুলি যা একটি ইতিবাচক প্রভাব হতে পারে এবং এটি নেতিবাচক হতে পারে। তবে, যদি সে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করে, প্রতিবার তাঁকে স্মরণ করে এবং তাঁর ক্ষমা ও সুস্থতার জন্য প্রার্থনা করে তবে সে সান্ত্বনা ও প্রশান্তি এবং আশ্বাস পাবে। সুতরাং, আমরা দেখতে পাই - আল্লাহ সেরা জানেন যে জপমালা সবার কাছে প্রচলিত ছিল। এটি আমাদের এবং রোগীকে আল্লাহ সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং প্রতিবার সদা প্রার্থনা করার জন্য, পাপ ও মন্দ কাজগুলি ধুয়ে ফেলার জন্য এটি ব্যবহার করে এবং এটি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অবিরাম স্মরণ রয়েছে। আল্লাহ কুরআনে বলেছিলেন: "এটিকে ভালোভাবে লক্ষ্য করুন যে, তিনিই তাঁর পালনকর্তা, তাঁর রায় ও তাঁর আদেশে বিশ্বাসী, অতঃপর প্রচুর স্মরণ করার জন্য তাঁর হৃদয়কে আনন্দিত করেন এবং এটি ধরণের হয়। এটি রোগী তার হাতে রয়েছে যে অনুভূত হওয়ার সময় স্মরণ করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। এর দ্বারা অন্তরটি আল্লাহর স্মরণে সংযুক্ত হয়ে যাবে হয় হয় অসুস্থতার নিরাময়ের উদ্দেশ্যে বা আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরষ্কার লাভের উদ্দেশ্যে যেখানে সেদিন সুস্থ ও অসুস্থ উভয়ই তাঁর সাথে সাক্ষাত করবে।

এটি আবদুল্লাহর শর্ত- আল্লাহ রহম করুন। তিনি ধৈর্য ও আল্লাহর রায় এবং তার নিয়তির সাথে সন্তুষ্ট ছিলেন, যা প্রত্যাশা করেছিলেন

আল্লাহ, ক্ষমা ও জান্নাত তার অসুস্থতার প্রতি ধৈর্য এবং তার প্রতিপালকের স্মরণ এবং তাঁর প্রতি অনুগ্রহ লাভের প্রতিদান হিসাবে তার পুরষ্কার হিসাবে।

আপনি তাঁর বান্দাদের সাথে পরম করুণাময় করুণাময় আল্লাহর রহমতে বেঁচে থাকুন এবং আমরা ফোরামে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর নেকী ও করুণার প্রশংসা ঘরে বসে থাকি।

ঝাপটায় ফিসফিসার প্রত্যাখ্যান ১

গুরুতর অসুস্থতায় ভুগলে একজন ব্যক্তি যখন সবচেয়ে গুরুতর পরীক্ষার মুখোমুখি হন তা হ'ল শয়তান তার কাছে আসে, সে তার কাছে ধারণার সাথে ফিসফিস করে বলেছিল যে বিচারের সন্তুষ্টির জন্য তাকে বিভ্রান্ত করা এবং এই মারাত্মক ধৈর্য ধরে ধৈর্য ধরতে হবে রহম , এবং তাকে আল্লাহর দয়া ও করুণা থেকে নিরাশ করতে প্রেরণ করুন।

ইমাম ইজু দ্বীন ইবনে আবদু সালাম সুরা নাসির তার ব্যাখ্যায় স্ফীত হওয়ার ফিসফিসার অর্থকে জোর দিয়ে বলেছেন যে 'যে ব্যক্তি নিজের সাথে কথা বলে তার ফিসফিসি আল্লাহ তাচ্ছিল্য করেছেন, কিন্তু শয়তান ছেলের হৃদয়ে ফিসফিস করে বলেছে আদম সম্পর্কে যখন সে ভুলে যায় এবং কোন মনোযোগ না দেয় তবে সে যদি আল্লাহর স্মরণ করে তবে শয়তান অদৃশ্য হয়ে যায়। আল্লাহ বলেছেন: "তবে হ্যাঁ, আমি তারাদের শপথ করে বলছি।" ২ অর্থাৎ তারাগুলি অদৃশ্য হওয়ার জন্য বা কারণ এটি নির্দেশনার বাইরে ফিসফিস করে ফিরে আসে বা নিশ্চিতভাবে ফিসফিস করে বেরিয়ে আসে।

সুতরাং, ইশ্বর আমাদের শয়তানদের পরামর্শ এবং এমনকি তাদের উপস্থিতি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করার আদেশ করেছিলেন এটি কুরআনে এসেছে: এবং বলুনঃ হে আমার রব, আমি আপনার কাছ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি

শয়তান এসে আপনার সাথে ফিসফিস করে বলতে পারে (আমি এই বিবৃতি দিয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইছি!) আপনি কেন অন্যরকম নয়, কেন এই রোগে একেবারে ভুগছিলেন? কেন আপনার জীবনে এই শিশুটি আপনার প্রিয়তম এবং সমর্থন? আপনি এবং আপনার পুত্র কি এই স্তরে এড়ফশ্বরের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়েছেন?

.....

১ এই নিবন্ধটি ২০/১২/২০১৫ এ আল-কোবাস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে
২ সূরা আত-তাক্বির ভি১৫

এই পরিস্থিতিতে আপনাকে শয়তানের বিরুদ্ধে দরজা বন্ধ করতে হবে। আপনাকে কুরআন অনেক তেলাওয়াত করতে হবে এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ করতে হবে - যার একমাত্র পুত্র ইব্রাহিম মারা গেছেন, তিনি ভয় করেননি, এবং তাঁর বিশ্বাস দুর্বল হয়ে উঠেনি তবে তিনি শান্তভাবে চিৎকার করেছেন এবং মনে মনে শোক প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তিনি তাঁর হযরত হাদীসে তাঁর পালনকর্তাকে সন্তুষ্ট করা ব্যতীত কিছুই বলেননি।

আমার দুর্দশাগ্রস্ত ভাই, আমাদের নেতা ইব্রাহিমকে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে - যিনি আপনার চেয়ে আরও বেশি যন্ত্রণায় আক্রান্ত হয়েছিলেন এবং তিনি আল্লাহর বন্ধু এবং নবীদের পিতা। অতঃপর তার পালনকর্তা তাকে পুত্রের বলিদান করতে বললেন। তিনি এবং তাঁর পুত্র তৎক্ষণাত এক আশ্বাস এবং সন্তুষ্ট হৃদয়ে তাদের পালনকর্তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন। পুত্র আল্লাহর নেয়ামতের মধ্যে রয়েছে এবং যে কোনও সময় তা গ্রহণ করতে পারে। তিনি আমার অধিকার নন এবং আল্লাহ ব্যতীত কারওই মালিক নন।

এগুলি এর অর্থ যা আপনাকে আপনার মনে আনতে হবে এবং এটির সাথে পরাজিত করতে হবে এমন কুঁচকে যাওয়া যিনি আপনাকে জাহান্নামে প্রবেশ না করা অবধি ত্যাগ করতে চান না ঈশ্বরের নিষেধ. আপনারা তাকে তাঁর অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে পরাজিত করা এবং ক্রোধে তাকে পোড়ানো ছাড়া তাকে ছাড়তে দেবেন না কারণ আপনি আল্লাহর নির্দেশে জাহান্নামের বেঞ্চের পরিবর্তে জান্নাতে একটি প্রাসাদ সুরক্ষিত করেছেন। এর কারণ সর্বশক্তিমান আল্লাহ আপনাকে ধৈর্যশীল ও চিন্তাশীল হিসাবে দেখেন যিনি তাঁকে প্রচুর স্মরণ করেছিলেন, সম্ভবত আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন।

হে আল্লাহ, আমাদের কাছ থেকে কুঁকড়ে যাওয়া হতাশার ফিসফিসার কথা বলে দিন এবং আপনাকে যা খুশী করে তার বিষয়ে আমাদের মন স্থির করুন এবং আমরা যখন আমাদের মনের সাথে থাকলেও মরতে চাইলে শাহাদাকে বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি।

ধর্মীয় জ্ঞান এবং রাষ্ট্রবিরোধ প্রতিরোধে এর প্রভাব এবং রোগীর উপর ফিসফিসি

আল্লাহ বলেছেন: "এবং যখন তাদের কাছে সুরক্ষার কোন খবর আসে বা তারা এটিকে বিদেশে ছড়িয়ে দেয়; এবং যদি তারা তা রসূলকে এবং তাদের মধ্যে কর্তৃত্বকারীদের কাছে উল্লেখ করত, তবে তাদের মধ্যে যারা এর জ্ঞান সন্ধান করতে পারে

এটি যদি জেনে থাকত এবং যদি তা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর রহমত না হয় তবে আপনি অবশ্যই শয়তানকে অনুসরণ করতে পারতেন এক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতীত "[১]

নিশ্চয় আল্লাহ আমাদেরকে বিদ্রোহ ও দুর্দশার সময়ে জ্ঞান, বুদ্ধিমানদের কাছে ফিরে আসার নির্দেশ দিয়েছেন। এর কারণ হ'ল প্রবণতা, অস্থিরতা এবং খরাজাসের লোকদের জন্য শয়তানের সবচেয়ে বড় ষড়যন্ত্র হ'ল শয়তান তাদের অনুরাগীদের অনুসরণ করে সাজায় এবং তাদের মাথা বেঁধে দেয়। তিনি তাদের ধর্মকে ভুল বোঝাতে দিয়েছিলেন এবং তাদের ঃযবশ্বরের কাছে ফিরে আসতে দেন না পন্ডিতদের পাছে তারা এগুলি দেখতে পাবে এবং তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করবে এবং তাদের লবর্ষা এবং বিভ্রান্তিতে থাকবে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন: "এবং আকাঙ্ক্ষার অনুসরণ করো না, যাতে তা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করে না;" [২]

শয়তানের ফিসফিসি রোগীর জেদ এবং বিশ্বাসকে বাড়িয়ে তোলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ

এছাড়াও, আল্লাহ মুমিনকে শয়তান ও কুফরের ফিসফিসির মাধ্যমে পরীক্ষা করবেন যা তাঁর মনের ভাবকে বিস্মিত করবে যেমন সাহাবীগণ বলেছিলেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমরা প্রত্যেকেই তাঁর মনের মধ্যে অনুভব করি যে সে আকাশ থেকে পৃথিবীতে পতনকে কী পছন্দ করে? এটা বলার চেয়ে। নবীজী বলেছেন: এটি সুস্পষ্ট বিশ্বাস। অন্য বর্ণনায়: কী বলতে বড়। নবী বলেছেন: প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি শয়তানের চতুরতা ফিসফিসার দিকে ঘুরিয়ে দেন, অর্থাৎ ফিসফিসির ঘটনাকে ঘৃণা করে এবং হৃদয় থেকে রক্ষা করে, এটি একটি সুস্পষ্ট বিশ্বাস। এটি যোদ্ধার মতো যার শত্রু তার কাছে এসেছিল এবং শত্রুকে পরাজিত না করা পর্যন্ত সে নিজেকে রক্ষা করে। এটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য একটি সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রাম এবং স্পষ্ট।

অবশ্যই এটি সরাসরি হয়ে যায় কারণ তারা সেই রাক্ষসীদের ফিসফিসিংগুলিকে ঘৃণা করে এবং তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেয় তখন বিশ্বাস খাঁটি হয়ে যায় .[৩]

.....

১ সূরা আল-নিসা ভি ৮৩
২ সূরা সাদ ভি২৬
৩ মাগমুহ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ৭/২৮২

যখনই কোনও ব্যক্তি জ্ঞান এবং উপাসনার প্রতি আগ্রহী এবং অন্যের চেয়ে তার উপর শক্তি বৃদ্ধি করে তখন তার আগ্রহ এবং ইচ্ছা আরও শক্তিশালী হবে এবং ফলস্বরূপ হবে যে আল্লাহ তাকে শৈতান থেকে রক্ষা করবেন এবং যার দ্বারা তিনি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারেন তা হ'ল শয়তান বিজয়ী হবে তার.

এছাড়াও, একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে শারীরিকভাবে তার দুর্বল অবস্থায় বিবেচনা করা হয় এবং এই পরিস্থিতি তাকে আবেগগতভাবে দুর্বল হতে পরিচালিত করবে এবং এটি তাকে অন্যের চেয়ে শয়তানের ফিসফিসি এবং বিভ্রান্তিকরাকে মেনে নিতে দিতে পারে। এই পরিস্থিতিতে, শয়তান তাকে বিভিন্নভাবে চিকিৎসা ও নিরাময়ের বিভিন্ন উপায়ে অসুখী পথ অবলম্বন করবে যা ইসলামী ধর্মীয় শিক্ষাগুলি থেকে দূরে রয়েছে এবং পাশাপাশি তার অসন্তুষ্টি উন্নতি করে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর গন্তব্য থেকে বিরক্তিকর হবে।

এই সমস্ত চিন্তাভাবনা মূলত শয়তানের, মনুষ্যকে দুঃখ দেওয়ার জন্য, এবং তাকে যন্ত্রণা ও উদ্বেগের সাথে জর্জরিত করে কারণ শয়তান তার পুরানো বিরোধী হিসাবে মানুষের শত্রু হিসাবে পরিচিত। তিনি আদম এবং তার নাতি-নাতনিদেরকে বিভ্রান্ত করার শপথ করেছেন, তাই তিনি তাদেরকে হেদায়েত ও সঠিক পথ থেকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। তবে তিনি কি এতে সন্তুষ্ট? আমি আল্লাহর কসম খেয়েছি তিনি নন, কারণ তার শত্রুতা ঘৃণা ও হিংসার ভিত্তিতে ছিল। শয়তানের বক্তব্যের বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন: "তুমি যাকে ধূলা থেকে সৃষ্টি করেছ, আমি কি সেজদা করব?"

অতএব, তার শত্রুতা পুরানো এবং মূলের, এবং লক্ষ্য স্পষ্ট। শয়তানের অপমান ও প্রলোভনের অনেক ব্যবস্থা এবং উপায় রয়েছে।

শয়তান মানুষের ইচ্ছা দুর্বল করতে ব্যবহার করার উপায়গুলির অংশগুলি

- নামায পরিত্যাগ, তাদের ছেড়ে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরে যাওয়া
- ফিসফিস এবং কঠোর চিন্তাভাবনা
- নিদ্রাহীন, অনিদ্রা, উদ্বেগ এবং দুঃস্বপ্ন

.....

১ সূরা আল-ইস্রা ১৬১

- রোগীকে এমন খাবার খাওয়া থেকে বিরত রাখা যা অসুস্থতা নিরাময়ে সহায়তা করতে পারে
- মানসিক এবং শারীরিক ক্লান্তি
- পাপ প্রলুব্ধ
- আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ
- যাদুকর এবং যাদুকরদের তাড়া
- মন্দকে সাজিয়ে তোলা এবং রোগীর পক্ষে বিপথগামী করার পদ্ধতি সহজ করা যতক্ষণ না সে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি তাঁর অনুরাগকে দুর্বল করে দেয়।

শয়তানরা নিয়মিতভাবে এই উপায়ে রোগীদের কাছে আসে যতক্ষণ না তাদের মনস্তাত্ত্বিক, শারীরিক এবং বিশ্বাসের শক্তি দুর্বল হয়ে যায়, তাই তারা তার প্রতি তাদের আস্থা এবং মানসিক দুর্গ হারাতে থাকে। শয়তান তাদের জয়লাভ করার চেষ্টা করে এবং তার আকাঙ্ক্ষার আদেশ দেয় এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ তার প্রতিক্রিয়া জানায় এবং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাদের রক্ষা করেন। যে ব্যক্তি শয়তানের জালে পড়ে সে তার মনস্তাত্ত্বিক পরাজয়ের সাথে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে আটকাবে এবং তার সাথে চিকিৎসা করা এবং তার অবস্থা আরও খারাপ করা কঠিন হবে। আল্লাহ আমাদেরকে প্রকাশ্য ও গোপন অশুভ আক্রমণ থেকে রক্ষা করুন।

প্রকৃতপক্ষে একজন সত্যিকারের মুসলমানের দৃঢ় ইচ্ছা থাকা উচিত, কারণ তিনি জানেন যে সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছা যাদুকর, অবাধ্য ও ভূতদের মধ্যে রয়েছে। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন: "এবং আপনি সন্তুষ্ট হবেন না আল্লাহ ব্যতীত, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, জ্ঞানী;" সুতরাং, একজন মুসলমানের এমন উপায় খুঁজে পাওয়া উচিত যা তাকে শয়তানের ইচ্ছার জন্য আত্মসমর্পণ করতে সহায়তা করবে না। স্পর্শ করে এবং কষ্ট চালিয়ে যাওয়ার দ্বারা তাঁর আত্মা জয় করা পর্যন্ত তাঁর অপেক্ষা করা উচিত নয়। ভুক্তভোগী পরবর্তী সিস্টেমগুলি অনুসরণ করে তার ইচ্ছাটিকে শক্তিশালী করতে পারে যা রোগীদের স্বজনদের তাদের দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং তাদের সহায়তা করা উচিত:

আত-তেসবিহ, আত-তাহলিল (আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই), এবং ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা করা) এবং ফিসফিসগুলি অদৃশ্য হওয়া অবধি অব্যাহতভাবে আল্লাহর স্মরণে এবং মুমিনগণ সর্বশক্তিমান আল্লাহর তাকওয়াতে ফিরে যায় এবং পাপ থেকে দূরে রাখা সহ অনেক আনুগত্য। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন: "এবং

.....

১ সূরা আল ইনসান ৩০

যে ব্যক্তি (তার প্রতি কর্তব্য) সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করবে সে তার জন্য একটি আউটলেট তৈরি করবে "এবং তিনি বললেন:" এবং যে আল্লাহকে ভয় করে সে তার পক্ষে তার কাজ সহজ করে দেবে। "[২]

ইবনে কাইয়িম রহ। রহ.-এর ভবিষ্যদ্বাণীক ওষুধে বলেছেন: "অসুখের সবচেয়ে বড় চিকিৎসা হ'ল সদকা করা, সদকা করা, আল্লাহর স্মরণ করা, প্রার্থনা, প্রার্থনা এবং অনুশোচনা, এই সমস্ত জিনিস অসুস্থতা নিরাময়ে প্রভাবিত করে, এবং তাদের নিরাময় প্রাকৃতিক ওষুধের 'চেয়ে বেশি, তবে তারা আত্মা এবং এর গ্রহণযোগ্যতা অনুসারে কাজ করে, সেগুলিতে বিশ্বাস করে এবং তাদের সুবিধাগুলিও যোগ করে ""

হে আমার অসুস্থ বন্ধু, আমি আপনাকে এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কাজগুলি করার পরামর্শ দিচ্ছি:
- ভূতদের দ্বারা আরোপিত একটি মানসিক, মানসিক এবং মানসিক প্রতিবন্ধকতাগুলির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং অবাধ্যতার ঘোষণা।
যাদু এবং স্পর্শ দিয়ে-বিভ্রান্তি, আপনার আত্মাকে কুরআন তিলাওয়াত দ্বারা দখল করুন
-যুক্ত বক্তৃতা, প্রার্থনা বৃত্ত, পরিবারের সাথে মেলামেশা এবং দরকারী বই পড়া যা আপনাকে আপনার অসুস্থতা ভুলে যেতে দেবে।
- শয়তান চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে স্থির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এবং ধৈর্য, যুদ্ধ (আত্মা) এবং বুদ্ধিমানভাবে ঘটনাগুলির লড়াইয়ের ব্যতীত এটি ঘটতে পারে না।

কিছু রোগী বিশ্বাস করেন যে শেখের প্ররোচনা ব্যতীত এগুলি পুরোপুরি নিরাময় করা সম্ভব নয়। সুতরাং, তাদের মন যেমন একটি দুর্বল ব্যক্তির সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। এই লোকদের অবশ্যই আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে এবং তাঁর উপর ভরসা করতে হবে। আরোগ্যকারী একাই আল্লাহ। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি প্লেগ সৃষ্টি করেছিলেন এবং যিনি যখন চান যখনই এটি সরিয়ে ফেলতে পারেন। সুতরাং, প্রশংসিত ডাক্তার শেখ কারও রোগ নিরাময় করতে পারবেন না এবং নিরাময় করার ক্ষমতাও রাখেন না, তবে তাঁর বক্তব্যকে বিশ্বাস ও সত্যায়িত করে সর্বশক্তিমান আল্লাহর কিতাব থেকে তেলাওয়াত করা উচিত: এবং আমরা কুরআন থেকে অবতীর্ণ করেছি যে

.....
১ সূরা আত-তালাক ৬২
২ সূরা আত-তালাক ৬৪

যা নবম্বরবাবৎমানদারদের জন্য নিরাময় ও রহমত এবং এটি কেবল অন্যায়কারীদের ধ্বংসের যোগ করে [১]

আমরা কতবার শুনেছি যে এতক্ষণের ডাক্তার শেখ তার সাথে ঘটে যাওয়া কোনও স্বাস্থ্য সমস্যার পরে অসুস্থ? নাকি তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি গতকাল রোগীদের নিরাময় করছিলেন !! যদি তার নিরাময় করার ক্ষমতা থাকে তবে সে কেন নিজেকে চিকিৎসা করতে পারে না? এর অর্থ এই নয় যে আমাদের কাউকে পর্দার জন্য জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় কারণ নবম্বরবাবৎমানদার মা আয়েশা তাঁর শেষ অসুস্থতায় চিকিৎসা করার জন্য নবীকের হাতে কুরআন আয়াত থেকে রুকিয়া পাঠ করতেন। এছাড়াও, এমন কিছু পরিস্থিতি রয়েছে যা সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করার পরে সদর্থক ও অভিজ্ঞতার লোকদের দ্বারা ব্যবহার করে তা বিতরণ করা যায় না। মুয়াজ বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয় শয়তান মানুষের একটি নেকড়ে ভেড়ার নেকড়ের মতো, এটি দূরবর্তী ও পেরিফেরিয়াল ছাগলকে ধরেছে। সুতরাং, চর্চা থেকে সাবধান থাকুন এবং দলকে আঁকড়ে থাকুন, সর্বজনীন, এবং মসজিদ। "[২]

এখান থেকে, এই বিষয়ের সংক্ষিপ্তসার যা যথেষ্ট ব্যাখ্যা দরকার, এই কয়েকটি পৃষ্ঠার কাগজে প্রকাশ করা যায় না। যার যার ধর্মীয় জ্ঞান রয়েছে সে সমস্ত অসুস্থতা কাটিয়ে ওঠার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে এবং আল্লাহ্ এর রায় ও নিয়তিতে সন্তুষ্ট হৃদয়ে তাঁর কষ্টের জন্য ধৈর্য্য দান করবে। অতএব, সে তার ধর্মকে হারাবে না বা শয়তানের পথ অনুসরণ করবে না যারা তাকে সরল পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে চায় এবং তাকে আল্লাহ যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই উচ্চ প্রতিদান পেতে দেয় না।

আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রশংসা করি যা আমাদের এমন একটি পুত্র প্রদান করেছিলেন যা আল্লাহর আদেশ ও বিচারে সন্তুষ্ট ছিল এবং আল্লাহর করুণা থেকে বিরক্তি বা হতাশ না হয়ে বিভিন্ন উপায়ে বৈধ উপায়ে তাঁর আচরণকে অনুসরণ করেছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন যে দীর্ঘজীবী হওয়া আল্লাহর হাতে। শয়তান আমার সন্তানের মনে যা খুশী তা থেকে তাকে বিভ্রান্ত করার কোন উপায় খুঁজে পায় না

.....

১ সূরা আল-ইসরাহ ৪৮২

২ আহমাদ হাদিস ২২১০০৭

আল্লাহ। আল্লাহ তাকে ক্ষমা ও যথাযথ প্রতিদান দিয়ে তাঁর ধৈর্যের প্রতিদান দিন। হে আল্লাহ তাকে পরম জান্নাতে কবুল করুন এবং আল-কাউসার নদী থেকে আপনার বন্ধু মোস্তফা-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত থেকে পান করুন। এছাড়াও, আমাদেরকে দুর্দশা থেকে বাঁচান যাতে আমরা প্রশংসার ঘরে তাঁর সাথে দেখা করতে পারি।

সত্যিকারের জন্মের বিজ্ঞপ্তি ... একটি ফোন বার্তায় [১]

এই বার্তাটি মৃত্যুর নোটিশে যা আছে তার জন্য আমি বিশেষ, যা আমি নতুন সন্তানের সম্পর্কে সঠিক তথ্য বলে বিবেচনা করেছি কারণ এটি আল্লাহর রহমতে এবং তাঁর রহমত বুদ্ধির দ্বারা একটি প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হয়েছিল ঢ়ৎধরংব

গল্পটি শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরের সাতাশীর প্রথম দিকে যখন প্রিয় আবদুল্লাহি মারা গেলেন। আল্লাহ তায়ালা করুণা করুন।

আমরা তাঁর পুরো পরিবারের সদস্যরা তাঁর সাথে তাঁর শেষ মুহূর্তগুলিতে রাত কাটিয়েছি এবং তাঁর আত্মার প্রতি তার ও তারুণ্যের মঞ্চে দুঃখের কারণে আমাদের প্রাণীরা তাঁকে অনুসরণ করে চলেছে, যাইহোক সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য হোক।

যখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর আদেশের আদেশ দিয়েছিলেন, এবং কেউ তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে না আমি পরিবারের সমস্ত সদস্যদের তাঁর মৃত্যুর বিষয়ে যথাযথ চিঠি না লিখে তার মৃত্যু সম্পর্কে কাউকে না বলার জন্য বলেছিলাম। তাঁর মৃত্যুর সংবাদ বহনকারী এটি কেবল একটি ঐতিহ্যবাহী বার্তা নয়, কারণ আমাদের কাছে আবদুল্লাহর অবস্থান অন্যদের থেকে আলাদা।

তিনি আমাদের উপযুক্ত মূল্যবান দাবিদার যে তার সাথে আমাদের মান মেলে। তারপরে, আমি সেই মুহূর্তে আমার অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এবং আমাদের সকলের আবেগের মধ্য দিয়ে আল্লাহ আমাকে কী আশীর্বাদ করেছিলেন তা লিখতে আমি কয়েক মিনিট অপেক্ষার ঘরে বসে রইলাম। তারপরে, আমি পরিবারের অন্য সদস্যদের এবং বন্ধুদের জানাতে এটি আমার প্রবীণ ভাই (নাসির) এর কাছে দিয়েছি ঃড় আমি তখন আশা করিনি যে কয়েক ঘন্টার মধ্যে এটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিটি কোণে পৌঁছে যাবে। আল্লাহ জানেন যে সামাজিকভাবে এই বিস্তারের মাধ্যমে পরিবারের পক্ষে অনিচ্ছাকৃতভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ছিল

.....

১ নিবন্ধটি ৬/১২/২০১৫ এ অ্যালকোবাস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে

যোগাযোগ এবং এই নৈতিক শক্তিটি ঘটেছে বন্ধু আবদুল্লাহর গোপনীয়তার জন্য।

ময়নাতদন্তের চিঠির পরীক্ষা নীচে, যা জন্মের আসল যোগাযোগ হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল, এটি নিম্নরূপে লেখা হয়েছে: "আবদুল্লাহর জন্য তিনি তাঁর পিতামাতার প্রশংসা করার ঘর বলে একটি বাড়ি নির্মাণের জন্য তিনি যা চেয়েছিলেন, তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা হোক। যেমনটি আমাদের প্রভু তাঁর নবীর মাধ্যমে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

এটি আবু সিনান রিপোর্ট করেছেন:
আমি আমার ছেলে সিনানকে কবর দিয়েছিলাম, আর আবু তালাহ আল-খাওলানী কবরের তীরে বসে ছিলেন। আমি চলে যেতে চাইলে তিনি আমাকে আমার হাত ধরে বললেন: 'হে আবু সিনান! আমি কি আপনাকে কিছু সুসংবাদ দেবো না!' । বললেন: 'অবশ্যই।' তিনি বলেছিলেন: 'আদদাহক বিন আবদুর-রহমান ইবনে আরজাব আমাকে আবু মুসা আল-আশআরি (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:' বান্দার (আল্লাহর) সন্তান মারা গেলে আল্লাহ ফেরেশতাদের বলেন: তুমি কি আমার চাকরের প্রাণ নিয়েছ? শিশু তারা হ্যাঁ উত্তর। "আপনি কি তাঁর কাজের ফল নিয়েছেন?" তারা জবাব দেয়: "হ্যাঁ। " সুতরাং তিনি বলেছেন: "আমার দাস কী বলেছিল?" তারা জবাব দেয়: "তিনি আপনার প্রশংসা করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে আপনার কাছে প্রত্যাবর্তন। " সুতরাং আল্লাহ বলেছেন: "আমার বান্দার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করুন এবং নামটির প্রশংসা করুন। "

আমি আমার পালনকর্তার কাছে আমার সঠিক প্রত্যাশা নিয়ে আত্মবিশ্বাসী যে তিনি আমাকে এবং আবদুল্লাহর স্বাগত রাখবেন

করুণাময়ী মা উমু আবদুল্লাহ আল্লাহর প্রতিশ্রুতি, রহমত এবং তাঁর অনুগ্রহে এবং পরে, আমরা আমাদের সকল বন্ধুবান্ধব এবং আবদুল্লাহ বন্ধুরা যারা প্রার্থনা করে এবং তাদের আন্তরিক ও উদার অনুভূতি দিয়ে ত্যাগ করি তাদের হোস্ট করব। আমরা তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে প্রশংসার ঘরে আমরা অবশ্যই সেই সভায় তাদের ভুলব না।

কিছুক্ষণ আগে, আল্লাহ তাকে ও আমাদেরকে সম্মানিত করেছিলেন, আপনার সময় অনুসারে ধৃত-হিজার শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটায় কুয়েতে আপনার সময় অনুসারে।

আবদুল্লাহ তার অসুস্থতা এবং চিকিৎসার সমস্ত পর্যায়ে যে সুবিধামতটির সাথে মিলিত হয়েছিল তার মাহাত্ম্যের বিবরণ না দিয়ে আমি আপনাকে জানাব, তার চিকিৎসা সহজ ছিল

এবং অতুলনীয় যা তাঁর আসল ব্যক্তিত্বের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যা আপনি আমার প্রশংসা ছাড়াই সঠিকভাবে জানেন। এমনকি তিনি পরম করুণাময় হিসাবে পাপগুলির প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে অগ্রাধিকার পেতে এবং তাঁর অনুমতি, অনুগ্রহ এবং উদারতার সাথে তার গ্রেডগুলি বাড়ানো ব্যতীত তিনি ভোগেননি। আল্লাহ পরম করুণাময়। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সমস্ত মহাবিশ্বের রব। যেভাবেই হোক আল্লাহর প্রশংসা হোক। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি লোকেরা এমনকি প্রতিকূলতারও প্রশংসা করেন। "আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং তাঁর কাছেই আমরা ফিরে যাব। "

বা দয়াবান পিতা বা মাতা যে তাঁর জন্য প্রার্থনা করে

প্রাথমিকভাবে, এটি পাঠকের কাছে দ্ব্যর্থহীন হবে যে এটি ব্যাকরণগত ত্রুটি বলে মনে করবে, পিতামাতারা পুত্রকে প্রতিস্থাপন করেছেন তবে এটি বোঝানো হয়েছে।

আমার প্রিয় পুত্র আবদুল্লাহ যখন মারা গেলেন, আপনি আমাকে দেখেছিলেন যে মৃত্যুর পরে তার অধিকারগুলি ন্যায়নিষ্ঠভাবে এবং প্রেমের সাথে সম্পাদন করার লক্ষ্য রেখেছিলেন এবং যখনই আমি একা বসে থাকি, তখন আমার ভাবনায় আসে, নবীজির প্রচলিত ঃৎধফরঃরড়হতিহ্য যা বলে "যখন একজন মানুষ মারা যায়, তার ফাইলগুলি তিনটি বন্ধন ব্যতীত বন্ধ থাকবে; একটি অবিচ্ছিন্ন দাতব্য প্রদান, তিনি প্রচার করেছিলেন এমন এক জ্ঞান বা একটি পুণ্যপুত্র তার জন্য প্রার্থনা করছেন [২]

তাই আমি উদ্বিগ্ন হয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করলাম, এমন এক পিতার কী, যার পুত্র মারা গিয়েছিল; ইসলাম কি তাকে কোন অনুগ্রহ দেয়, সুতরাং তার ফযীলত তার জীবনের আগে শেষ হবে না, যেমনটি বিপরীত হবে না?

নিঃসন্দেহে আল্লাহ উপকারী, করুণাময় এবং ঠিক যেমন তিনি তার অধিকারের কাউকে অস্বীকার করবেন না যেমন তার পিতার পুত্র মারা গিয়েছিলেন, তেমনি এইরূপে তার বাবার গুণাবলীর বিকাশ ও অগ্রগতি অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়। এটি বিশ্বাস করা হয় যে এই জাতীয় পিতাকে পিছনে ফেলে রাখা তার অধিকারকে অস্বীকার করা হবে না

আল্লাহর ন্যায্যতার আরেকটি দৃশ্য হ'ল তিনি রসূলকে প্রমান সহ প্রেরণ করেছিলেন যার মধ্যে ন্যায়বিচার রয়েছে, যেমনটি তিনি কুরআনে বলেছিলেন: আমরা আমাদের প্রেরণ করেছি।

.....

১ এই নিবন্ধের অংশ ১৪/১২/২০১৪ এ আল-কাবাস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে

২ মুসলিম থেকে বর্ণিত, কিতাবু ওয়াসায় নং ১৩৬১

লোকদের ন্যায়বিচার বজায় রাখতে সক্ষম করার জন্য গ্রন্থ ও স্কেলটি তাদের মধ্যে যেমন প্রকাশিত হয়েছিল তেমনি প্রমাণের সাথে আপনাদের কাছে মেসেঞ্জার করুন [১]। সুতরাং কোনও ছেলের তার মৃত পিতার জন্য প্রার্থনা করা এবং বিপরীত মামলার মধ্যে পার্থক্য যুক্তিসঙ্গত হবে না। অতএব, আল্লাহ পিতা এবং পুত্র উভয়কে একই সুযোগ প্রদান করেছিলেন কারণ তিনি একটি পরমাণুর আকারের জন্যও অন্যায় করবেন না।

পরিস্থিতি ক্রমবর্ধমানভাবে আমার চিন্তায় পরিণত হয়েছে যে আমি কীভাবে আমার ছেলের বন্ধুরা যারা তার মৃত্যুর পরে পরিদর্শন করব যেমন আমি তাদের মধ্যে আমার পুত্রকে কল্পনাপ্রসূতভাবে দেখি, তাই আমি তাদের সম্মান করি, তাদের সাথে এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঐতিহ্যের সাথে মিল রেখে বসে থাকি "সত্যই, উত্তম গুণাবলীর মধ্যে উত্তম ব্যক্তিরা উত্তরাধিকারী পিতার দ্বারা প্রিয় ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা"? [২] এছাড়াও উত্তরাধিকারী মালিক বিএন রাবিয়াহ আস-সাইদী সম্পর্কিত আরও একটি ঃৎধফরঃরড়হতিহ্য যিনি বলেছিলেন যে "যখন আমরা আল্লাহর রাসূলের সামনে বসেছিলাম শান্তি ও দোয়া। আল্লাহর উপর সালামাহর এক বংশধর এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, মৃত্যুর পরে আমি আমার পিতামাতার মাপকাঠির জন্য কোন ফযীলত চেষ্টা করব? তিনি হ্যাঁ বলেছিলেন, তাদের জন্য প্রার্থনা, ক্ষমা প্রার্থনা, তাদের প্রত্যাশা পূরণ, পরিবারের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং তাদের বন্ধুদের সম্মান জানিয়ে [৩]। সুতরাং, কোন পিতা তার ছেলের উত্তরাধিকার রক্ষা করে এবং তার বন্ধুদেরও সম্মান করে তার পুরষ্কার কী হবে?

এই পুণ্য দ্বারা, আমি বিশ্বাস করি যে আমি এমন একটি সমস্যায় গবেষণা করেছি যা এই প্রতিক্রিয়াগুলির দ্বারা সমাধান করা হয়েছিল যা আমার মন এবং অন্যান্য মানুষের মনকে বিশ্রামে রাখে। এটি সত্যই রহমতের ধর্ম ইসলামকে চিত্রিত করেছে যে একজন পিতা তার ছেলের মৃত্যুর জন্য সর্বদা দুঃখ বোধ করবেন না তবে পূর্ববর্তী ব্যাখ্যা প্রমাণের কারণে খুশী হবেন না যা অনুসরণে সীমাবদ্ধ নয়।

১। পিতা বা মাতা বা জীবিতের জন্য তাঁর পিতার প্রার্থনাটির উত্তর ভবিষ্যদ্বাণী ঐতিহ্যের সাথে মিল রেখে দেওয়া হবে যা এইভাবে পড়ে: "তিন প্রার্থনার অবশ্যই উত্তর দেওয়া হবে একজন যাহা নিপীড়িত ব্যক্তির প্রার্থনা দ্বারা অন্য একজন মুসাফির দ্বারা এবং

.....

১ সূরা আল-হাদীদ ভি৩৫

২ মুসলিম হাদীস ২৫৫২ এবং বুখারী হাদীস ৩৬৬৪

৩ আবু দাউদ হাদিস ৫১৪২ এবং আহমদ হাদীস ৩৬৬৪

অন্য এক সন্তানের জন্য একটি বাবা দ্বারা "এল। প্রার্থনাটি বলেছিল যে বাবা সীমাবদ্ধ ছিল না কারণ এটি মৃত বা জীবিত ছেলের জন্য প্রার্থনার মধ্যে পার্থক্য করে না। যখন এইরকম শিশু তার পিতার জীবিত প্রার্থনার প্রয়োজন হবে, চোখের জল ফেলবে, করুণাময় আল্লাহকে ভয় করবে, তার ছেলের ত্রুটিগুলি তাকে ক্ষমা করবে, তাকে জান্নাত দান করবে এবং স্বর্গীয় কুমারী হিসাবে বিবাহ করবে ধষড়হব তিনি যখন স্নিগ্ধ যুগে বেঁচে ছিলেন তখন বিয়ে করতে পারেননি।

২. মৃত ব্যক্তিকে উপকারের প্রার্থনা কেবলমাত্র তার মৃত পিতার জন্যই নয় কেবল সমগ্র মুসলমানদের জন্যই প্রার্থনা করা সীমাবদ্ধ নয়, যেমন হ'ল আদেশ দেওয়া হয়েছে বা যারা পুনরুত্থানের দিন পর্যন্ত কাটিয়েছেন। এটি নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারা সমর্থিত "এবং এরপরে যারা বলবেন: হে আমাদের রব, আমাদের এবং যারা আমাদের পূর্বে বিশ্বাসের উপর মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং মুমিনদের প্রতি আমাদের ঘৃণা রাখবেন না, হে আমাদের রব, অবশ্যই আপনিই সবচেয়ে যত্নশীল ও করুণাময়, [২]

সুতরাং, সন্দেহজনক হবে না যে একটি শব্দ "দয়ালু সন্তান" পুরুষ এবং মহিলা লিঙ্গকে একত্রে অন্তর্ভুক্ত করে, যে মাতা-পিতা বা আত্মীয়স্বজন হোক না কেন মৃতকে ভালবাসে। শাইখ আবদুল আজিজ আবদুল্লাহর মতামত রয়েছে যে পিতা যার পুত্রের উপরে থাকেন, তার সন্তানের প্রার্থনা এবং সমগ্র মুসলমানদের দ্বারা উপকৃত হবে, এমনকি যদি তার ভাইয়েরা তার জন্য প্রার্থনা করে বা তার পক্ষে সদকা প্রদান করে তবে তা তার কাছে পৌঁছে যাবে। চএকজন দয়ালু সন্তানের উপর ঃৎধফরঃরড়হতিহ্যের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, অন্য কোন মুসলিম, আত্মীয় ইত্যাদি দ্বারা প্রার্থনাটি ইমাম সাবকি বলেছেন, "সীমাবদ্ধতার কারণ হ'ল সন্তানের প্রতি আগ্রহী হওয়া এবং তাকে তার পিতামাতার স্মরণের গুরুত্ব শেখানো, সুতরাং তিনি জীবন্ত বিষয়গুলিতে বিভ্রান্ত হবে না, যেমনটি তার পিতার জন্য প্রার্থনা করার জন্য সর্বোত্তম অবস্থানে রয়েছে "[৪]

৩। একজন মানুষকে তার ধর্মীয় ভাইয়ের প্রতি গুণাবলি হ'ল একটি সৎকর্ম যা শিক্ষা দেয় " এবং আমাদের অন্য অর্থগুলির সাথে বরং গোপনেও নিজেকে আঘাত করা উচিত নয় ধষংড়

.....

১ ছহীহ ও দোয়েফ ইবনে মাজাহ হাদীস ৩৮৬২ আল-আলবানী দ্বারা প্রমাণিত

২ সূরা আল-হাশর ভি৫

৩ শেখ বিন-বাজ এর অফিসিয়াল সাইটটি দেখুন //: www.Binbaz.org.sa/mat/113832

৪ আত-তানভীর শারিহ্ আল-জামি সাগীর ভি.২, পি.২০৮

প্রতিটি ঃৎধফরঃরড়হতিহ্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। উদাহরণস্বরূপ, যখনই আমরা ইমাম মুসলিমের সাথে সম্পর্কিত ঃৎধফরঃরড়হতিহ্যের মধ্য দিয়ে যাই: "প্রকৃতপক্ষে সর্বাধিক সর্বাধিক গুণগুলি হল যখন কোনও ব্যক্তি তার পিতার প্রিয়জনদের সাথে সম্পর্ক রাখে", এটি কেবলমাত্র নামাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং যদি বিপরীত ক্ষেত্রে হয় তবে এমনকি স্ত্রীর জন্য স্বামীর প্রার্থনার অবস্থান কী হবে? এমনকি নবী তাঁর স্ত্রী খাদিজার বন্ধুবান্ধবদের প্রতিও দয়াবান বলে পরিচিত ছিলেন, যেমন আয়িশা-বর্ণনা করেছেন: আমি যখন ম্যাসেঞ্জার স্ত্রীদের মধ্যে থাকতাম তখন লবর্ষা দেখি না। খাদিজা যার পাশে ছিল আমি কখনও দেখিনি, তবে নবী তাঁর নাম উল্লেখ করে তাকে স্মরণ করতেন, ছাগল কে টুকরো টুকরো করে কাটা হত এবং খাদিজার বন্ধুদের কাছে অনুদান হিসাবে প্রেরণ করা হত এবং আমি তাকে বলব: মনে হয় খাদিজাহ ব্যতীত অন্য কেউ পৃথিবীতে নেই, তারপরে তিনি বলবেন: তিনি খুব বিশিষ্ট এবং আমার তার থেকে সন্তান রয়েছে "[১]

পূর্ব-বর্ণিত ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর প্রতি স্বামীর গুণকে বোঝায়, তবে তার পিতার সন্তানের জন্য প্রার্থনা করার কী হবে? এমন বাবা যে বয়সের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তার সন্তানের বন্ধুদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করবে। সুতরাং, ভারসাম্য পয়েন্টটি হ'ল মৃতদের স্মরণে রাখার জন্য এবং তাদের জন্য চ্যাটেবল ভিত্তি স্থাপনের গুরুত্ব প্রদর্শন করা।

৪। তার সন্তানের প্রার্থনার মাধ্যমে যে পিতার অধিকার দান করা হয়েছিল তা সুস্পষ্টভাবে জানা যায়, তবে যার বাচ্চা তার পিতার জন্য জীবিত প্রার্থনা করতে পারে না বলে তার আগেই মারা গিয়েছিল, আল্লাহ পিতাকে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে, ধৈর্য ধারণ করে এবং এইরূপ গণনা করে মুক্তি দিয়েছেন। পূর্বনির্ধারিত হিসাবে এতে আল্লাহ পিতাকে একটি স্বর্গের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে প্রশংসার ঘর হিসাবে। সুতরাং, ইসলামের পক্ষে আল্লাহর প্রশংসা করুন; শিশুকে মুমিনদের মধ্যে গণনা করা এবং পিতাকে জান্নাত প্রদান করা

.....

১ বুহারী হাদীস ৩৮১৮ তিরমিসিয় হাদীস ৩৮৭৫ এবং আহমাদ হাদীস ২৬৩৭৯

সম্পদ উৎস আবিষ্কারঃ আমি একজন কোটিপতি [১]

ব্যাংকগুলির আর্থিক ক্ষমতা এবং সম্পদের পরিমাণের উপর নির্ভর করে মানুষকে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণিতে শ্রেণিভুক্ত করার একটি রেওয়াজ রয়েছে যা আমেরিকান একটি ম্যাগাজিন বার্ষিক বিশ্বজুড়ে বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তিদের তালিকা প্রকাশ করত এবং এর মাধ্যমে তাদের সম্পত্তি উপস্থাপন করে যা অর্জন করে মানুষের মনোযোগ এবং স্বপ্ন।

শারীরিক সম্পদ হ'ল মৌলিক স্বপ্নগুলির মধ্যে একটি, কারণ কেউ কেউ কল্পনা করার পরে অর্থ এবং সোনার অর্থ সম্পদ জমে থাকার পরে তারা চোখ বন্ধ করে রাখে। এমন কল্পনা এমন উদ্যোগগুলিতেও সাধারণ যে বিতর্ক রাখে যাতে লোকেরা লটারি জিততে সক্ষম হয় বা তাদের কাছে হেরে যায়।

যখন আপনি মানব প্রকৃতি নির্ধারণ করেন তখন এটি অস্বাভাবিক নয়, যেমন নবী বলেছিলেন: "যদি কোন ব্যক্তি সোনার একটি বিল্ডিংয়ের মালিক হয় তবে সে অন্যটির দিকে তাকাবে এবং মাটি ব্যতীত তাকে সন্তুষ্ট করা হবে না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন। " [২]

মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির বেশিরভাগ কাজ সম্পদ এবং সম্পদের কারণে হয়েছিল, এমনকি বেশিরভাগ বিশ্বযুদ্ধও অতীতে এবং বর্তমানে জাতির সংস্থান দখল করার চেষ্টা করার কারণে হয়েছিল।

আমার পুত্র আবদুল্লাহর মৃত্যু লটারির কারণে একটি নমুনা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং লোকেরা তাদের হারানো সম্পদের জন্য তাদের জন্য প্রার্থনা করছিল না বরং ইসলামিক বিশ্বের হাজার হাজার মানুষ তাকে ভালবাসত বলেই ছিল। কেউ কেউ তাঁর পক্ষ থেকে দান-খয়রাত আদায় করার পরে কেউ কেউ তীর্থযাত্রার চেষ্টা করার কারণে তাঁর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করছিলেন। অন্যান্য ব্যক্তিরা তাঁর পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানাতে পাঠ্য প্রেরণ চালিয়ে যান এবং কীভাবে ধৈর্য বজায় রাখতে হয় তা শিখিয়েছিলেন, কুরআনের আয়াত এবং ঃৎধফরঃরড়হতিহ্য থেকে প্রাপ্ত গ্রন্থগুলি অসুস্থদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, কারণ অন্যান্য দল সিফিলিস রোগ থেকে মৃত ব্যক্তিকে নিরাময় করার জন্য নির্দিষ্ট কিছু আয়াত পাঠ করে। এই লোকগুলির মধ্যে যারা আমাকে এবং আমার পুত্রকে আমার পরিবারের সদস্যদের পড়াবৎরহমঁকে রাখার জন্য প্রার্থনার প্রতি মনোনিবেশ করেছিলেন, যদিও আমরা কখনও দেখা করি নি এবং তাদের কাজটি কেবল তাদের বয়স হিসাবে সন্তানের মৃত্যুর প্রতি সহানুভূতি বোধ করবে।

কেবল আমার ফোনে পাঠ্য প্রেরণা নয়, অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমেও যা রোগের মাত্রা প্রকাশ করে, সেখানে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য মানুষের প্রার্থনা প্রার্থনা করে,

.....

১ এই নিবন্ধের অংশ ১৫/৩/২০১৫ আল-কাবাস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে

২ বুখারী হাদীস ৬৪৩৬ এবং মুসলিম হাদীস ১০৪৮

অতঃপর তাঁর মৃত্যুর পরে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, আমার আবেদন ও জ্ঞান ব্যতীত।

হায় আল্লাহ, এটি সত্যিকারের ভাগ্য যা অন্যের সাথে তুলনা করা যায় না কারণ আমি সেই লোকগুলিকে ইতিবাচকভাবে ভালবাসার অনুভূতি পেয়েছি কারণ তারা আমার কাছ থেকে কোন ধন্যবাদ বা পুরস্কার ফিরিয়ে দেয় না, কারণ তারা ভেবেছিল যে আমি সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকব অসুস্থতা এবং এর বেদনাগুলির চিকিৎসা করার সময়, মৃত্যু, দাফন এবং শোকের ঘটনাগুলিকে একা ছেড়ে দিন। এই সমস্তগুলি যা প্রিয় ব্যক্তির মৃত্যুর পরে তার চারপাশের মানুষ ছাড়া অন্য কারও মনকে খুব ব্যস্ত রাখবে।

আল্লাহর নিকট থেকে আমার প্রত্যাশা হ'ল লোকদের সাথে তাঁর সম্পর্ককে আরও উন্নত ও সত্য করে তোলা, কারণ সত্যই "ইসলাম ধর্মের সুসম্পর্ক রয়েছে" এই উক্তিটি বেশ কয়েকটি কুরআনের আয়াত এবং ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ঃৎধফরঃরড়হংতিহ্যকে অন্তর্ভুক্ত করে যা সুসম্পর্ক শিক্ষা দেয়। এর একটি উদাহরণ সর্বশক্তিমান আল্লাহর বাণী: "নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে ন্যায়বিচার, দয়া, স্বজনদের দান করার আদেশ দেন এবং নৃশংসতা, নিষিদ্ধ কাজ ও অন্যায় কাজকে ন্যস্ত করেন, তিনি আপনাকে উপদেশ দেন, যাতে আপনি সর্বদা স্মরণ করেন" .. নবীর বাণী এটি কি "মানুষের সাথে ইতিবাচকভাবে সম্পর্কিত" এবং অন্যান্য আয়াত এবং ঃৎধফরঃরড়হতিহ্য একই শিক্ষা দেয়।

আমি আল্লাহর কাছ থেকেও আমার কাছে আশা করি যে আমার গুণাবলীর মাত্রাগুলি তাঁর প্রতি আমার বিশ্বাস রাখবে যা আমাকে তাঁর জান্নাতে নিয়ে যাবে, আবু আল-আসওয়াদ আদ-দুওয়াল্যীর বিবৃতি অনুসারে যে বলেছিল: "আমি মদিনায় হিজরত করেছি যেখানে সেখানে ছিল মহামারীবিজ্ঞানের রোগ এবং আমি উমর বিন আল-খাত্তাবের পাশে বসেছিলাম, যখন একজন মৃত ব্যক্তিকে বহন করা হয়, যখন ক্যারিয়ার তাঁর প্রশংসা করতে থাকে এবং উমর বলেন: এটি পরে নিশ্চিত হয়, বাহক তাঁর প্রশংসা করতে শুরু করার সাথে সাথে আর একজন মৃত ব্যক্তিকে বহন করা হয়েছিল, যখন উমর বললেন: এটি নিশ্চিত হয়েছে তবে তৃতীয় বাহক যিনি তাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তাকে দেখা গেছে যে তিনি মারা গিয়েছিলেন তাদের সাথে আপত্তি জানাতে গিয়ে উমর বলেছেন: এটি নিশ্চিত হয়ে গেছে। আমি পরে জিজ্ঞাসা করলাম: হে মুমিনগণের রাষ্ট্রপতি ও যা নিশ্চিত হয়েছে, তিনি বলেছেন: আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন যে বলেছেন: "যে কোন মুসলিম সাক্ষী এবং চারজন লোক তার সৎকর্মের বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাত দান কর, তাতে আমরা বললাম: তিনজনের কী? তিনি বললেনঃ

.....

১ সূরা-আন-নাহল ভি ৯০

২ আহমাদ হাদিস ২১৩৫৪ এবং তিরমিসিয় হাদিস ১৯৮৭

হ্যাঁ তিন দ্বারা, আমরা পরে বলেছিলাম: দুজনের কী? তিনি বলেছিলেন: হ্যাঁ দু'জনেই এবং আমরা তাকে একটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিনি [১]

তম মনে করল যে যে কেউ আমাকে এই বিপদগ্রস্থে যোগ দিয়েছিল এবং আমাকে সাহায্য করবে, যতক্ষণ না আমি তা কল্পনা করতে পারি না তবে আল্লাহর অনুগ্রহ হিসাবে তাদের পুরষ্কার পরিমাপ করা যায় না, কারণ এটি মানুষের ভালবাসার সম্পদ যা আল্লাহর ভালবাসায় উৎসাহিত হয়, কারণ যখন সে কাউকে ভালবাসে, তখন সে ভালবাসা তাঁর প্রাণীদের মনে রাখবে।

এটি সম্পর্কিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "নিশ্চয়ই যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি ফেরেশতাকে জুব্রিল বলেছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ এই বান্দাকে পছন্দ করেন এবং আপনারাও তাকে ভালবাসতেন, সুতরাং যুব্রিল স্বর্গের জীবকে ডেকে বলবে: আল্লাহ এই বান্দাকে ভালবাসেন এবং আপনারা সবাই তাকে ভালবাসেন এবং তারা তাকে ভালবাসবে, আর পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীও তাকে ভালবাসতে শুরু করবে "[২]

মানুষের অন্তর থেকে যে মূল্যবোধ প্রবাহিত হচ্ছে তা সত্যই আল্লাহর ভালবাসা প্রকাশ করা ছাড়া কিছুই করছে না যা শীর্ষ এবং স্থায়ী সম্পদ যা হ্রাস পাবে না এবং এটিকে অন্য কোন সম্পদের সাথে তুলনা করা যায় না।

সেই অ্যাকাউন্টে, আমি নিজেকে এই পৃথিবীতে কোটিপতি এবং এই জাতীয় অর্থেরূপে বিবেচনা করি যে আমি পরকালের ধনী লোকদের মধ্যে থাকব। সুতরাং বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করুন।

যখন মানুষ মারা যায় তার কাজের প্রতিদান তিনটি জিনিস বাদে শেষ হয়
শায়খ মুহাম্মদ রতিব আন-নাবিলসি (১৪:১৮)

.....

১ বুহারী হাদীস ১৩৬৮
২ বুহারী হাদিস ৩২০৯ এবং মুসলিম হাদীস ২৬৩৭

স্বীকৃতি এর লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে [১]

করুণা আল্লাহর হাতে।

তিনি তাঁর বান্দাদেরকে সুসংবাদ দান করেন।

তিনি এটিকে তাঁর সমস্ত প্রাণী ... মানুষ ও প্রাণীজগতে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

আর এ সমস্ত অনুগ্রহ আল্লাহর রহমতের এক শতাংশের বেশি নয়। এবং জনগণের অনুরোধগুলির গ্রহণযোগ্যতাও এই বিস্তৃত করুণার একটি অঙ্গ যা সমস্ত বিষয়কে আচ্ছন্ন করে। এর মধ্যে রয়েছে মানুষ, জ্বিন, প্রাণী, নির্জীব এবং আরও কিছু। সম্ভবত, সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে মহান, তাঁর কাছ থেকে গ্রহণযোগ্যতার নিদর্শন দিয়ে সুসংবাদ দিয়েছেন। এটি আল্লাহর নিদর্শন, সবচেয়ে বেশি সন্তুষ্টি এবং সুবিধা

নীচে গ্রহণযোগ্যতার কয়েকটি লক্ষণ রয়েছে যা আমি লক্ষ্য করেছি যে আল্লাহর অনুগ্রহে আবদুল্লাহর পক্ষে সহজ ছিল -আল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -

প্রথম: - জনগণের আওয়াজ এবং তাঁর জন্য তাদের প্রার্থনা: আমার মনোযোগ অনেক প্রার্থনার প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল যা আবদুল্লাহর অসুস্থতার সময়ে এবং তাঁর মৃত্যুর পরে দোয়া করা হয়েছিল - আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন। তাঁর পরিবার ও বন্ধুবান্ধবদের জন্য তাঁর জন্য দোয়া করা স্বাভাবিক, তবে যারা আমাকে তাঁকে চিনতেন না তাদের পক্ষে ভাল কাজ, ভালোবাসা এবং মানুষের জন্য শুভ কামনা এবং দুঃখে শামিল হওয়ার অনুভূতির জন্য তারা আমাকে অবাক করে দিয়েছিল যদিও তারা না জানার জন্য ক্ষমা করে দিচ্ছেন আবদুল্লাহ বা তার পরিবার-পরিজনের কেউ আল্লাহ রহম করুন- তবে তারা কেবল একই উৎস থেকে না এসেও পুরস্কার ও পারিশ্রমিকের প্রত্যাশা করেছিল।

তারা আব্দুল্লাহর মা এবং আমি এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের এবং বন্ধুদের কাছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যে পরিমাণে আমি সাড়া দিতে পারছি না তার কাছে অনেক চিঠি পাঠিয়েছিল

.....

১ এই নিবন্ধটি ১১,১২ এবং ১৪ অক্টোবর, ২০১৫-তে আল কোবাস ম্যাগাজিনে তিনটি সিরিজে প্রকাশ করেছে

তাদের কারণ আমি তাঁর মৃত্যুর পরেও তার যত্ন নিতে বন্ধুদের সাথে ব্যস্ত ছিলাম। অন্যদিকে, আমি পরিস্থিতিটির অজুহাত এবং প্রশংসা স্বীকার করি।

সুতরাং সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তার প্রশংসা করুন। আমি মনে করি না যে আমার সর্বশক্তিমান স্রষ্টা, পরম করুণাময়, করুণাময়, দাতা তাদের প্রার্থনায় তাদের হতাশ করবেন। তাদের মধ্য থেকে অনেক আন্তরিক প্রার্থনা রয়েছে যা গ্রহণযোগ্য হবে এবং যথেষ্ট হবে! আল্লাহর ইচ্ছা।

দ্বিতীয়: তাঁর জন্য দান করা সুবিধার্থে: আল্লাহর প্রশংসা ও সাফল্যের দ্বারা আবদুল্লাহ অসুস্থতার সময় এবং মহৎ ভবিষ্যদ্বাণীমূলক হাদিসে লিপিবদ্ধ হওয়ার পরে অনেক রহমত ও চিকিৎসা পেয়েছিলেন যে: "আপনার রোগীদেরকে সদকা দ্বারা চিকিৎসা করুন।" এবং অন্যান্য হাদীস যে আমাদের রয়েছে অনিষ্ট রোধে সদকা করার পুণ্য সম্পর্কিত নিবন্ধগুলির সিরিজে উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত এটি বিবরণ এবং উল্লেখ উল্লেখ করার মতো নয় পুরস্কার ও পারিশ্রমিকের উদ্দেশ্যে এবং সদকা দানকারীদের উদ্দেশ্যে নামগুলি, তবে যা আমাকে মুগ্ধ করেছিল তার পক্ষ থেকে সদকা প্রদান করছিল ... তবে সমস্ত কিছুর উপর আল্লাহর ক্ষমতা রয়েছে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর রায় ব্যতীত আর কিছুই হবে না যে আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। উপকারী তারা এটি আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য করেছিল এবং সত্যই একটি ভাল উদ্দেশ্য প্রদর্শন করেছিল যাতে দরিদ্র ও মিসকীনরা তাদের দ্বারা উপকৃত হয়।

সম্ভবত, এই দানের পুরস্কার তাঁর জন্য মহান আল্লাহর সামনে সংরক্ষিত হয়েছে কারণ তারা এটি তাঁর জন্য করেছিল এবং আমরা সকলেই জানি যে, যার উদ্দেশ্য ভাল রয়েছে তার জন্যই উদ্দেশ্য লেখা হয়েছিল এবং এটি ইবাদতের অন্য কাজ। এটি একটি প্রার্থনা, যদি এটি যদি মহান আল্লাহর কাছে আন্তরিক মন থেকে আসে; হয় এটি গৃহীত হবে, বা সম্ভাব্য পুরস্কারের উপর অবস্থান বাড়াতে ব্যবহৃত হবে বা হানাফির শিখানো স্কুলে বর্ণিত সম্ভাব্য মহাকর্ষের পাপ ক্ষমা করার জন্য ব্যবহৃত হবে।

তৃতীয়: তাঁর বেহালফে আট তীর্থযাত্রা করা তাঁর জন্য আল্লাহর রহমত এবং সাফল্য হ'ল তিনি, পবিত্র ধুল হিজার তৃতীয়টিকে তাঁর মৃত্যুর সময় হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন

.....

১ আল-মুজাম কবির ১০১৯৬

এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র থেকে তার পরিষ্কার শরীর নিয়ে গিয়ে কিছুদিনের জন্য কিছু সরকারী প্রক্রিয়া করার পরে তাকে সপ্তমীতে সমাধিস্থ করা হয়েছিল।

যারা তীর্থযাত্রা করতে চেয়েছিলেন তারা পবিত্র ভূমিতে গিয়েছিলেন তাই তাদের পক্ষে প্রিয় আবদুল্লাহকে সর্বোত্তম উপহার প্রদান করা সহজ ছিল - মায়া আল্লাহর রহমত - যখন সম্মানিত পুরুষ ও মহিলা তাদের পক্ষ থেকে এর জন্য অনুরোধ না করে তাঁর পক্ষ থেকে তীর্থযাত্রা করেছিলেন এমনকি তারা ফিরে আসার আগ পর্যন্ত আমরা এটি সম্পর্কে জানতাম না। হয়তো তাদের মধ্যে থাকা অন্য একটি গ্রুপ আমাদের না জানিয়েও একই কাজ করেছে।

এটি খুব সুন্দর যে হজযাত্রায় যাত্রার কারণে অনেক হজযাত্রী কবরস্থানে বা সান্ত্বনা দিতে না পারার জন্য আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন এবং আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই এবং বিনা দ্বিধায় বলেছিলাম: আল্লাহ আপনাকে মঙ্গল করুন। কোনটি বন্ধুর পক্ষে উত্তম - আল্লাহ আমার রহম করুন-তাঁর জন্য কুয়েতের সুলাইবখাত সমাধিস্থলে ধুল হিজার সপ্তমীতে বা তার জন্য আরাফার চত্বরে নবমীতে নামাজ আদায় করা? সময়, স্থান এবং ইভেন্টের ক্ষেত্রে মূল্য এবং ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে দুটির মধ্যে কোনও তুলনা নেই। অনেক তীর্থযাত্রী আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে তারা তাদের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে তাঁর জন্য প্রার্থনা করার জন্য তাদের সমস্ত সময় ব্যয় করেছিল। আমরা তাদের ধন্যবাদ জানাই - আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম গ্রহণ করুন এবং তাদের প্রতিদান দিন।

সম্ভবত তাদের আবেগ, পটভূমি, আনুগত্য এবং ভালোর জন্য ভালবাসার জন্য এর উদ্দেশ্যগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, আবদুল্লাহকে জানার অন্তর্ভুক্ত - আমার আল্লাহ তাঁর প্রতি করুণা করুন - তাদের অনুভূতি যে তাঁর ভাইবোনদের মধ্যে তিনিই একমাত্র পুত্র যিনি সম্প্রতি স্নাতক বয়সে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক হন একটি ভাল রেকর্ড সহ যা তার চারপাশের প্রত্যেকেরই জানা। এটি অতিরঞ্জিত বা পক্ষপাতহীন, প্রশংসা করুন এবং আল্লাহর প্রশংসা করুন।

চতুর্থ: আল্লাহর রায়ে সন্তুষ্টি ও তৃপ্তি। বন্ধু আবদুল্লাহর গ্রহণযোগ্যতা তাঁর অসুস্থতার জন্য তাঁর প্রতি করুণা বোধ করুক - সম্ভবত এটি গ্রহণযোগ্যতার আলামত কারণ তিনি রাগ করেন নি, এবং তিনি আল্লাহর রায় ও তার ভাগ্যের প্রতি বিরক্তি পোষণ করেন নি যখন তিনি জানতেন যে তিনি তার সাথে ভুগছিলেন। তার শরীরের সবচেয়ে কঠিন অংশগুলির মধ্যে একটি রোগ, এটি তার গর্ত

মস্তিষ্ক আমেরিকান হাসপাতালে সমস্ত রোগীদের চিকিৎসার জন্য পেশাদার দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া সত্ত্বেও তিনি তার অসুস্থতার বিবরণ এবং তার জীবনের সুযোগ শেষ হওয়ার সম্ভাবনা সহ ডাক্তারদের অকপটে স্বীকার করেছেন; এবং একঘেয়েমি ছাড়াই সত্য এবং বাস্তবতাকে গ্রহণ করা। হতে পারে এটিও গ্রহণযোগ্যতার লক্ষণ। আল্লাহ সর্বজ্ঞ জানেন এবং সমস্ত কিছুর জন্য আল্লাহর প্রশংসা।

পঞ্চম: চিকিৎসা ও মৃত্যুতে দারুণ স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধাদি। আমি এখনও তাঁর চিকিৎসার দুর্দান্ত সুবিধাকে স্মরণ করছি গআল্লাহ্ করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটি তার অসুস্থতার প্রথম আবিষ্কার এবং এক সপ্তাহের মধ্যে সান ফ্রান্সিসকো বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার মধ্যবর্তী ব্যবধান ছিল, এটি তুলনামূলকভাবে পর্যাপ্ত পর্যায়ে। সবচেয়ে বড় সুবিধাপ্রাপ্তকারীদের মধ্যে একজন হলেন যে কুয়েতে তাঁর বিশেষায়িত ডাক্তাররা হাজার হাজার আমেরিকান হাসপাতালের মধ্যে আমাদের জন্য এই বিশেষ হাসপাতালটি মস্তিষ্কের টিউমার শল্য চিকিৎসার জন্য বিশেষায়িত একটি দুর্দান্ত মেডিকেল সেন্টার হিসাবে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই চিকিৎসকরা জানেন না যে তারা কখন এই হাসপাতালটি বেছে নিয়েছিলেন; এমন এক শহর যেখানে তাঁর বোন এবং তার স্বামী একটি ডেন্টাল ফেলোশিপের জন্য পড়াশোনা করছিলেন। দু'জনেই সেখানে স্থির হয়ে শহরটি জানতেন। সুতরাং, তারা আমাদের জন্য অপরিচিত হওয়ার এবং ঝামেলা শূন্য থেকে বাড়ির সন্ধানে এবং হাসপাতালে যাতায়াত নেওয়ার ক্ষেত্রে বড় সমস্যাটি সহজ করেছে। এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তারা যে চিকিৎসা ব্যাকগ্রাউন্ড করেছিল তা কেবল আমাদের জন্য চিকিৎসকদের সাথে যোগাযোগ সহজতর করেনি তবে তারা চিকিৎসার বিবরণগুলিও বুঝতে পেরেছিলেন। আমি শপথ করছি, চিকিৎসা কর্মী এবং প্রিয় আবদুল্লাহর সাথে যারা আচরণ করে তাদের সহযোগিতা ব্যতীত এটি একটি দুর্দান্ত সুবিধা ছিল - হাসপাতালের অভ্যন্তরে এবং বাইরেও আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন।

এটি একটি স্বস্তি ছিল যে তিনি চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে এবং এই ধরনের মামলার পরিণতিতে নির্যাতনের অভিজ্ঞতা বা প্রিয়জনদের মধ্যে কোনওরকম লাঞ্ছিত হননি। চিকিৎসার অসুবিধাগুলি যা প্রায়শই বহু বছর সময় নেয়, তার অসুস্থতা, চিকিৎসা এবং মৃত্যুর সময়টি পাঁচ সপ্তাহ সময় নেয়নি, কারণ আমাদের আরও দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রস্তুত ছিল, চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুসারে।

এমনকি তাঁর ও অন্যান্য জীবনের জন্য বিশদ জীবনের বিষয়গুলি এমনই ছিল তাঁর পরিবারের সদস্যরা, আমরা অতিরঞ্জনহীনভাবে সহজ এবং নোট সরলকরণের সংমিশ্রণ ছাড়াই ছিলাম যে মজাদাররা অবশ্যই জানবেন যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তিনিই যিনি আমাদের জন্য এই সমস্ত সরলকরণ করেছেন।

আমলে গ্রহণের স্বাক্ষর
শাইখ সালাহ আল-ম্যাগামিসি (১:২২)
অর্জনের উপায় এবং গ্রহণযোগ্যতার লক্ষণসমূহ
শেখ মুহাম্মদ রতিব আন-নাবলিসি (১৪:০১)

শুভ স্বপ্নগুলি ভাল পরিণতির প্রতিশ্রুতি দেয়

সম্ভবত যা আত্মাকে সন্তুষ্ট করে তা হ'ল আল্লাহর ঘন ঘন স্বপ্ন-প্রশংসা যা আমি বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে পেয়েছি যারা তাদের স্বপ্নের মধ্যে প্রিয় আবদুল্লাহকে তাদের স্বপ্নগুলিতে বিভিন্ন উপায়ে একটি ভাল চেহারায় দেখেছিলেন। এটি আমাকে এই দরকারী বইয়ের বিষয়বস্তুতে এই তথ্যগুলি যুক্ত করতে বাধ্য করে। আল্লাহর ইচ্ছা।

স্বপ্নগুলি উপলব্ধি এবং বিশ্বাস যা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার বান্দার হৃদয়ে ঘুমের সময় রেখেছিলেন, যে কোনও ভাল স্বপ্নই আল্লাহর কাছ থেকে আনন্দিত হয় এবং খারাপটি একটি বিভ্রান্ত দুঃস্বপ্ন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘুমের মধ্যে তাঁর যা কিছু দেখেছিলেন এবং এর ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা করেছেন সে সম্পর্কে তাঁর সাহাবীদের জানাতে আগ্রহী ছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন: "সত্যিকারের স্বপ্ন ব্যতীত আমার পরে তাদের কোন ভবিষ্যদ্বাণী হবে না।"

এছাড়াও একটি সহীহ হাদীসে তাঁর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কিয়ামত নিকটবর্তী হলে একজন মুমিনের স্বপ্ন বেশিরভাগই মিথ্যা হতে পারে। সত্য সত্যই সেই ব্যক্তির মধ্যে দেখা যাবে যিনি নিজেকে বক্তব্যে সবচেয়ে সত্যবাদী, কারণ একজন মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গি হল ভবিষ্যদ্বাণীটির পঞ্চাশতম ভাগ। স্বপ্নগুলি তিন প্রকারের: একটি ভাল স্বপ্ন যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এক ধরণের সুসংবাদ; মন্দ স্বপ্ন যা যন্ত্রণা সৃষ্টি করে তা হ'ল শয়তানের কাছ থেকে; এবং তৃতীয়টি হ'ল নিজের মনের পরামর্শ; সুতরাং যদি আপনার কেউ স্বপ্ন দেখে

.....
১ আবু দাউদ ৫০১৭

যা সে পছন্দ করে না যে সে উঠে দাঁড়াবে এবং প্রার্থনা করবে এবং তার সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া উচিত নয় এটি মানুষের কাছে.. এবং যদি মনে হয় যে সত্যই দর্শনটি তার মালিকের জন্য একটি পুণ্য এবং তাই তারা এটিকে একটি ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে বর্ণনা করেছে কারণ এটি অদৃশ্য বিষয়টির পূর্বাভাস দেয় যা আল্লাহ নবীদেরকে দোয়া করেছিলেন।

এটি পরিষ্কার যে ভাল স্বপ্ন হ'ল আনন্দদায়ক এবং আন্তরিক দৃষ্টি নয় যা বেশ কয়েকটি কারণে ভাল বা মন্দ নিয়ে আসে:

১। হাদীসে বর্ণিত যে এটি সুসংবাদের একটি অংশ তা ইঙ্গিত দেয় যে এটি ভাল আসে। এটি তাদের মতামত যাঁরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে ভাল যে এটিতে সুখ বা সতর্কতা রয়েছে কারণ সতর্কতার বিপরীতটি সুসংবাদ দিচ্ছে। সুতরাং, এটি দেখা উচিত নয় যে হাদীস দ্বারা বর্ণিত ভাল দৃষ্টিটিকে অনুকূল স্বপ্নগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে (যা ভাল সঙ্গে আসে) কারণ এটির বিপরীতটিও রয়েছে।

২। রাসূলের হাদীস -পিস - তিনি বলেছেন: "ভবিষ্যদ্বাণীটির সুসংবাদ থেকে আর কিছুই বাদ যায়নি, তবে উত্তম দর্শন যা আল্লাহর একজন ধর্মপ্রাণ বান্দা দেখেন বা অন্য কাউকে তাঁর জন্য দেখা হয়।" ২। তাঁর জন্য এই ভাবটি প্রকাশ করা হয়েছিল 'ইঙ্গিত দেয় যে যা বোঝানো হয়েছিল তা ছিল একটি ভাল দর্শন।

৩। সত্য স্বপ্নটি কাফেরের সাথে যেমন ঘটেছিল তেমনি মুসলিমদের মধ্যেও ঘটে।

মিশরের রাষ্ট্রপতি যে অবিশ্বাসী ছিল তার স্বপ্ন সম্পর্কে সূরা ইউসুফের মধ্যে কুরআন ও হাদীসের কিছু বিখ্যাত উদাহরণ নীচে দেওয়া হল। "এবং রাজা বললেন: অবশ্যই আমি সাতটি চর্বিযুক্ত গাভী দেখতে পাচ্ছি যা সাতটি চর্বিযুক্ত মানুষ খেয়ে ফেলেছিল; এবং সাতটি সবুজ কান এবং (সাত) শুকনো: হে মহারাজ! আপনি যদি স্বপ্নটির ব্যাখ্যা করতে পারেন তবে আমার স্বপ্নটি আমার কাছে ব্যাখ্যা করুন [৩]"

.....

১ মুসলিম হাদিস ২২৬৩

২ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত মুসলিম হাদীস ৪৭৯

৩ সূরা ইউসুফ ৬৪৩

যা সে পছন্দ করে না যে সে উঠে দাঁড়াবে এবং প্রার্থনা করবে এবং তার সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া উচিত নয় এটি মানুষের কাছে.. এবং যদি মনে হয় যে সত্যই দর্শনটি তার মালিকের জন্য একটি পুণ্য এবং তাই তারা এটিকে একটি ভবিষ্যদ্বাণী হিসাবে বর্ণনা করেছে কারণ এটি অদৃশ্য বিষয়টির পূর্বাভাস দেয় যা আল্লাহ নবীদেরকে দোয়া করেছিলেন।

এটি পরিষ্কার যে ভাল স্বপ্ন হ'ল আনন্দদায়ক এবং আন্তরিক দৃষ্টি নয় যা বেশ কয়েকটি কারণে ভাল বা মন্দ নিয়ে আসে:

১। হাদীসে বর্ণিত যে এটি সুসংবাদের একটি অংশ তা ইঙ্গিত দেয় যে এটি ভাল আসে। এটি তাদের মতামত যাঁরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে ভাল যে এটিতে সুখ বা সতর্কতা রয়েছে কারণ সতর্কতার বিপরীতটি সুসংবাদ দিচ্ছে। সুতরাং, এটি দেখা উচিত নয় যে হাদীস দ্বারা বর্ণিত ভাল দৃষ্টিটিকে অনুকূল স্বপ্নগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে (যা ভাল সঙ্গে আসে) কারণ এটির বিপরীতটিও রয়েছে।

২। রাসূলের হাদীস -পিস - তিনি বলেছেন: "ভবিষ্যদ্বাণীটির সুসংবাদ থেকে আর কিছুই বাদ যায়নি, তবে উত্তম দর্শন যা আল্লাহর একজন ধর্মপ্রাণ বান্দা দেখেন বা অন্য কাউকে তাঁর জন্য দেখা হয়।" ২। তাঁর জন্য এই ভাবটি প্রকাশ করা হয়েছিল 'ইঙ্গিত দেয় যে যা বোঝানো হয়েছিল তা ছিল একটি ভাল দর্শন।

৩। সত্য স্বপ্নটি কাফেরের সাথে যেমন ঘটেছিল তেমনি মুসলিমদের মধ্যেও ঘটে।

মিশরের রাষ্ট্রপতি যে অবিশ্বাসী ছিল তার স্বপ্ন সম্পর্কে সূরা ইউসুফের মধ্যে কুরআন ও হাদীসের কিছু বিখ্যাত উদাহরণ নীচে দেওয়া হল। "এবং রাজা বললেন: অবশ্যই আমি সাতটি চর্বিযুক্ত গাভী দেখতে পাচ্ছি যা সাতটি চর্বিযুক্ত মানুষ খেয়ে ফেলেছিল; এবং সাতটি সবুজ কান এবং (সাত) শুকনো: হে মহারাজ! আপনি যদি স্বপ্নটির ব্যাখ্যা করতে পারেন তবে আমার স্বপ্নটি আমার কাছে ব্যাখ্যা করুন [৩]"

.....

১ মুসলিম হাদিস ২২৬৩

২ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত মুসলিম হাদীস ৪৭৯

৩ সূরা ইউসুফ ৷৪৩

ভবিষ্যদ্বাণীটির পরে থাকা ভাল দৃষ্টিভঙ্গি এবং এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি শুভ স্বপ্ন

এই স্বপ্নটি ভবিষ্যদ্বাণীটির একটি অংশ। খাঁটি হাদিসে; "ভবিষ্যদ্বাণীটির কিছুই ভাল দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই" তারা জিজ্ঞাসা করেছিল, "ভাল দর্শনগুলি কী?" তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "সত্যিকারের ভাল স্বপ্নগুলি, একজন লোক দেখেছে বা তাকে দেখার জন্য তৈরি করেছে। "

নিঃসন্দেহে, একজন বিশ্বাসী ভাল স্বপ্নের মাধ্যমে আনন্দ লাভ করে তবে সে যেন এটিকে অলসতার ভিত্তিতে কাজ করে না এবং সাফল্য এবং ভাগ্যের কারণগুলি সন্ধান না করে এবং তাকে সৎকাজের জন্য লড়াই করতে হবে এবং মন্দকে রক্ষা করতে হবে। এছাড়াও, রহশ্বরের মধ্যে দৃ রিঃয.তার সাথে পরিস্থিতি পরিচালনা করার জন্য তাকে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনাগুলি বিকাশ করতে হবে। স্বপ্নটি সত্য হতে পারে তবে এটি ভুল ব্যাখ্যা বা অপব্যবহারের দ্বারা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। তাকে জানতে হবে যে চিন্তার এবং পরিশ্রমের ব্যাখ্যাটি সত্য বা মিথ্যা হতে পারে কারণ এটি নির্দিষ্ট নয়। অতএব, এজন্য তার অহংকার করা উচিত নয়। আল্লাহই ভাল জানেন।

ইমাম মালিক বলেছেন: স্বপ্ন আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারে বা আঘাত করতে পারে। আবদুল্লাহ, আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন; সেই বন্ধুরা আপনাকে আপনার সুন্দর স্বপ্নের মধ্য দিয়ে দেখেছিল সেই ভাল অবস্থা নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট। মানার আল-ক্বারী শেরিহ মুক্ততাসার ছহীহ আল-বুখারী হাদীসে বর্ণিত নবীর বক্তব্যের অর্থটি প্রকাশিত হয়েছিল: "যদি তোমাদের মধ্যে কারও ভাল স্বপ্ন থাকে যা সে পছন্দ করে, তবে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়েছিল এবং তার জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ দিতে হবে এটি (কারণ এটি একটি আশীর্বাদ নিয়ে আসে) এবং তারপরে অন্যকে বলুন (যাদের তিনি ভালবাসেন এবং বিশ্বাস করেন) .... "কারণ আবু কাতাদা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে স্বপ্ন সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন:" যদি একটি ভাল স্বপ্ন থাকে তবে সে সন্তুষ্ট বোধ করতে পারে তবে তা উচিত নয় যাকে তিনি ভালবাসেন তাকে ছাড়া অন্য কাউকে তা প্রকাশ করুন। [১]

রাসূল-পিসকে স্বপ্নে স্বপ্ন দেখেছেন

প্রামাণ্য হাদীসগণ নবীকে স্বপ্নে বিশেষত ভাল লোকের কাছ থেকে দেখার সম্ভাবনা নিশ্চিত করেছেন কারণ শয়তান তাকে অনুকরণ করতে পারে না -

.....

১ বুহারী হাদীস ৬৯৯৪

তার-. এই হাদীছগুলির মধ্যে একটি হ'ল: "যে আমাকে স্বপ্নে দেখেছিল, সে আমাকে দেখেছিল, কারণ শয়তান আমার রূপ ধরে নিতে পারে না। " [১]

স্বপ্নে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে দেখার সম্ভাবনা

শাইখ ইসলাম ও ইবনে তাইমিয়া বলেছেন:লোকটি তার রবকে স্বপ্নে দেখতে পারে এবং তার সাথে কথা বলতে পারে; এটি স্বপ্নে বাস্তব এবং এটি বিশ্বাস করা সম্ভব নয় যে তিনি রংশ্বর নিজেই যিনি স্বপ্নে দেখেছিলেন কারণ স্বপ্নে যা দেখেন তার বাকি অংশগুলি একই হওয়া উচিত নয় তবে তিনি যে চিত্র দেখেছিলেন তা অবশ্যই যথাযথ এবং অনুরূপ হতে হবে তাঁর রবের প্রতি তাঁর বিশ্বাসের প্রতি। যদি তার বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত হয়, তবে তিনি ছবিগুলি থেকে এসেছেন এবং "এটির জন্য উপযুক্ত কি শব্দগুলির মাধ্যমে শুনেছিলেন; অন্যথায়, এটি"[২]

আহমদ ও অন্যরা হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রবকে একটি ভাল ছবিতে দেখেছিলেন এবং এর পাঠ্যটি হ'ল: "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:" রাতের বেলা, আমার রব, ধন্য! তিনি এবং সর্বাধিক উচ্চতম উপস্থিতিতে আমার কাছে এসেছিলেন চ' তিনি (বর্ণনাকারীদের একজন) বলেছেন - আমি মনে করি তিনি স্বপ্নের সময় বলেছিলেন - "সুতরাং তিনি বললেন: 'হে মুহাম্মদ! আপনি কি জানেন যে সবচেয়ে উঁচু দল তাদের সাথে ব্যস্ত ছিল?" "তিনি বলেছেন:" আমি বলেছিলাম: 'না' "তিনি বলেছিলেন:" সুতরাং তিনি আমার হাত আমার কাঁধের মাঝখানে রাখেন যতক্ষণ না আমি আমার স্তনের মাঝে শীতলতা অনুভব করি। "অথবা তিনি বলেছিলেন:" আমার গলায়, সুতরাং আমি জানতাম আকাশে এবং পৃথিবীতে কি ছিল। তিনি বললেনঃ হে মুহাম্মদ! আপনি কি জানেন যে সর্বাধিক উন্নত গোষ্ঠী তাদের সাথে ব্যস্ত থাকে? ' আমি বলেছিলাম: 'হ্যাঁ, প্রায়শ্চিত্তকারী কাজগুলিতে: এবং যে কাজগুলি প্রায়শ্চিত্ত করা হয় তারা নামাযের পরে মসজিদে লম্বা হয়, পায়ে পায়ে হেঁটে জামাতে যায়, অসুবিধায় আরও বেশি ওযূ করে এবং যে তা করে সে সৎকর্মের সাথেই বাস করে এবং সদাপ্রভুতে মরে যায় এবং তার অন্যায়গুলি সেদিনের মতো হবে যেদিন তার মা তাকে জন্ম দিয়েছিল। ' তিনি বললেনঃ হে মুহাম্মদ! আপনি যখন নামায পড়বেন, তখন বলুনঃ হে আল্লাহ! আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, সৎকর্ম সম্পাদন, মন্দ কাজগুলি এড়ানো এবং গরীবদের ভালবাসা। এবং

.....

১ মুসলিম হাদিস ২২৬১

২ বায়ান তেলবিস এবং আল-জাহমিয়া ১৭৩

যখন তুমি তোমার দাসের জন্য কষ্ট পেতে চাও, তখন আমাকে কষ্ট দাও না করে আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাও। " তিনি [নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "এবং যে পদক্ষেপগুলি উত্থাপন করে সেগুলি সালাম ছড়িয়ে দিচ্ছে, অন্যকে খাওয়াচ্ছে এবং রাতের বেলা প্রার্থনা করছে, যখন মানুষ ঘুমাচ্ছে। " [১]

আমরা এখানে থামি। যারা ইসলামিক লাইব্রেরিতে উপলভ্য যবৎরঃধমবতিহ্য থেকে উপকার পেতে চান তাদের জন্য আমরা মাঠ ছেড়ে দর্শন দুনিয়া সম্পর্কে দরকারী বিষয়গুলি সময় পাঠকের জন্য সরবরাহ করেছি যধাব

উত্তম প্রতিদান দেওয়ার আইনত আইনত ইসলামের দয়া মৃতদেহ ২

আমরা কতজন যারা তার বাবা-মা বা উভয়ের একজনের অধিকারকে অবহেলা করেছি এবং মৃত্যুর পরে তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করে তিনি কী মিস করেছিলেন তা পুনরুদ্ধার করতে চান? আমাদের মধ্যে কতজন যারা তার বন্ধু, পুত্র বা অন্য কোনও ব্যক্তিকে হারিয়েছে এবং তিনি বেঁচে থাকাকালীন তার পক্ষে যা করেননি বা সাধারণভাবে তাঁর উপকার করার জন্য তিনি যা করেননি তা করার জন্য পরকালে তাদের উপকার করতে চান? আমাদের মহান ধর্ম ইসলাম এই বিষয়গুলিকে বিনা বাধায় ছাড়েনি। কেন না? এটি হ'ল পরমজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ, এবং তাঁর বান্দার উপর মৃত ও জীবিত উভয়ের প্রতি করুণাময়।

ইসলাম মানুষের জীবনে তার সহকর্মীর সাথে সৎকর্ম করার পথ খুলে দিয়েছে, অনুগ্রহের সাথে আচরণ করে, অনুপস্থিতিতে তার জন্য প্রার্থনা করে, অসুস্থতার সময় তার সাথে দেখা করে এবং নিজের প্রতি যা ভালবাসে তা তার প্রতি ভালবাসা। এছাড়াও, তাকে সঠিক কর্মে সহায়তা করার জন্য, তাকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে, বিনা আঘাত ও আঘাত ব্যতিরেকে তার প্রতি ভাল আচরণ করা, পিপীলিকা যদি ক্ষতি করে তবে তার সাথে ধৈর্য ধরুন ঃড় তাকে আঘাত করা এবং ধার্মিকতার অন্যান্য উপায়গুলি যা গণনা এবং গণনার বাইরে ।

তদুপরি, ইসলাম মৃত ব্যক্তির প্রতি অনুগত ব্যক্তিকে হতাশ করে না, তাকে তার মঙ্গল করার জন্য এবং তার মৃত্যুর পরে ভাল কাজের নিরবচ্ছিন্নতায় অবদান রাখার জন্য, তাকে প্রার্থনা করার আহ্বান জানিয়ে অবদান রাখে। ইসলামও

.....

১ আহমাদ হাদীস ১৬৬২১ একটি তিরমিজি হাদিস ৩২২৩

২ এই নিবন্ধের অংশ ৭/১২/২০১৪ এ আল কোবাস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে

শরীয়তের মতে তার মৃত ভাইয়ের জন্য তার কিছু সৎকর্মের ভাগ ভাগাভাগি করার অনুমোদন দেয়, যদিও সে আত্মীয় হোক বা অন্য কেউ যতক্ষণ না এই কাজটি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আন্তরিকভাবে হয় এবং শরীয়তের মতে এটি সঠিক।

এবং যারা তাদের পরে আসে তারা বলে: হুজুর! আমাদের ও আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করুন, যারা বিশ্বাসে আমাদের পূর্ববর্তী ছিল এবং যারা বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোন প্রকার বেঁচে থাকতে দেয় না, হে আমাদের রব! নিশ্চয় তুমি আত্মীয়, করুণাময় "?[১২]

এই আয়াতটি জাতির প্রথম এবং আগত উভয় প্রজন্মের জন্য সংহতি এবং যৌথ দায়বদ্ধতার প্রমাণ। এবং এর মধ্যে রয়েছে সমস্ত সাহাবিদের ভালবাসা, ধর্মে তাদের ভ্রাতৃত্বের প্রশংসা করার বাধ্যবাধকতা, যারা বিশ্বাসে তাদের পূর্ববর্তী হয়েছিল, এটি আমাদেরকেও অনুরোধ করে যাতে তাদের হৃদয়কে কোনও বিশ্বাসীর প্রতি ঘৃণা ও হিংসার রোগ থেকে শুদ্ধ করার জন্য তাদের জন্য প্রার্থনা করার আহবান জানাই।

এটি দুটি খাঁটি গ্রন্থে ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন: "এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট এসেছিলেন এবং বললেন," হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেলেন এবং তাঁর এক মাস (রমজানের) রোজা রাখা উচিত ছিল। আমি কি তার পক্ষ থেকে উপবাস করব? " নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "হ্যাঁ, আল্লাহর ঋণ পরিশোধের আরও অধিকার রয়েছে। "[৩]

আয়েশা আল্লাহ রাব্বুল আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর সন্তুষ্টিতে বলেছেন: যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি মারা যাওয়ার পরেও (রমযানের দিনগুলি) কাযা করার জন্য কিছু রোযা রাখে, তখন তার উত্তরাধিকারী (যে কোন একটি) তাদের) তাঁর পক্ষ থেকে উপবাস করা উচিত ".[৪]

আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা -মায় আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন-কথিত বলেছেন:আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বসেছিলাম, তখন এক মহিলা তাঁর কাছে এসে বললেনঃ আমি আমার মাতাকে পুরুষ দাস দিয়েছিলাম এবং এখন তিনি (মা) মারা গেছেন। অতঃপর তিনি (মহানবী) বললেনঃ তোমার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রতিদান রয়েছে এবং তিনি (দাসী) আপনাকে উত্তরাধিকার হিসাবে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি (সে মহিলা) আবার বলেছিলেন: এক মাসের (রমজানের) বিশ্বয় তার উপর পড়ে; আমি কি

.....

১ আল-হাশর ভি ১০

২ ডাঃ ওয়াহবাহ মুসতফা আয-জুহাইলি, তাফসির আল-মুনির ফী আকিদাত ওয়া শেরিয়াহ ওয়া আল-ম্যানিয়াগ, দামেস্কাস: দার ফিকির আল-মুয়াসির দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪১৮ পৃষ্ঠা ৮৫

৩ বুহারী হাদিস ১৯৫৩ এবং মুসলিম হাদীস ১১৪৮

৪ বুহারী হাদিস ১৯৫২ এবং মুসলিম হাদিস ১১৪৭

তার পক্ষে সেগুলি পর্যবেক্ষণ করেন? তিনি (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন: তাঁর পক্ষ থেকে রোযা রাখুন। তিনি (আবার) বললেনঃ সে হজ্জ করল না, আমি কি তার পক্ষ থেকে তা আদায় করব? তিনি (মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেনঃ তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করুন

ইমাম ইবনে কাইয়িম আল জাওযিয়াহ এই ইস্যুতে ইসলামের মহান অবস্থানের সংক্ষিপ্তসার করেছিলেন যখন তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে মৃতের আত্মারা হাদীছ ও ব্যাখ্যার সাথে হাদীস ও ব্যাখ্যা বিশারদদের মধ্যে দু'টি বিষয়ে সম্মত হয়ে দু'টি জিনিস দ্বারা জীবিতের সাধনা লাভ করে। এক, মৃত তার জীবনের সময় নিজের জন্য কী কাজ করেছিল, দ্বিতীয়টি: মুসলমানরা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা, সদকা ও তীর্থযাত্রা তাঁর জন্য প্রার্থনা করে। চ একটি বিরোধ, পুরস্কার কি? এটি কাজের জন্য ব্যয় করার পুরস্কার বা পুরস্কার? বেশিরভাগ আলেম একমত হয়েছিলেন যে একই কাজের প্রতিদান তাঁর কাছে পৌঁছেছে এবং কিছু হানাফিয়া বলেছিলেন যে এটি ব্যয়ের প্রতিদান। তারা শারীরিক উপাসনা, যেমন রোজা, নামাজ পড়া, কুরআন পড়া এবং স্মরণে মতভেদ করেছিল আল্লাহ। "[২]

অন্যদিকে ইমাম আল-কারাফি এমন উপাসনার আমলকে বিভক্ত করেছেন যে এর পুরস্কার অন্যের কাছে পৌঁছতে পারে, অন্যরা একই বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করে না। প্রথমত, লোকেরা যে বিষয়ে একমত হয়েছিল তা হ'ল আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং তাদেরকে উজ্জ্বলতা, মহান আল্লাহর কাছে গৌরববোধের মতো অন্যদের কাছে স্থানান্তর করতে দেননি। এছাড়াও,তিনি নামাজে শাফিয়ির মতবাদে উদ্ধৃত হওয়া বিতর্ক সম্পর্কে তাদের মতামত উল্লেখ করেছিলেন যাতে শেখ আবু ইসহাক বলেছিলেন: উপরে বর্ণিত মতামতের দ্বারা এটি পূর্ববর্তী। দ্বিতীয়: লোকেরা যে বিষয়ে একমত হয়েছিল যে আল্লাহতায়ালা তার পুরস্কারকে মৃতদের কাছে স্থানান্তরিত করার অনুমতি দিয়েছেন তা হ'ল প্রার্থনা, আর্থিক কর্মকাণ্ড যেমন ভিক্ষা প্রদান ও মুক্তি।

তৃতীয়: রোজা, তীর্থযাত্রা এবং কোরআন তেলাওয়াত ইত্যাদির মতো নিষিদ্ধ রয়েছে কিনা তা নিয়ে লোকেরা কী নিয়ে মতবিরোধ করেছে? তারা বলেছে যে এই পুরস্কারগুলির মধ্যে তাদের কোনটির কাছে পৌঁছাবে না তারা কেবল পড়া ব্যতীত মালকীয় ও শাফিতদের মতে গড় তবে আহমদ ও আবু হানিফা বলেছিলেন যে এটি পৌঁছে যাবে। যে

.....

১ বুহারি হাদিস ১৮১৬ এবং মুসলিম হাদিস ১৯৩৫

২ আর-রুহ ফিলাম কালাম আলা আরওয়া আমেওয়াত ওয়ালআহায়া বি দালাহী মিনাল কুরআন ওয়া সুন্নাহ, দারাল কুতুবুল লিমিয়া, বৈরুত, পৃষ্ঠা-১৭১

"মৃত ব্যক্তির পক্ষে" তীর্থযাত্রা করার ক্ষেত্রে ইমাম শাফিয়ীর সবচেয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

সংক্ষিপ্তসার: তীর্থযাত্রা, ওমরাহ, ক্ষমা, উপবাস, সদকা, দোয়া, কুরআন তেলাওয়াত এবং মুক্তি সম্পর্কে কিছু কাজের প্রতিদানের বিষয়ে মতামতের মধ্যে পার্থক্য মতামত থাকা সত্ত্বেও আমল দেওয়া বৈধ? পূর্বে উল্লিখিত অনুসারে লোকেরা আল্লাহর নিকটে উপস্থিত হও।

আবদুল্লাহর সাথে প্রশংসার ঘরে আমার ভ্রমণের সময়, আল্লাহ আমাকে অনুগ্রহ করেছিলেন এই মহান নেয়ামতের মূল্য জেনে যখন আমি জানতে পেরেছিলাম যে আমার পুত্র আবদুল্লাহর মৃত্যুর অর্থ তাকে কারও কাছ থেকে সৎকর্মের পুরস্কার পাওয়া থেকে বিরত করা হয়নি। তার আত্মীয় বা সাধারণভাবে তার বন্ধুরা আল্লাহর প্রশংসা যে তারা বহুসংখ্যক। তিনি আরাফার পূর্বের আগেই মারা গেলেন তাই কিছু স্বেচ্ছাসেবীরা তাদের পক্ষে তা না করেই তীর্থযাত্রা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রতি তাদের ভালবাসা এবং দুঃখ তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। এমনকি তারা তাকে প্রয়োজনের তুলনায় এমনকি তাদের চেয়েও অগ্রাধিকার দিয়েছিল (সেই কাজের প্রতিদানের জন্য) এই কাজটি আমাকে এবং আবদুল্লাহর জন্য এই মহান ফজিলতের জন্য আমাকে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ করে তুলেছিল, যা আমি বিশ্বাস করি যে - তাঁর জন্য প্রার্থনা করার অনুধাবন ছিল তা ছিল এক সবচেয়ে বড় উপহার এবং ব্যয়বহুল উপহার (তীর্থযাত্রীদের প্রত্যাবর্তনের পরে তীর্থযাত্রীদের উপহার) উপহারটিতে বহু লোকের কাছ থেকে ওমরাহ পুরস্কারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়াও কেউ কেউ তাঁর জন্য কুরআন তিলাওয়াত, সদকা, দাতব্য পুরস্কার প্রদান করেছেন একটি মসজিদ, সাধারণ ও আর্টেসিয়ান কূপ এবং জল পরিশোধন ও পাতন ডিপোলেট স্থাপনের মতো প্রকল্পগুলি একইভাবে তারা সিরিয়ার শরণার্থী পরিবারগুলির জন্য ত্রাণ অভিযান, ত্যাগ ও দরিদ্রদের সহায়তাকারী, বেশিরভাগভাবে তাঁর কাছ থেকে পরিবার, আত্মীয় বা অনুগত বন্ধুরা।

১ আনোয়ার বুরুক ফী আনওয়াহিল ফুরুক, 'আলমাল কুতুব, প্রিন্টিং এবং তারিখ ছাড়াই, ভি৩, পি.২২১. এছাড়াও আবু মুয়াজ সোফির বিন হাসান আল জিহান, আলবাযিনাত ফী হুকম ইহদাহী থাওয়াবল আহমল লিল আমওয়াতকে দেখুন। গবেষণা সাইটে প্রকাশিত
সোয়েডেল ফাওয়াহিদ 'HTTP থেকে ডাউনলোডযোগ্য //: www.saaid.net/book/open.php?cat = 4 এবং বই = ৪৬৩

আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে তাদের তীর্থযাত্রা ও নেক আমল গ্রহণ ও আল্লাহ ও তাদের স্তরে রাখার জন্য প্রার্থনা করি। আমি তাঁর পুণ্য ও করুণায় সমস্ত মৃত মুসলমানকে ক্ষমা করার জন্যও তাকে বলি। তিনি পরম করুণাময়।

তাদের পুরস্কারগুলি কি মৃতদের কাছে পৌঁছায়?
শেখ সালেহ আল-মাগামিসি (১:০২)

আমরা কবরস্থ লোকদের কীভাবে খুশি করতে পারি? ১

অনেক প্রমাণ রয়েছে যা তাদের দর্শনার্থীদের সম্পর্কে কবরস্থ লোকদের অনুভূতি নির্দেশ করে। এর মধ্যে কয়েকটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে? [২] নাফহিহি হাদীস থেকে যিনি লিখেছেন যে ইবনে উমর তাকে বলেছিলেন যে নবী-রাসূল তাঁর মুখের লোকদের দিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার পালনকর্তা আপনাকে সত্য হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন কি তা পেয়েছেন? "কেউ তাকে বলল," আপনি সম্বোধন করছেন " তিনি জবাব দিয়েছিলেন, "আপনি তাদের চেয়ে ভাল শুনেন না, তবে তারা উত্তর দিতে পারে না। " ইবনে আবদুল বারী ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, "যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের কবরের পাশ দিয়ে যেত সে জানত যে সে বেঁচে থাকার সময় তাকে সালাম আলাইকুম বলেছিল, সে তাকে চিনে এবং জবাব দিয়ে জবাব দেয়। ওয়া আলাইকুন সালাম। [৩]

এও বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "যখন কোন বান্দাকে (আল্লাহর) কবরে রাখা হয় এবং তাঁর সম্প্রদায় তাঁর কাছ থেকে দূরে চলে যায়, তখন সে তাদের পদাঙ্ক শোনে। " [৪]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কবর জিয়ারত করতে এসেছিলেন তখন তারা তাকে শিখিয়ে দিতেন: "আসলাম আলাইকুন হে মুমিন ও মুসলমানদের বাসস্থানের বন্দীরা, এবং ইনশাআল্লাহ, আমরা আপনাকে অনুসরণ করব" [১]

১ এই নিবন্ধটি ৭/৬/২০১৬আল-কাবাস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে
২-বুহরি হাদিস ১৭০
৩ ইবনে আবদাল-বার দ্বারা রচিত আল-ইস্তিজকার (১/১৫৫), দার কুতুব আল-ইলিমিয়া, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪২১হিজরি-২০০০এডি
৪ বুহারী হাদীস ১৩৭৪ এবং মুসলিম হাদীস ২৮৭০

ইমাম ইজ ইবনে আবদুল-সালাম তাঁর জ্ঞান সম্পর্কিত ফতোয়াতে উদ্ধৃত করেছেন তার দর্শনার্থীদের মৃত। তিনি বলেছিলেন: "যা স্পষ্ট তা হ'ল মৃত ব্যক্তি অবশ্যই দর্শনার্থীকে চেনে তাই আমরা তাদের কাছে সালাম আলাইকুম বলার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবং ইসলামী আইন আমাদের কথা বলতে নির্দেশ দেয় না যারা শুনতে পারে না। " অন্যদিকে ইমাম ইবনে কাইম বলেছেন যে: "সালাফ (পূর্বসূরীরা) এতে একমত হয়েছিলেন এবং তাদের কথা বারবার দেখা গেছে যে মৃত ব্যক্তি জীবিতদের আগমন জানেন এবং প্রাক্তন মনে করেন এটি দিয়ে খুশি। "[২]

যাইহোক, এর অর্থ এই নয় যে মৃতেরা তাদের চারপাশের সবকিছু শুনছে .কমত্য রয়েছে। এটি একটি বিমূর্ত বিষয় যা আমরা তাদের দর্শকদের মতো নির্ভরযোগ্য বিবরণীর চেয়ে বেশি দূরে যাওয়া উচিত না এবং নিশ্চিত করেই শুভেচ্ছা জানাতে পারি না যে মৃতরা দর্শকরা যা বলে তা সব শুনে।

ইবনে কোয়াইন তাঁর গ্রন্থে (আর-রুহ-আত্মা) তাদের প্রিয়জনের সাথে দেখা করার কারণে কবরের লোকদের সুখের একটি গল্প বর্ণনা করেছেন। এর আগে যা উল্লিখিত হয়েছিল তার সাথে আমি কোনও বৈপরীত্য দেখতে পাইনি। তিনি বলেছিলেন যে "ওসমানকে সাওয়াদ আত-তাফাভির বিন্যাস করেছেন, যার মাতা [অনুগত] উপাসকদের মধ্যে আছেন এবং তাঁর নান নামকরণ করা হয়েছিল; যখন তিনি মারা যাবেন, তখন তিনি আকাশের দিকে মাথা তুলে বললেন," ওরে বাঁচা আর কে আমি আমার জীবনে এবং আমার মৃত্যুর পরেও নির্ভর করি, আমাকে মৃত্যুর সময় হতাশ করবেন না এবং আমাকে আমার কবরে একা অনুভব করবেন না। তিনি বলেছিলেন: "তখন সে মারা যায়, আমি প্রতি শুক্রবার তার কাছে এসে দোয়া করতাম তাকে এবং কবরের লোকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, অতঃপর, আমি তাকে এক রাতে স্বপ্নে দেখেছিলাম এবং তাকে বলেছিলাম: হে মা, তুমি কেমন আছ? তিনি বললেনঃ হে আমার পুত্র, মৃত্যু অবশ্যই দুঃখের মধ্যে এতই মারাত্মক? তবে আল্লাহর শুকরিয়াতে আমি বিচারের দিন একটি ভাল বিছানা, ব্রোকেড এবং সিল্ক বোর্ড সহ একটি ভাল জায়গায় আছি। আমি বললাম: আপনার কি কিছু দরকার? আমি প্রতি শুক্রবার আপনার সফরের জন্য খুশি ঃ তারা যখন আপনাকে আমার কাছে আসতে দেখবে তারা আমাকে বলবে: ওহ নুন! এটিই আপনার পুত্র আসছে, তখন আমার চারপাশে মৃতরা এবং আমি আনন্দিত। আমার ভাই এবং

.....

১ মুসলিম হাদিস ৯৭৫

২ আর-রুহ লিখেছেন ইবনে কাইম পৃষ্ঠা ৫

বোন পাঠক, কবরগুলিকে খুশী করতে আপনার মৃতদের বঞ্চিত করবেন না। এটি কেবল তাদের জন্য উপযুক্ততা এবং আনন্দ নয়, তবে আপনার কাছে একটি পাঠ এবং একটি অনুস্মারক রয়েছে যে জীবনটি শেষ হয়ে যাবে এবং আমরা আমাদের প্রিয়জনদের খুব শীঘ্রই ছেড়ে দেব। আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন এবং আপনাকে বন্ধুদের থেকে বঞ্চিত করুন না। আমার পক্ষে, আমি আপনাকে এই পরামর্শ দেওয়ার আগে আমার নিজেরাই এটি অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমি যেহেতু মৃতদের জন্য জানাজা শেষ করি, আমি প্রিয় আবদুল্লাহর সাথে দেখা করি, তাকে সালাম জানাই এবং প্রশংসার বাড়িতে বন্ধু বা প্রতিবেশীর আগমনকে জানাই, তারপরে, আমি আমার মা এবং বাবার কাছে তাদের সালাম জানাই এবং তাদের জন্য প্রার্থনা করি যথাসম্ভব এবং এটি আমার কর্তব্য তাদের প্রথম বয়সে তারা আমার জন্য যে পুণ্য সরবরাহ করেছিল তা ফিরিয়ে দিন। ওহে প্রভু, আমাদের সবাইকে প্রশংসা ঘরে জড়ো করুন, কারণ আপনার প্রতিশ্রুতি সঠিক এবং আপনিই সত্য, আপনি পবিত্র নব

জান্নাতে একজন মুসলিম মহিলার উপভোগ
শেখ মাহমুদ আল মিশ্রি (২২:৫৫)
ইসট্রাসের [জীবনের] মৃতেরা কি জীবনযাপন অনুভব করছেন?
শেখ সালেহ আল - ম্যাগামিসি (৭:১৬)

জান্নাত কেবল প্রশস্ত চোখের ময়দান নয়[১]

কিছু লোক মনে করেন যে স্বর্গে আনন্দ প্রায় চওড়া দাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, এটি একক সংবেদনশীল লালসা ছাড়াও এমন এক ব্যক্তিত্ববাদী ধারণা যা মুসলিম মহিলাদের মনোবিজ্ঞানকে বিবেচনা করে না এবং জান্নাতকে বর্ণনা করে যেমন তার জন্য শুধুমাত্র পুরুষ। প্রকৃতপক্ষে, স্বর্গে এবং প্রশংসার ঘরগুলি সহ অন্যদের মধ্যে, প্রথমে এর মধ্যে নৈতিক আশীর্বাদ রয়েছে যা সংবেদনশীল অখণ্ডতার মূল্যকে ছাড়িয়ে যায়, যা পুরুষ ও মহিলাদের জন্য সমান ভিত্তিতে প্রবেশযোগ্য। এই আশীর্বাদটির প্রতি লক্ষ্য রাখেন এমন কয়েকটি লোকই, যা নিম্নলিখিতগুলির সমন্বয়ে গঠিত

.....

১ এই নিবন্ধটি ১২/৪/২০১৫ আল-কাবাস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে

১। জান্নাতবাসীরা ভয় পায় না এবং দুঃখও বোধ করে না, এ কারণেই তারা চিরকাল সুরক্ষা ও সুখের আশীর্বাদ লাভের নির্দেশ দেয়। উদাহরণস্বরূপ, আল্লাহর বক্তব্য দেখুন: "বাগানে প্রবেশ করুন; তোমাদের কোন ভয় নেই এবং শোক করবে না। [১]

২। স্বর্গের মানুষ পিতামাতাকে এবং প্রিয়জনদের সাথে "বিছানায় মুখোমুখি বসে" তাদের বুক থেকে সামান্য কিছুটা হলেও তীব্রতা, লোভ এবং বিদ্বেষ নেওয়ার পরে ভাল বন্ধুত্বের নির্দেশ দেবে, যা সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামতও। আল্লাহ বলেছেন: "এবং আমরা তাদের স্তনগুলিতে যা কিছু আছে তা আমরা নির্মূল করব [২]

৩। তাদের উত্তম সন্তান তাদের সাথে যোগ দেবে এবং আমাদের অধিকাংশই আশঙ্কা করে যে মৃত্যুর পরে তারা তাদের সন্তানদের সাথে দেখা করবে না তবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন যে তারা ভধরঃযমানের শর্তে আমাদের সাথে জান্নাতে যোগ দেবে, রিষযরহমশ্বর ইচ্ছুক। আল্লাহ বলেছেন: "এবং যারা নবষরবাবমান এনেছে এবং তাদের সন্তানসন্ততি ভধরঃযমান এনেছে, আমরা তাদের সাথে তাদের বংশকে এক করব এবং আমরা তাদের কাজের কিছুটা কমিয়ে দেব না। " [৩]

৪। তারা কষ্টের কোনও ক্লান্তি অনুভব করবে না এবং তারা জান্নাত থেকে বেরিয়ে আসার বা হুমকির বাইরেও এই পরিস্থিতিতে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন: "এতে তাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করা হবে না এবং এ থেকে তাদের কখনও বের করা হবে না। " [৪]

৫। তারা জান্নাতে সম্মানিত ও লালিত জীবনযাপন করবে, ধুলা বা অপমান করবে না তাদের মুখ তাকাবে। এটি একটি মহান আশীর্বাদ যা প্রতিটি মানুষ শুভেচ্ছা ও সম্মানজনকভাবে জীবনযাপন করে এবং নিজেকে অপমান ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করে। সর্বশক্তিমান আল্লাহর বক্তব্য দেখুন: "যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য সৎকর্ম ভাল এবং এর চেয়েও অধিক (এর চেয়ে বেশি); এবং অন্ধকার বা ঘৃণ্যতা তাদের মুখ না; তারা জান্নাতবাসী; এতে তারা চিরকাল থাকবে। " [৫]

.....

১ সূরা আল-আরাফ ১৪৯
২ সূরা আল-হিজর ভি ৪৭
৩ সূরা আত-তুর ভি ২১
৪ সূরা আল-হিজির ভি ৪৮
৫ সূরা ইউনুস ভি ২৬

৬। সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদেরকে এমন নেয়ামত দান করবেন যা কোন কিছুকে দেওয়া হয়নি তাঁর অন্যতম জীব যা পূর্ববর্তী সকল নিয়ামতের ;র্ধে; এটি স্বর্গে সর্বশক্তিমানের চেহারা দেখার আশীর্বাদ। সাহাবীগণ ও সুন্নি এবং অন্যান্য আলেমগণ এ বিষয়ে সর্বসম্মতভাবে একমত হয়েছিলেন এবং তারা আল্লাহর উক্তির উপর নির্ভর করেছিলেন "(কিছু) সেদিন মুখ উজ্জ্বল হবে এবং তাদের পালনকর্তার দিকে তাকিয়ে থাকবে। " [১২]

জান্নাতে মুসলিম মহিলাদের জন্য দুর্দান্ত আনন্দ [৩]

এখানে আমরা জান্নাতের আনন্দ এবং প্রশংসার ঘরে অন্যান্য জিনিস সম্পর্কে এবং সেখানে নৈতিক আশীর্বাদগুলি কীভাবে অন্যান্য সমস্ত সংবেদনশীল আশীর্বাদকে ছাড়িয়ে যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করব। আল্লাহ পাক জান্নাতীদের জন্য যে শারীরিক বরকত দান করবেন তার অংশ হ'ল প্রশস্ত চোখের মেয়ের। এটি পুরুষদের জন্য একটি বিশেষ আশীর্বাদ, তবে এটি মহিলাদের প্রতি নিপীড়ন হবে না কারণ আল্লাহ কোনও পরমাণুর ওজনের উপর অত্যাচার করেন না। পুরুষদের মতো মহিলারাও স্বর্গে দুঃখ পাবে না কারণ আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এর লোকেরা শোক করবে না এবং তারাও চওড়া চোখের মেয়ের চেয়েও সুন্দর হবে। এছাড়াও, তাদের প্রত্যেকটি তার স্বামীর সাথে থাকবে যাকে সে জান্নাতে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে। যদি তার জীবনের একাধিক স্বামী (বিবাহ করে এবং একের পর এক বিবাহ করে) থাকে তবে তিনি তার পছন্দের সাথে সেরা থাকবেন। এই দাবির প্রমাণ হ'ল হযরত উম্মে সালামাহ হাদীসটি যখন তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল, পৃথিবীর মহিলারা কি উন্নত না চওড়া দাসী? তিনি বলেছিলেন: এন্ডোথেলিয়ামের চেয়ে এপিথেলিয়ামের পুণ্যের মতো পূর্ববর্তীটি তার চেয়ে উত্তম। তিনি বললেনঃ হে আল্লাহর রাসূল, কীভাবে আসবেন? তিনি বলেছেন: তাদের প্রার্থনা, রোজা এবং ইবাদতের মাধ্যমে। আল্লাহ তাদের মুখ আলোর সাথে পড়াবৎ□কে রাখেন, তাদের দেহ সাদা রেশম, সবুজ পোশাক, হলুদ অলঙ্কার এবং তাদের ধূসর মুক্তো। তাদের চিরুনি সোনার হয়। তারা বলবে: আমরা কি অমর নই, আমরা কি আবার মরব না? আমরা কি সতেজ না?

.....

১ সূরা আল কিয়ামা ভি ২২-২৩

২ তাকান আল-আওসিম ওয়া আল-কাওসিম রচিত ইবনে আল-উজির, মুসাসাতু রিসালা, বৈরুত, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৫ হিজর,-১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ, তাফসিরীবন কাঠির, (৮/২৮০), দার তোয়াইবা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২০ হিজরি, -১৯৯৯এডি

৩ এই নিবন্ধটির কিছু অংশ ৩/৫/২০১৫ আল-কাবাস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে

আমরা আবার ম্লান হবে না? আমরা কি চিরকাল এখানে থাকছি না? আমরা কি সন্তুষ্ট না? আমরা কখনই রাগ করব না। কারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত এবং কারা তার জন্য অভিনন্দন আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের কারও কারও সাথে দু'জন, তিন বা চার স্বামীর বিয়ে হয়েছে পরে তিনি মারা গেলেন পরে সে জান্নাতে প্রবেশ করল এবং তারা তার সাথে প্রবেশ করল, সে কে তার স্বামী হতে বেছে নেবে? তিনি বলেছিলেনঃ "হে উম্মু সালামা, তিনি তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল আচরণ করবেন। তিনি বলবেনঃ হে আল্লাহ, তিনিই ছিলেন তিনিই জীবনে আমার সাথে ভাল আচরণ করেছিলেন, তাঁর সাথে আমার বিবাহকে অনুমোদন করেছিলেন। হে উম্মু সালাম, ভাল আচরণ এখানে এবং তার পরে উভয়েরই সুবিধা নিয়েছে। "[১]

সুতরাং জান্নাতবাসী, মহিলা ও পুরুষ সবাইকে অভিনন্দন। আল্লাহ আমাদেরকে এর মধ্যে একটি তৈরি করুন এবং আমাদের তাঁর প্রাসাদে রাখুন যার নীচে নদী প্রবাহিত হয়; এবং আপনার করুণা এবং পুণ্যের দ্বারা প্রশংসা ঘরে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা আমি এবং তার মা আবদুল্লাহকে দিয়ে দাও। যেন আমি তাঁকে তাঁর শক্তি ও শক্তির দ্বারা মহান আল্লাহতায়ালার সাথে আমার সৎ বিশ্বাসের সাথে শারীরিকভাবে দেখি কারণ প্রশংসার ঘরটি তার মহিমা থেকে পরমাণুর ওজন কেটে দেবে না। তিনিই যথেষ্ট, দানকারী, দানকারী, সর্বপ্রদানকারী, সর্বাধিক মহৎ, সর্বশক্তিমান এবং সর্বশক্তিমান যিনি সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন।

বস্তুতঃ যার যার এই গুণাবলি রয়েছে তিনি যদি কিছু প্রতিশ্রুতি দেন তবে সে তা পূরণ করবে, তা প্রশংসার ঘর হোক বা অন্যেরা! "এবং আল্লাহর চেয়ে কথার সত্যবাদী কে?"[২]একই অধ্যায়ে "এবং আল্লাহর চেয়ে কথায় সত্য সত্য কে?[৩]

শুদ্ধ আত্মাঃ ভাল-সন্তুষ্ট, মঙ্গলজনক [৪]

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যখন আমরা সূরা ফাজরের সাতাশ থেকে তিরিশ আয়াত দিয়ে শুরু করে মৃত্যু ও শোক প্রকাশ করিঃ "হে আত্মা যে আপনারা বিশ্রামে আছেন, আপনি আপনার পালনকর্তার কাছে ফিরে আসুন, সন্তুষ্ট হন (তাকে) সন্তুষ্ট করুন, সুতরাং আমার দাসদের মধ্যে প্রবেশ কর এবং

.....

১ আহমাদ হাদিস ২৭৩৩৪ এবং টব্রানয়ে ৩১৪১

২ সূরা আন-নিসাহ ভি ১২২

৩ সূরা আন-নিসাহ ভি ৭

৪ এই নিবন্ধটির কিছু অংশ ৩০/৯/২০১৫ আল-কাবাস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে

আমার বাগানে প্রবেশ করুন "

আল্লাহর পবিত্রতা: প্রশান্ত আত্মার উল্লেখ করা হয়েছিল অতিরিক্ত বাচ্চার উল্লেখের পরে যা বলে যে: "হায় আমি যদি আমার জীবনকে আগে পাঠিয়ে দিতাম"। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন যে যিড়মানদার লোকদেরকে এক প্রকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এমন প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর মনকে বিশ্রাম দেয়

যেমন কাতাদা ও হাসান বলেছেন: আল্লাহর বাণী দ্বারা এটি সন্তুষ্ট আত্মা যে সে এতে বিশ্বাস করে। মুজাহিদ আরও বলেছিলেন: এটি আত্মা যে বুঝতে পেরেছিল যে আল্লাহ তখনই তাঁর আদেশের অনুসরণ করেছিলেন এবং তাঁর আনুগত্য করেছেন।

হাসান আল-বাসিরি আরও বলেছিলেন: সর্বশক্তিমান আল্লাহ যখন কোন প্রাণ নিতে চান, তখন তা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয় এবং তিনি তা সন্তুষ্ট করেন।

ইবনে আব্বাস আরও বলেছেন: এটি সর্বশক্তিমান আল্লাহর পুরস্কার সহকারে একটি বিশ্রামের প্রাণ। তাদের সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা এটিকে তাঁর নিকটে ফিরে আসার আদেশ করবেন এবং এর প্রতিদান সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর বান্দার জন্য প্রস্তুত রেখেছেন। অতঃপর মৃত্যুর সময়, বিচারের দিন এবং কেয়ামতের দিন তাকে সন্তুষ্ট করতে এবং সন্তুষ্ট করার জন্য জান্নাত সম্পর্কে জানানো হবে। অর্থাৎ, তাঁর প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে এবং তাঁর সন্তুষ্ট হয়ে সন্তুষ্ট হয়ে একাকীভাবে তাঁর উপাসনা করার মাধ্যমে এটি আল্লাহর সন্তুষ্ট হয়েছে। "সুতরাং, শান্ত আত্মা সন্তুষ্ট, যা দুর্দশাগ্রস্থ হওয়ার সময় আতঙ্কিত হয় না ফঁৎরহম এটি বিপর্যয় এবং আনন্দের অন্তর্নিহিততায় আবৃত হয় না পরিবর্তে এটি জীবনের বাস্তবতা এবং পরকালের সাথে সম্পর্কিত এর সাথে পরিচিত।

সম্ভবত এই নির্মল আত্মার এবং এর গুণাবলির সবচেয়ে মৌলিক উপাদান:
- সর্বশক্তিমান আল্লাহর পবিত্রতা এবং তাঁর রাসূলের অনুশীলন অনুসরণ, তাঁর উপর শান্তি ও বরকত, তাঁর ভালবাসা, ধার্মিকতা এবং তাঁর রাসূলের ভালবাসা - তাঁর এবং তাঁর পরিবারের প্রতি।

.....

১ সূরা আল ফজর

২ তাফসীর আত-তাবারি (২৪/৪৩৩), মুসাসসাত আর-রিসালা, প্রথম সংস্করণ, ১৪২০ হিজরী, তাফসির ইবনে কাঠির, (৮/৩৯০)

- প্রতিটি মুহূর্তে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভয় করা এবং তার ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন দক্ষতা, দানশীলতা এবং সৎকর্মের নির্দেশ এবং মন্দকে নিষেধ করা। অন্যান্যগুলির মধ্যে রয়েছে লোকেদের প্রতি ভাল আচরণ এবং উদারতা বৃদ্ধি এবং তাদের প্রয়োজনে তাদের সহায়তা করা; তিনটি ধরণের বিষয়বস্তুতে সৎ হতে: সর্বশক্তিমান আল্লাহ, রূহ এবং মানুষের সাথে।

হে আল্লাহ আমাদের সকলকে এমন নির্মল আত্মা দান করুন যা আল্লাহ ও তাঁর শক্তির বিচারে সন্তুষ্ট। হে প্রভু, আমি আপনাদের কাছে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে প্রিয় আবদুল্লাহ অতিরঞ্জিতভাবে তাঁর অসুস্থতা ও মৃত্যুর সময় সন্তুষ্ট ও সন্তুষ্ট ছিলেন। সুতরাং আল্লাহ, আপনি তাকে সন্তুষ্ট করুন যা আপনি সন্তুষ্ট আত্মাকে দেন এবং যে এই দোয়াটি পড়েন।

আবদুল্লাহ ১

আবদুল্লাহর সাথে আমার ভ্রমণের উপর ভিত্তি করে ছত্রিশটি নিবন্ধ লেখার পরে, আল্লাহ তাঁর প্রশংসা ঘরে এবং সাধারণ উপকারকে আটকাতে পারে এমন নির্দিষ্ট কারণের প্রতি দয়া করুন। আমি এখানে রোগী, তার পরিবার এবং মৃত ব্যক্তির প্রয়োজনীয় অনেকগুলি বিষয় কভার করেছি। রোগ ও মৃত্যু সংস্কৃতি উভয়ের সাধারণ সচেতনতার অংশ হিসাবে। তবে, আবদুল্লাহ নিজেই, তাঁর ব্যক্তিগত বিবরণ বইটির মূল বিষয়টিকে বিশেষভাবে গ্রহণ করেনি, আমি প্রশংসার বাড়িতে যাত্রা শেষ করতে চলেছি বহফ সম্ভবত এই কাজটির শুরুতে উল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয় যে আমি ঘায়েল হয়েছি কারণ এটি ঘনিষ্ঠতা এবং সম্পর্কের গুণাবলী দ্বারা গোপন নয় তবে আল্লাহ আমার আন্তরিক অনুভূতি জানেন ও আমি তথ্যটি বস্তুবাদিতা উপস্থাপন করেছি এবং অন্যের কাছ থেকে স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্যকে ভিত্তি করে আমার কাছে অনেক প্রমাণ রয়েছে তাঁর সাথে যোগাযোগ ছিল এমন লোকেরা। প্রশংসা আল্লাহর।

তিনি হলেন, লোকদের সাথে আচরণ করার ক্ষেত্রে, অন্যকে, বিশেষত, তাঁর বাবা-মাকে শ্রদ্ধা করার এবং কারও প্রতি ঘৃণা না করে নিজের জীবনকে পরিপূর্ণ করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন। যারা তাকে আঘাত করেছে তাদের প্রতি তিনি যা করেছিলেন তা হ'ল তাদের সাথে আচরণ করা এড়ানো যাতে তারা নিজের ভুলগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে উপলব্ধি করতে পারে

.....

১ এই নিবন্ধটি ৩১/১/২০১৬ এ এবং আল-কাবাস ম্যাগাজিনের দুটি সিরিজে এবং ১/২/২০১৬ এ প্রকাশিত হয়েছে

বিনা উস্কানিতে তিনি সর্বদা আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এমনকি যারা তাঁকে চেনেন তাদের মধ্যেও অন্যকে সহায়তা করার জন্য সেবা সরবরাহ করেন। এছাড়াও, প্রত্যেক ব্যক্তির সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে যার মধ্যে তিনি যত্ন নেন, শ্রবণ করে এবং তাদের প্রশংসা দেখিয়ে। তিনি কখনও অন্যের প্রতি তাঁর সেবার কথা বলেননি, যদিও তিনি তাঁর বয়সের যারা তার দ্বারা প্রলোভিত হয়ে থাকতে পারেন। নিজের প্রতি তার বিনীত আচরণ এবং শ্রদ্ধার সাথে, তিনি অন্যের কাছ থেকে স্বাভাবিকভাবে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেন যতক্ষণ না তিনি তাঁর আত্মীয়দের সাথে যারা তাঁর আচরণ করেছেন, যারা তাকে এবং অন্যদেরকে জানেন যে তারা তাঁর শ্রদ্ধা, সেবা এবং তার মাধ্যমে তাকে এড়িয়ে গিয়েছিল তাদের সাথে ভাল স্মৃতি রেখে যায় তাদের পরামর্শ।

তিনি বন্ধুত্বের সাথে বন্ধুত্বের সাথে অন্যদের সাথে খোলাখুলি হয়ে যাওয়ার জন্য প্রবেশদ্বার হয়ে ওঠেন, যাঁরা তাঁর বাবা-মা ও বোনদের ধর্মভ্রষ্টতা, সহনশীলতা, আগ্রহের বিনিময় এবং তাদের প্রতি দায়বদ্ধতার অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ করে, বিশেষত যখন তাঁর প্রয়োজন হয়।

তিনি যুবা এবং বৃদ্ধ সকলকেই ভালোবাসতেন এবং তিনি বিশেষত যা করার ক্ষেত্রে দক্ষ তিনি তাদের সেবার জন্য চেষ্টা করেছিলেন।

তিনি গরিব ও অভাবীদের প্রতি বৈষয়িক ও নৈতিকভাবে দয়ালু ছিলেন। সে নিঃস্বার্থ ছিল। তিনি বৈবাহিক বা নৈতিক লাভের জন্য কাউকে শোষণ করেন নি, তাঁর বোনদের মধ্যে একমাত্র পুত্র হিসাবে এবং কোনও বাড়াবাড়ি ছাড়াই তিনি তাদের শ্রদ্ধা জানাতেন, এমনকি কুয়েত ত্যাগ করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে একজনের সাথে ভ্রমণ করেছিলেন যখন শিক্ষাগত পরিস্থিতির প্রয়োজন হয়েছিল

তাঁর বন্ধুদের মধ্যে তিনি প্রশংসা পেয়েছিলেন এবং তারা সকলেই উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিগত বিশ্বাস প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি সম্মানিত পরিবারগুলি থেকে ভাল বন্ধু বেছে নেন, যারা সৎ লোক এবং যারা তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বয়সে বিয়োগ হতে পারে এমন জিনিসগুলির অপূর্ণতাগুলি জানেন না। যখন কেউ তার প্রতি দুর্ব্যবহার করেছিল, তখন তিনি তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এবং নিশ্চিত হয়েছিলেন যে তিনি ফিরে এসেছিলেন এবং যদি কেউ তার কোনও বন্ধুর সাথে দুর্ব্যবহার করেন, তবে তিনি তাকে সাথে রক্ষা করেছিলেন এবং কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন পুনরাবৃত্তি কর্ম।

তাঁর বন্ধুরা জানিয়েছিলেন যে একটা সময় ছিল যখন ধর্মীয় বিষয়ে লোকেরা বিভিন্ন মতামত নিয়ে ধর্ম নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করত যা কিছুটা গুরুতর হতে থাকে

অনিচ্ছাকৃতভাবে যুক্তিযুক্ত, যখন তার বন্ধু তাকে বলেছিল: "আবদুল্লাহ, আমি আপনার চেয়ে বয়সে বড় এবং আপনি যা জানেন না তা আমার জানা উচিত" "তার বন্ধুরা আমার কাছে এটি বর্ণনা করেছিল যে তার ক্রিয়াকলাপ পরিবর্তিত হয়েছিল এবং তিনি তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন:" আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড় এবং আমাদের মতামত যত আলাদা হোক না কেন আমি আপনাকে সম্মান জানাই। "

এটি সেই শ্রদ্ধার সাথে শ্রদ্ধা ও প্রশংসাবোধক যা তাঁর শিক্ষক ও মাস্টারদের সাথে তাঁর যে সকল স্থানে যোগাযোগ করেছিলেন, যেমন জিম, কারাতে এবং তাইকোয়ান্দো তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষক এবং কোর্স এবং প্রোগ্রামগুলিতে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সাথে তাঁর যোগাযোগ করেছিলেন সর্বদা তার সম্পর্কের পথ দেখায় রং মাসবিহ হুদা এর। তিনি সমস্ত বিষয়ে নিখুঁত ছিলেন, তাঁর সমস্ত বিষয়ে সজ্জিত ছিলেন, এমনকি শ্যালেটে, পালঙ্কে বা নিজের ঘরে তাঁর সভাতেও এবং একই সাথে তাঁর বন্ধুদের জন্য কোনও ব্যাকরণিক বা লিখিত ত্রুটি সংশোধন করতে এতটা পরিশ্রমী ছিলেন কারণ তাঁর ব্যাকরণগত সমৃদ্ধ ছিল আউটপুট এবং ফোকাস এবং মুখস্ত করার ক্ষমতা।

ঘনত্ব এবং মুখস্থকরণ সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে, এটি তার বন্ধুদের দ্বারা বর্ণিত হিসাবে আকর্ষণীয় যে রেস্তোঁরাগুলি থেকে বিভিন্ন খাবারের অর্ডার দেওয়ার জন্য তিনি তাদের মূল উল্লেখ ছিল কারণ তিনি বিভিন্ন খাবারের নাম মুখস্থ করেছিলেন এবং নতুন রেস্তোঁরাগুলি একবার খোলা ছিল তার আবিষ্কার ছিল। এটাও মজার বিষয় যে তাদের মধ্যে কেউ যদি আবদুল্লাহকে দয়া না করে দেখেন তবে তিনি যোগাযোগ করবেন

তাকে এবং তার বিশেষ অনুরোধগুলি ব্যাখ্যা করতে ফোনে ওয়েটারের সাথে কথা বলতে বলুন; তিনি, অন্যদের সার্ভিস হিসাবে খুব স্বাচ্ছন্দ্যে তা করেছেন ফরফ আল্লাহ তায়ালা করুণা করুন।

নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের বিষয়ে যেখানে তিনি একজন ছিলেন, তিনি তাদের সেবা করেছিলেন এবং তাদের কাছে তিনি ছিলেন পরিমিত অভিজ্ঞতাও দেখিয়েছিলেন। অন্যদিকে, তিনি কিছু স্নাতক শিক্ষার্থীদের স্নাতক প্রকল্পগুলিতে তাদের ধারণাগুলির সাথে সহযোগিতা করে পরিবেশন করতেন, এমনকি এটি তার বিশেষত্ব এবং বাস্তবে তিনি তার ক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে রং তিনি কারও কাছে কখনও ঘৃণিত নন, এবং তিনি তাঁর পছন্দ করবেন না যে তাঁর উপস্থিতিতে কে এমনটি করেছিল, এমনকি যখন সে একটি বন্ধুর সাথে বিতর্কের মুখে পড়েছিল - কারণ তার বয়সটি উৎসাহ এবং তারুণ্যের সমৃদ্ধির দ্বারা চিহ্নিত হয়েছিল - তিনি তাড়াতাড়ি এটির জন্য আফসোস করেছিলেন এবং তার বন্ধুদের সন্তুষ্ট করেছিলেন, তারপরে দোষী হয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করলেন: "কীভাবে তা ঘটল?

এটি অন্যদের সাথে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল যে তিনি যখন কোনও কিছুর দ্বারা প্রভাবিত হন না তখন তিনি তাদের আবেগকে সম্মান করার জন্য এটি নিন্দা করেন না। যদি সে তার মা বা তার বোনের দ্বারা প্রস্তুত খাবারের স্বাদ গ্রহণ করে এবং স্বাদটি না দেখায় তবে সে কেবল বলেত: "আপনি এর চেয়ে ভাল রান্না করতেন। " এটি ব্যতিক্রম ছিল তবে তিনি সর্বদা তাদের উৎসাহিত করেছিলেন এবং স্বাদযুক্ত স্বাদের জন্য তাঁর স্বাদ প্রকাশ করেছিলেন।

নতুন শিক্ষার্থী এবং স্নাতকদের এই দৃষ্টিনন্দন চরিত্রের বিনিময়ে, তিনি তার শিক্ষকদের কাছ থেকে তার গ্রেডগুলি উন্নত করার জন্য কখনও কোনও সাহায্যের জন্য চাইবেন না, পরিস্থিতি বা তার যা কিছু ঘটুক না কেন, বিশেষত একবার যখন পায়ে আঘাত পেয়েছিল এবং একটি চলন্ত লাঠি তার ঢ়ষরহঃ সঙ্গে হাঁটা।

তাঁর নৈতিকতা, যখন এই দুর্বল রোগের সংস্পর্শে আসে তখন আমি আগে উল্লেখ করা ভাল নৈতিকতার বর্ধন ছিল। তিনি এ রোগের মুখোমুখি হয়েছিলেন নিঃসন্দেহে আত্মা সন্তুষ্টি ও প্রত্যয় যা আল্লাহর বিধি-ব্যবস্থা এবং তাঁর রায়কে এবং একঘেয়েমি নয়। তিনি একদিকে মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা পেয়েছিলেন এবং ডাক্তাররা যখন এই ধরণের রোগ সম্পর্কে তাদের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার বাস্তবতা অনুসারে তাঁর অসুস্থতার ধরণ এবং তাঁর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা ঘোষণা করেছিলেন, তখন তিনি শান্ত ছিলেন। এই সম্পূর্ণ উন্মুক্ততা হ'ল চিকিৎসকরা, রোগী এবং তার বা তার বাবা-মায়ের প্রতি নীতি।

অন্যদিকে, তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন যে তাঁর আশেপাশের লোকদের জন্য তিনি দুঃখ ও বেদনা হওয়ার কারণ হয়ে উঠবেন না, তাঁর প্রিয় মা যিনি তার কোনও অভিযোগ শোনার আশা করছেন বা তিনি কী ভাবছেন তা প্রকাশ করার জন্য। এছাড়াও, তিনি যখন তার মাকে তার নিকটে আসতে বললেন তখন তিনি কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং আমি প্রত্যাশা করেছিলাম যে তিনি তাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য যা ভোগ করছেন তার কাছে তার কাছে অভিযোগ করবেন, তবে আমি অবাক হয়েছি যে তিনি তার ফোনে তাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য দেখাতে চেয়েছিলেন তিনি তার অসুস্থতার ফলে যে জীবনযাপন করছেন তার কঠোর পরিবেশ থেকে।

এই সমস্ত কিছুর জন্য এই গ্রহণযোগ্যতার লক্ষণগুলি দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই, তাঁর জন্য প্রার্থনা করার সময় জনতার কাছ থেকে আওয়াজ পাওয়া গেছে: যারা তাঁকে চেনে এবং যারা তাঁকে জানে না তারা তাঁর সম্পর্কে শুনেছিল সমস্ত চেনাশোনাতে একটি ভাল স্মৃতি ছেড়ে যাওয়া অবাক হওয়ার কিছু নয়

বাড়ি, পরিবার, বাবা-মা এবং ইউনিভার্সিটিতে তাঁর সামাজিক জীবন। হে আব্দুল্লাহ, আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন এবং আপনার মাকে এবং আমি আপনার সাথে প্রশংসার ঘরে জড়ো করি - তাঁর ওয়াদা সত্য, সব কিছুর জন্যই তাঁর প্রশংসা হোক।

ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা: মাই আবদুল্লাহ আবদুল আজিজ আল ফারেস

অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে উপকার লাভ করা দরকারী যাতে মানুষের কোনও কিছুই থেকে শুরু না হয়। এই ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাটি কোনও লেখক আকারে ছোট একটি দরকারী বুকলেট সরবরাহের জন্য লিখেছিলেন তবে এর দরকারীতায় দুর্দান্ত। তিন হাজার সংস্করণে হাজার হাজার অনুলিপি ছাপা হয়েছে। দেখ! এটি হলেন মিসেস মাই আবদুল্লাহ আবদুলাজিজ আল ফারিস তার স্বামী ডাঃ হাসান আবদুল আজিজ সিঙ্কের দ্বারা উৎসাহিত এবং অনুরোধ করেছেন। তিনি অন্যকে কাজের অভিজ্ঞতা দিচ্ছেন তার অভিজ্ঞতা রোগ এবং চিকিৎসা, সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রশংসা। পৃষ্ঠাগুলির একটি ঝরঝরে পুস্তিকাতে, তিনি এতে পাঠকদের জন্য তাঁর সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্তসার করেছেন। এই পুস্তিকাটি এই রোগে আক্রান্ত রোগীদের স্বজন এবং প্রিয়জনদের কাছে একটি ধ্রুবক চাহিদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি কেবল সূচকের আক্ষরিক অনুবাদ ফরোয়ার্ড করব

পুস্তিকাটির সাধারণ প্রকাশে সামগ্রীর বিষয়বস্তু:

এই বইটি কেন?

- একটি ভূমিকা
-ক্যান্সারের সংজ্ঞা এবং টিউমার ও ম্যালিগন্যান্সির অভিজ্ঞতা ধারণার ধারণা
- ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত এমন মহিলা কে?
- স্তন ক্যান্সারের লক্ষণ ও লক্ষণগুলি কী কী?
- স্তনের স্ব-পরীক্ষা
- টিউমার আবিষ্কারের পরে আর কী?
- টিউমারগুলি কীভাবে চিকিৎসা করা হয়?
- অস্ত্রোপচার চিকিৎসার পরে দরকারী টিপস

- অস্ত্রোপচার চিকিৎসা
-চেমোথেরাপি
-বিকিরণ থেরাপির
- হরমোনাল থেরাপি
- কেমোথেরাপি জটিলতা এবং প্রতিরোধ

প্রথম: শরীরের সাধারণ দুর্বলতা
দ্বিতীয়: ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি
তৃতীয়: চুল পড়ার সমস্যা
চতুর্থ: বিরক্তিকর অনুভূতি
পঞ্চম: শুষ্ক মুখ এবং আঠা আলসার উপস্থিতি
ষষ্ঠ: কোষ্ঠকাঠিন্য
সপ্তম: নখের রঙ পরিবর্তন করুন
- বিশ্বাস থেরাপি: রোগের মুখোমুখি হওয়ার রিয়েল কিট
- মেডিসিনের আগে, অনেক বেশি প্রার্থনা করুন
- আইনী আগুন
বিকল্প চিকিৎসা
- আমি জীবনে একটি নতুন পাঠ শিখেছি

উপরে উল্লিখিত সামগ্রীর বাইরে এই ছোট্ট পুস্তিকার বিষয়বস্তুটি কতটা সুন্দর, আমি শেষ বিষয়টির প্রসঙ্গে "আমি জীবনের একটি নতুন পাঠ শিখেছি" বর্ণনা করতে চাই: মিসেস মাই আল ফারেস বলেছিলেন, "আমি রোগটি মূল্যবান পাঠ এবং সুন্দর ধন থেকে শিখেছি।

ঋধরঃয. .মান ও ইসলামের বরকতের জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ জানায়। হে আল্লাহ অন্তরসমূহের নিয়ামক। আপনার ধর্মের প্রতি আমাদের অন্তরকে দৃ ঋ. করুন। হে যে দৃষ্টি দুর করতে পারে,

আমাদেরকে আপনার আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দিন, হে এড়ফশ্বর আমাদের এই জীবনে এবং তারপরে স্থিতিশীল শব্দ তার সাথে সংশোধন করুন।

২. দুর্দশা আমার জন্য ক্ষমা, স্মরণ এবং রেফারেন্সের দ্বার উন্মুক্ত করেছিল। তারপরে, আমি বলার সাথে জড়িত ছিল: "ওহে প্রভু, আমার দুর্ভাগ্য হিসাবে আমাকে পুরস্কৃত করুন এবং এর চেয়ে উত্তম জিনিসটি আমার কাছে ফিরিয়ে দিন"। "আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং অবশ্যই তাঁর কাছেই ফিরে আসব" "আল্লাহই আমার পক্ষে যথেষ্ট, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, আমি তাঁর উপর নির্ভরশীল, তিনি মহান সিংহাসনের পালনকর্তা"। আমি নিজেকে শান্ত হিসাবে দেখি এবং আমার হৃদয়কে আশ্বাস দেয়।

৩. আমি সেই মহান নেয়ামতের কথা চিন্তা করেছিলাম যার মধ্যে আমি সকাল ও সন্ধ্যায় পরিশ্রম করেছি: "এবং তিনি যা চেয়েছিলেন তা থেকে তিনি আপনাকে দান করেন এবং আপনি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করেন তবে আপনি তাদের সংখ্যা গণনা করতে পারবেন না; নিশ্চয়ই মানুষ অত্যন্ত অন্যায়কারী, অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। "! তারপরে, আমি তাঁর আশীর্বাদ এবং অনুগ্রহের জন্য তাঁকে প্রচুর ধন্যবাদ জানাই। "আমার কিছু দাস কৃতজ্ঞ"? ওহ হুজুর আমাকে কৃতজ্ঞদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করুন।

৪. আমি প্রচুর তৃপ্তি এবং গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সমৃদ্ধ জীবনযাপন করেছি "বলুনঃ আল্লাহ আমাদের জন্য যা আদেশ করেছেন তা ব্যতীত আমাদের কোন কিছুই ক্ষতিগ্রস্থ করবে না; তিনি আমাদের পৃষ্ঠপোষক; এবং আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত"।

৫. আমি আশা উত্থানের অর্থ জানতাম এবং কীভাবে এটি স্বাস্থ্যকর, সুস্থতা ও প্রাণবন্ত হওয়ার পরিস্থিতি থেকে সবচেয়ে মারাত্মক রোগে পরিবর্তিত হতে পারে "চোখের পলক এবং তার দৃষ্টি আকর্ষণ করার ফলে, এড়ফশ্বর [পরিস্থিতি] এক রাজ্য থেকে এক স্থানে পরিবর্তন করতে পারেন অন্য। "

৬. আমি বুঝতে পেরেছি এবং এই অর্থেই চিন্তা করেছি "নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক কিছুর উপর শক্তিমান। " এবং তিনিই মহান, নিরাময়কারী এবং পুনরুদ্ধারকারী। তাঁকে পৃথিবীতে ও স্বর্গে ক্ষীণ করুন।

.....

১ সূরা ইব্রাহিম ভি ৩৪
২ সূরা সাবা ভি ১৩
৩ সূরা তাওবা ভি ৫১

৭. আমি ক্ষয় সংকটের যুগে বিশেষত একজন মানুষ হওয়ার অনুগ্রহ অনুভব করেছি। আমি আমার চারপাশের বন্ধুদের সাথে কীভাবে ছিলাম, তারা তাদের ভালবাসা, যত্ন এবং অনুরোধে আমাকে অভিভূত করেছে।

৮. আমি জানতাম যে আল্লাহ তার জন্য যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট হলে বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েও একজন মানুষ তার জীবনযাপন করতে পারে এবং হাসতে পারে।

৯. আমি জানতে পেরেছিলাম যে অনেক হৃদয়ে আমার এমন একটি জায়গা রয়েছে যা আমাকে ভালবাসে এবং আমাকে আন্তরিক এবং আমদানির জন্য প্রার্থনা করে। তাদের ভালবাসা এবং স্নেহ আমার জন্য আশীর্বাদ, এবং এই আবেগটি রোগকে কাটিয়ে উঠতে আমার উপর দুর্দান্ত প্রভাব ফেলে।

১০. আমি শিখেছি যে দুঃখকষ্টই আনুগত্যের প্রতি মনোনিবেশ করার একটি উপায় ছিল এবং এই ঘৃণার অবসান ঘটার সাথে আল্লাহর নৈকট্য শেষ হয় নি। এটি বিপর্যয় হওয়ার আগে এটি একটি উপহার ছিল মরভঃ

১১. আমি প্রভুতে ভ্রাতৃত্বের আসল অর্থ অনুভব করেছি। তারপরে, তারা আমাকে সহায়তা করেছিল, আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল এবং আমার জন্য প্রার্থনা করেছিল। এছাড়াও, তারা আমার কাছে প্রচুর আনন্দ ও প্রশান্তি এনেছিল যেমন বিভিন্ন প্রার্থনার পুস্তিকা আনা, জনপ্রিয় প্রেসক্রিপশন প্রস্তুত করা এবং আমার পক্ষ থেকে ভিক্ষা দেওয়া। বরাদ্দ জল জমজম আনতে তাদের প্রতিযোগিতা ছাড়াও যা আমার চিকিৎসার সময় সর্বদা আমার জন্য উপলব্ধ ছিল না, তাই আমি এই মহান নেয়ামতের জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমি তাকে তাদেরকে ভাল কাজ করার ক্ষেত্রে উন্নততর করার জন্য বলেছি।

১২. আমি শিখেছি যে, ক্লেশ আল্লাহ তায়ালার আনন্দের বার্তা এবং তাঁর বান্দার প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রমাণ, তাই আমি আমার দুর্দশায় সন্তুষ্ট হয়েছি, এবং এই মারাত্মক কারণে আল্লাহর প্রশংসা করেছি।

১৩. আমি "ভিক্ষা দিয়ে আপনার রোগীদের নিরাময় করুন" অর্থটি অনুভব করেছি। ওষুধ এবং নিরাময়

.....

১ আল-মুহাম্মাম আল-কাবীর, (১০/১২৮), হাদীছ (১০১৯৬) এবং আল-মুহাম্মাদ আওসাত (২/২৭৪), (১৯৬৩) এ আত-তাবারানী দ্বারা প্রতিবেদন করা হয়েছে

১৪. আমি অসুস্থতার জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই। আত্মাকে অনুশোচনা পুনর্নবীকরণ করা, ফিরে আসা এবং সচ্ছলতার সাথে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সময়কে কাজে লাগানো বিরত ছিল।

১৫. আমি ইবনে আব্বাসের নিকট মহান রাসূলের বক্তব্যটির সত্যতা জানতাম, যখন তিনি তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন: "আল্লাহকে স্মরণ কর, এবং তুমি তাকে তোমার সামনে দেখতে পাবে। স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির সময়ে আল্লাহকে চিনতে ও স্বীকৃতি দাও। , এবং প্রতিকূলতার সময়ে তিনি আপনাকে স্মরণ রাখবেন। এছাড়া, জেনে রাখুন যে, যা আপনাকে পেরিয়ে গেছে (এবং আপনি অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছেন) সে আপনার ক্ষতি হতে পারে না এবং যা ঘটেছিল তা আপনাকে পাশ কাটাচ্ছে না এবং জানুন। সেই বিজয় ধৈর্য, ত্রাণ ও কষ্ট সহ্য করে সহজেই আসে "১

১৬. আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহর উদারতা এবং তাঁর মহান করুণা অনুভব করেছি। তার আছে আমাকে প্রচুর পরিমাণে উদারতার সাথে দান করেছেন। তিনি আমাকে নিরাময়ের আশীর্বাদ করেছিলেন এবং আমি আমার প্রাকৃতিক জীবন অনুশীলন করতে সমর্থ হয়েছি। প্রশংসা, পুণ্য এবং দোয়া আল্লাহর জন্য।

অন্যান্য অভিজ্ঞতা ডকুমেন্ট কল

এই নম্র অভিজ্ঞতা এবং একজন পুণ্যবান বোন, মিসেস মাই ফ্যারেসের, যাঁর উপসংহারটি সরবরাহ করে আমি প্রচুর উপকৃত হই। এটি দুর্দান্ত সূচিত পুস্তিকায় ছাপা হয়েছিল এবং এর দুর্দান্ত সুবিধার জন্য কয়েক হাজার কপি বিতরণ করে বেশ কয়েকবার মুদ্রিত হয়েছিল। তেমনি, এর বিষয়বস্তু একটি নির্দিষ্ট বিষয়কে কেন্দ্র করে এবং কেন্দ্রীভূত করেছে। এই দুটি অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি সমস্ত লোকদের যাদের অসুস্থতা এবং মৃত্যুর মেয়াদে একইরকম অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের সাধারণ উপকারের জন্য এটি ডকুমেন্ট করতে আমন্ত্রণ জানাই, বিশেষত তারা যা পেরেছে তার জন্য। এই জাতীয় দলিলগুলির বিবরণগুলি আমার প্রত্যাশা অনুযায়ী, এক ব্যক্তি থেকে পৃথক এবং অ-অভিন্ন ঘটনাগুলিকে ঘিরে পরিবেশের সাথে পৃথক মিথস্ক্রিয়ায় তাদের বিশ্বস্ত শক্তির পার্থক্য। এটি হবে

.....

১ আত-টোবারি ফাই দুহাহ হাদীস ৪১

অসম্ভব মানুষের মিথস্ক্রিয়া, বিভিন্ন চিন্তাভাবনা, জ্ঞানের দিগন্ত এবং উপলব্ধিগুলি দেখান।

বিশ্বাসের যাত্রা এবং নিরাময়ের মাধ্যমে শেষ হওয়া প্রক্রিয়াটির বৈশিষ্ট্যগুলি আবিষ্কার করতে স্ক্র্যাচ থেকে শুরু না করে অন্যের সাথে অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া কতটা কার্যকর! আল্লাহর অনুগ্রহে, সাফল্য বা প্রশংসার ঘর যারা তাদের জন্য যারা আল্লাহকে ধন্যবাদ জানায় এবং বলেছিল যে আমরা তার বন্ধুকে বা তার নিকটাত্মীয়ের কাছ থেকে হারিয়েছি তার জন্য আমরা আল্লাহর।

এই প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশনের প্রসঙ্গে যা প্রয়োজন তা হ'ল অভিজ্ঞতার নথিভুক্ত করার জন্য কলম এবং সাহিত্যিক সাহস বয়ে যাওয়া। তদুপরি, এটি একটি সহজ কাজ - যা আমি মনে করি-এটির জন্য আইনী বা চিকিৎসার ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রয়োজন হবে না তবে যুক্তিযুক্ত ডকুমেন্টারি দক্ষতা প্রয়োজন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ সবাইকে সাফল্য দান করুন। ভিতরে
এই বিষয়ে, আমরা যে কেউ তার অভিজ্ঞতার অনুরূপ ডকুমেন্টেশন চাইলে রাখতে প্রস্তুত ধৎব আল্লাহ সেই নেতা, যিনি সব কিছুর ভাগ্য ভাগ করে নিয়েছেন এবং তিনি সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

উপসংহার ১

প্রথমত, উপসংহারের আগে, আমরা নিশ্চিত করি যে প্রিয় আবদুল্লাহর প্রশংসা ঘরে এবং এর সর্বাধিক বিশিষ্ট স্থানগুলির যাত্রা সহ এই সফরটি নথিভুক্ত করার জন্য এটি একটি অস্থায়ী সমাপ্তি। যাইহোক, এটি শুরু, রিষযরহমশ্বর ইচ্ছুক, সঠিক প্রতিশ্রুতির জন্য এবং আমাদের সকলের প্রশংসা ঘরে দেখা করার জন্য যেমন আমরা এই আশীর্বাদগ্রন্থটির ভাঁজে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা উল্লেখ করেছি, রিষযরহমশ্বর ইচ্ছুক, এর বিষযবস্তু প্রচুর গ্রন্থ দ্বারা সমর্থিত কুরআন ও সুন্নাহ এর। কুরআন তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যায় এবং সঠিক হাদীস থেকে সহীহ সুন্নাহ ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং পাঠক উভয় উৎসে (কুরআন ও হাদীস) উল্লিখিত যা সত্য সত্য যা সত্যই এটির পক্ষে ভাল তার সত্যতা সম্পর্কে আশ্বস্ত

.....

১ এই নিবন্ধটি ১৪/২/২০১৬ আল-কাবাস ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে

ধৈর্যশীল এবং তার স্বজনদের জানার জন্য - মায়া আল্লাহ তাঁর প্রতি দয়া করুন। এটি কারও কারও জন্য জানা থাকতে পারে না। এছাড়াও, আমি এই রোগীদের সাথে তাদের যাত্রার প্রেক্ষাপটে এই ব্যক্তিদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সংগ্রহ করতে আগ্রহী ছিল। আল্লাহ তাকে সুস্থ করুন বা তাদের মৃত ব্যক্তির সাথে আল্লাহ তাআলা রহমত করুন।

এটি একটি পরিমিত অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্তসার যা আমাকে অন্যদের কাছে আমার দরকারী অভিজ্ঞতা জানাতে দায়বদ্ধতার অনুভূতি দেওয়ার জন্য নেতৃত্ব দিয়েছিল, যাদের এর বিবরণ ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজন হতে পারে। আমি তাদের সমস্ত বিনয়ের সাথে এবং ভান না করে অফার করেছি এবং আমি মনে করি যে আমি জ্ঞান এবং উপলব্ধি এনেছি। সম্ভবত, একজন ব্যক্তি অন্যদের কাছে জ্ঞান স্থানান্তর করতে পারেন যার চেয়ে বেশি তিনি জানেন। নোট করুন যে জ্ঞান কোনও মুমিনের উপর হারিয়ে যেতে পারে এবং তিনি যেখানেই এটি খুঁজে পেতে পারে সেটির জন্য এটি প্রাপ্য। এটি পুরস্কার এবং পারিশ্রমিক হিসাবে আমার পক্ষে যথেষ্ট তথ্য, আমি যে তথ্য যুক্ত করেছি, পাঠ যে লোকেরা অনুভব করবে, তারা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করবে বা যারা যত্নবান তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেবে। আমি নিশ্চিত যে আমি অংশীদার, রিষষরহমশ্বর ইচ্ছুক, যারা এর থেকে উপকৃত তাদের বেতন কমিয়ে না দিয়ে পুরস্কার এবং যোগ্যতায়। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি প্রিয় আবদুল্লাহকে, কাজের ভাগ্যবান, এড়ফশ্বরের ইচ্ছা, এটি আল্লাহর পক্ষে কঠিন নয়। কেন না? তিনি এই বইয়ের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এবং এটি লেখার কারণ!

যাইহোক, প্রতিটি পরিশ্রমী জন্য অনুপাত আছে। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি আমাকে দু'টি পুরস্কার দান করুন, একটি কাজ ও শ্রমের জন্য এবং অন্যটি ধার্মিকতা এবং সাফল্যের জন্য। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছি প্রত্যেক পাঠককে এই মহৎ গ্রন্থটি বিশেষতঃ এর বিষয়গুলির দ্বারা প্রভাবিতদের দ্বারা উপকৃত করুন। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহর জন্য।

আত্মার সর্বশেষ দরদ

এই উপসংহারে বইটি শেষ হয়, যদিও আবদুল্লাহর সাথে প্রশংসার ঘরে আমার ভাল ভ্রমণ শেষ হয়নি। আমার জন্য, আমি ভ্রমণের সমস্ত দিক নথিভুক্ত করেছি, এবং এমন ভ্রমণে কোনও ভ্রমণকারীর প্রয়োজন হতে পারে এমন অভিজ্ঞতাগুলি আমি দেখিয়েছি। তবে আমার আত্মার একটি শেষ পদক্ষেপ রয়েছে, এতে আমি আবদুল্লাহর সমাধিতে শান্ত ও আনন্দিত আত্মাকে ধন্যবাদ জানাই, ইনশাআল্লাহ।

ধন্যবাদ ওহ আবদুল্লাহ ...
আপনার জীবন এবং মৃত্যুর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ
আপনি আমাকে আল্লাহর স্মরণে যোগ দিতে বাধ্য করেছেন।

এছাড়াও, আপনি আমাকে আমার ধর্ম ও বিশ্বাসের দ্বারা আমি যা মূল্যবান বলে উল্লেখ করেছি তা বর্ণনা করে দিয়েছিলে এবং আপনার শুদ্ধ আত্মার দ্বারা আমাকে যাঁর প্রয়োজন হয় তাদের সকলকে এইরকম একটি বই তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। আমি এতে একত্রিত হয়েছি যা একসাথে মেলে কঠিন - একক বইতে আমার নম্র জ্ঞানের সাথে মিল রেখে, - আমার মতো কিছু লোকের জন্য বিশেষত যারা আমার মতো একই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন তাদের প্রয়োজন হতে পারে; যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহ দ্বারা জর্জরিত; এবং প্রশংসার ঘর দিয়ে তাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতির উদ্দেশ্যে।

বন্ধু আবদুল্লাহকে ধন্যবাদ, এটি আপনার পক্ষে যথেষ্ট যে আপনার চলে যাওয়ার পরে, আমার চোখের জলগুলি চোখের জলকে আরও সহজ করে দিয়েছিল জীবন তার জীবনকে অনেক ব্যস্ততা ও কর্তব্য নিয়ে কাটিয়ে দেওয়ার পরে। আমার চোখের জল আমার সাথে পূর্বের চেয়ে বেশি যুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আপনি আমাকে নিজের সাথে আলাদা করেছিলেন, বিশেষত রাতের প্রার্থনা বা স্মরণ করার মুহূর্তগুলিতে থিওফোনির সময়গুলিতে।

আমি আপনাকে আমার বন্ধুকে বলব না: শুভ বিদায় -
তবে: আমরা আবার দেখা করব
প্রশংসা ঘর প্রাঙ্গনে, এড়ফশ্বর ইচ্ছুক
আর আল্লাহ তা'আলার পক্ষে সৎ প্রতিশ্রুতি দেওয়া কঠিন নয়।

ভ্রমণ স্টেশনগুলি কি শেষ?

অন্য কথায়, এই বইয়ের বিষয়গুলি কি শেষ? উত্তরটি বইয়ের ভাঁজ থেকে পরিষ্কার রং এটা মন থেকে আসা চিন্তা একটি সম্পূর্ণ সেট। তদ্ব্যতীত, একই ধরণের অভিজ্ঞতা সহ যে কারও কাছে জানাতে চাই আমি সত্য এবং নম্র অভিজ্ঞতার একটি সেট। তারা বিশেষত তিনটি:

রোগী
রোগীর বাবা-মা
নিহতের পরিবার
জেনারেল তিন ছাড়াও ড

১। বুদ্ধিমান এবং চালাক মানুষ যিনি অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে চান।

২। যে দাওয়াতী তার আহ্বানের প্রচারে তাঁর জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে।

৩। যে ব্যক্তি তার বা তার কাজের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে রোগীদের সাথে এবং মৃতের পরিবারের সাথে যেমন চিকিৎসক, রোগী এবং রেডিওলজিস্ট এবং হাসপাতাল এবং কেয়ার হোমসে মনোবিজ্ঞানী বিশেষজ্ঞ ফবধষং

সুতরাং, এই প্রসঙ্গে প্রদর্শন করার উপযুক্ত হতে পারে এমন কিছু অন্যান্য চিন্তাভাবনা তুলে ধরে এই বইটি মুদ্রণ করা স্বাভাবিক। তবে অতিরিক্ত এই নতুন উপকরণগুলির কারণে বইটির মুদ্রণটি বিলম্ব করা অনুচিত হতে পারে কারণ প্রাথমিক এবং প্রধান উপকরণগুলি নষবংংরহমংশ্বরের প্রশংসা এবং দোয়া দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে।

এটির সাথে, এই বইটির বর্তমান আকারে মুদ্রণ পরিস্থিতিগত ও সাময়িক প্রয়োজনের জন্য প্রচেষ্টা। এবং যেমনটি বলা হয়, যার কোন বিকল্প নেই তার বিকল্প নেই। অভিজ্ঞতা অবশ্যই চূড়ান্ত পৌঁছাতে হবে, এমনকি এমন এক ব্যক্তির পক্ষে উপকার এবং দিকনির্দেশনাও থাকতে পারে যারা এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকা তথ্য এবং অভিজ্ঞতাগুলির একটির থেকে সুবিধা গ্রহণ করবেন। ঝঁপপবংংশ্বর সাফল্য বরাদ্দ। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, সমস্ত মহাবিশ্বের রব।

তাহলে ছবিগুলি কোথায়?

"সম্মানিত পাঠক এই জাতীয় একটি ডকুমেন্টারি বইতে প্রত্যাশিত একটি বৈধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন, যা" মরহুম আবদুল্লাহর ছবি, বরকতময় স্মৃতি, এড়ফশ্বরের ইচ্ছা কোথায়?

চরিত্রের চিত্র সহ এমন একটি বই পূরণ করা স্বাভাবিক যে বইটি কেন্দ্রিকভাবে তৈরি হয়েছে বা আবদুল্লাহর জীবনকে সংক্ষিপ্ত করে এমন চিত্রগুলির একটি বিশেষ পরিশিষ্ট রয়েছে, ইশ্বর শৈশব থেকে অসুস্থতা এবং মৃত্যুর দিকে তাঁর দয়া করুন তবে আমি স্রেফ এটি বইয়ের কভারটিতে ব্যবহার করেছেন, যা নীচের বিষয়টি বিবেচনা করে বইটির শিরোনাম ব্যাখ্যা করে:

সামাজিক এবং ব্যক্তিগত ছবিগুলির গোপনীয়তা।

প্রশংসা বাড়িতে ভ্রমণের পরামিতিগুলির মাধ্যমে ধারণার মূল বিষয়টির দিকে মনোনিবেশ করা।

এই নীতিটি নিয়ে কাজ করা যা বলে যে বিশেষ কারণ সাধারণ ব্যবহারকে বাধা দেয় না, এটি এই বইটির সাধারণ জনগণকে এই রোগের পরিস্থিতি, মৃত্যুর পরিস্থিতিগুলি কী হতে পারে তা জানতে পারে ধফফৎবংং এবং আত্মীয়দের সংবেদন যারা মৃত্যুর পরিস্থিতি জানেন

সুতরাং, বিশেষ ঘটনাটি থেকে সাধারণ উপকারের দিকে যাওয়া দরকার যা পড়ার সময় তার কী লাভ হয় এবং অন্যের স্মৃতি নিয়ে শুধু কথা বলার অপেক্ষা রাখে না ৎবধফবৎ শেষ পর্যন্ত, এই ছবিগুলি তাদের প্রাপ্যতা সত্ত্বেও বইটিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত নয় এমন কারণ যুক্ত করতে আমি আপত্তি করি না। এটি কারণ আমি আমার সম্ভ্রান্ত পরিবারের (আবদুল্লাহর মা ও বোনদের) সম্মিলিত ইচ্ছাকে সম্মান করেছি কারণ বইটি তাদের উদ্বেগ করেছে।

বইটি কী অনন্য এবং বিশিষ্ট করে তোলে?

আমি যেমন প্রিয় আবদুল্লাহর সাথে প্রশংসার ঘরে এই ভাল যাত্রার শুরুতে উল্লেখ করেছি যে এই বইটিকে অনন্য ও বিশিষ্ট করে তুলেছে তার অধীনে আমি আমার বইটির স্বাতন্ত্র্য এবং স্বতন্ত্রতার সাথে শুরু করতে পছন্দ করিনি ব্যাকরণ সংক্রান্ত যাচাই-বাছাইয়ের তরফ থেকে আমার বন্ধুর দয়ালু ভাই আহমদ সাইদ আহমদ আমাকে উল্লেখ করেছেন।

ডঃ আহমদ তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, আল্লাহর প্রশংসা হোক এবং আল্লাহর রাসূল, তাঁর পরিবার, তাঁর সাথী এবং তাঁর অনুসারী যারা তাদের প্রতি অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষিত হোক।

এবং তারপরে, এই বইটি খুব ভালভাবে পড়ার পরে, আমার কাছে অনেক কিছুই এই বইয়ের স্বতন্ত্রতা এবং এর শক্তিশালী গুণাবলী হিসাবে উপস্থিত হয়, সম্ভবত লেখকের গুণটি ইশ্বর তাঁর উপর দয়া করে এবং যারা তাকে প্রভাবিত করেছিলেন- আমি নথির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তাদের কয়েকটি অন্যের উপকারের জন্য, যা নীচে রয়েছে:

বইয়ের শব্দের চিঠি, ভাবের অর্থ এবং স্পষ্টতা, যথেষ্ট পরিচিত এবং অস্পষ্টতা থেকে বঞ্চিত।

এর থিমগুলির পার্থক্য এবং এর উদ্দেশ্যগুলির বহুগুণ, আহতদের জন্য বিনোদন এবং দু'টি প্রিয়জনকে হারানোর জন্য সমবেদনা দুটি দিক। এটি, উপকার, পরামর্শ, গাইড, এবং প্রশংসার ঘর সম্পর্কে আনন্দ দেওয়ার আধ্যাত্মিক দিক সহ সহায়তা ও সহায়তা প্রদানের জন্য দুর্ভোগের গল্পটি বর্ণনা করে ধৈর্য ও তৃপ্তির আবেদন জানায়। এটি পাশাপাশি আরবি কবিতা থেকে বাছাই করে গৌরব হারিয়ে ফেলার আশাও মরীচি আশা করে ... এটি ছিল গানের একটি মরুদ্যান, যেখানে ছিল বিজ্ঞান, জ্ঞান, পরামর্শ, গাইডেন্স এবং স্পিরিট। এই গ্রন্থটির কারণ কে এবং এর মস্তিষ্ক থেকে কে রচনা করেছেন এবং যার কলম, পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব লিখেছেন তা নিয়ে আল্লাহ রহম করুন।

বইটি পুরো পরিবার, পিতা, মা এবং বোনদের (ভীতি এবং আশার মধ্যে) অভিজ্ঞতার দ্বারা ভোগার ভ্রমণের একটি দলিল। এর প্রতিটি লাইন কঠোর অভিজ্ঞতার উদ্ধৃতি এবং উদ্ধৃতিগুলির একটি অধ্যায় প্রকাশ করে। এমন একটি অভিজ্ঞতা যা শ্রমসাধ্য পাহাড়কে নাড়া দেয়, যদি আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহ না হয়। অতএব, এটি যত্ন সহকারে যোগ্য পড়া।

বইয়ের দুই ভাগে আপনি একটি সন্তানের হারিয়ে যাওয়ার শোক এবং প্রতিশ্রুতি বাড়িতে অটল থাকার জন্য উৎসাহের মধ্যে প্রচুর মিশ্রণ পাবেন তাদের জন্য যারা আমি বলেছি যে আমি আল্লাহর এবং তাঁর পুত্র হারালে তাঁর প্রশংসা করি , তাঁর আত্মার হৃদয়, তাঁর জীবনের বন্ধু এবং তাঁর মধ্যে তাঁর ভাল কাজের ভান্ডার পরকাল।

বইটি একটি বৃহত সংখ্যা এবং গুরুত্বপূর্ণ খাতকে লক্ষ্য করে এমনকি যদি এটি ভুলে যায় তবে, তারা পরিবারের পরিবারের সদস্য বা তাদের বন্ধু হিসাবেই হোক, তারা সমস্যায় আক্রান্ত মানুষ। এটি বেদনাযুক্ত হৃদয়ের জন্য একটি মশাল এবং আত্মার জন্য আশার আলো যা প্রস্থানের পরে মিলিত হতে হতাশ হয়েছিল। এটি মন থেকে লেখা এবং দরিদ্র অশ্রু দ্বারা সহায়তা করে।

বইটিতে সঠিক বর্ণনা এবং অল্প সময়ের মধ্যে এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত অসুস্থ ব্যক্তির মানসিক অবস্থার কোষাগার রয়েছে। তদুপরি, তিনি বিচ্ছেদে বিশ্বাস করেছিলেন কিন্তু তিনি তার ধৈর্য হারাতে পারেননি, বা সন্তুষ্টিও ছেড়ে দেননি, এবং তাঁর জীবনের হাসিও হারাননি। যেন তিনি তার পরিবার ও আত্মীয়স্বজনকে পরিস্থিতিটির ভাষা বলার আগে বলছেন: আমার প্রিয়জনকে খুশি করুন কারণ প্রশংসার ঘরটি রয়েছে

বইটি এমন অনেক দরজা উন্মুক্ত করে যা আইনী বিবৃতি এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মধ্যে মিশ্রিত হওয়ার কারণে উদ্বেগ, ধৈর্য এবং তৃপ্তির সাথে মিলিয়ে যায়। এটি কান্নার বিচারকে নিষিদ্ধ করেছে যেন এটি এমন একটি ঘোষণা যে সর্বাত্মক সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতিশ্রুতি দিয়ে একজন প্রাণ ব্যথা এবং হৃদয়কে মানুষের ক্ষতির তীব্রতা সহ্য করতে পারে যা নিশ্চিত। লেখক তার অভিজ্ঞতা, যন্ত্রণা এবং ঘটনা থেকে তিনি কী উপকৃত হয়েছেন তা বর্ণনা করেছেন। আপনি শিরোনামের সামগ্রীটি পড়বেন: "ট্রিপটি আমাকে প্রশংসার ঘরে যাত্রা শিখিয়েছিল" আপনি এতে অনেক উপকার পাবেন। এছাড়াও বইটিতে প্রশংসার বাড়ির বাতাসের নিঃশ্বাস রয়েছে, এর বাস্তবতা সংবেদনশীল এবং ঐরংশ্বর তাঁর বান্দার জন্য এতে কী প্রস্তুত করেছিলেন তার বিবরণে প্রচারিত হয়। এই লোকেরা যারা অবিচল, কৃতজ্ঞ এবং যারা বলে যে আমরা তাঁর ধৈর্য ও তৃপ্তির জন্য মানের ভ্রমণের মধ্য দিয়ে দুঃখের সময় আমরা আল্লাহর সাথে আছি।

বইটিতে অসুস্থতা, মৃত্যু, প্রার্থনা এবং ইসলামে অনুমোদিত মন্ত্রের দর্শন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এটি হৃদয় ও মনের সাথে একটি কথাবার্তা যা সত্যকে রোগের সাথে ডেকে আনে এমনভাবে ব্যক্তির নিকটবর্তী করে। ক্ষতিগ্রস্থরা কাঙ্ক্ষিত পুরষ্কারে ফিরে আসবে এবং তারা এমন কঠিন পরিস্থিতিতেও ফরারহবশিক করুণার সত্যতা সম্পর্কে অবগত রয়েছে যে পরিস্থিতিতে মানুষ উত্তীর্ণ হয়। কোন গুরুতর রোগ এবং প্রিয়জনের মৃত্যুর চেয়ে জটিল আরও কী আছে?

গ্রন্থটি প্রাচীন আরব এবং ইউরোপীয়দের চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যে একটি অনন্য তুলনা করেছে। এটি মুসলমানদের চিকিৎসা বিষয়গুলির তাৎপর্য তুলে ধরেছিল যখন তারা স্বাস্থ্য অনুদানের সাথে শুরু করেছিল এবং মুসলমানদের জন্য মনোরোগ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে এবং তারপরে যে পরিষেবাগুলি এটিকে ইউরোপীয় ব্যবস্থার সাথে তুলনা করে সরবরাহ করা হয়েছিল সেগুলির মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবাতে তার ভূমিকা নিয়েছিল। পিছিয়ে.

এতে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল যে কীভাবে তাদের ভূমিকার বিনিময় হয়েছিল এবং কীভাবে ইসলামিক চিকিৎসা ভূমিকাটি বর্তমান পশ্চিমা চিকিৎসা ব্যবস্থার পক্ষে উপস্থাপন করা হয়েছে তা বেশিরভাগ সময় কোনও তুলনা না করেই ইউরোপীয়দের জন্য দৃশ্য ছেড়ে চলেছে, কারণ আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থায় পিছিয়ে রয়েছে এবং স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে। , বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নত পরিষেবা এবং দক্ষতা। পশ্চিমা চিকিৎসা ব্যবস্থাটি গৌরব ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির উচ্চতায় উন্নীত হওয়ার পরে এটি কাফেলার লেজ হয়ে উঠল, যা মানুষকে এবং সিস্টেমকে অন্যান্য সামাজিকীকরণের গভীরতার ও একীকরণের মধ্যে একত্রিত করে। এটি ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে এটি তার বীমা ব্যবস্থা, এর ভূমিকা, তার ব্যয়ের পরিমাণ এবং রোগীদের অগ্রণীতদের এবং তাদের পরিবারগুলির সাথে তাদের এবং সংস্কৃতি চেম্বারগুলিকে প্রদত্ত তথ্যের পরিমাণের সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে আচরণের ক্ষেত্রে মানবিক দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে ফবাবষড়ঢ়বফ রোগী এবং তার পরিবারের আকাঙ্ক্ষাগুলি বজায় রাখতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, রোগীর পরিবারের সাথে পারিবারিক সভা ঘর, ধ্যান ও পূজা ঘর, অপারেশন এবং ওয়েটিং রুম, নিবিড় পরিচর্যা ঘর, মাঝারি এবং নিয়মিত কেয়ার রুম এবং অন্যরা

যত্ন ও পরিষেবাগুলির অগ্রগতির অংশ যা আমাদের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলি অনুকরণ করে। আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, বিশ্বাসীর পক্ষে জ্ঞান হারিয়ে গেছে এবং তিনি যেখানেই এটি পেয়েছেন সেটির জন্য এটি প্রাপ্য। উপরের এবং অন্যান্য সমস্ত বিষয় এই ভাল বইয়ের ভাঁজগুলিতে পরিষ্কার।

বইটির অভিনব বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হ'ল এটি অসমর্থিত রোগ দেখা দেয় তখন পাঠককে ব্যবহারিক পদক্ষেপগুলি অনুসরণ করে। লেখক তার অভিজ্ঞতা নথিভুক্ত করেন এবং উপকারের জন্য এটি অন্যদের সাথে ভাগ করে নেন। তিনি তার অগ্নিপরীক্ষা তৈরি করেন যা তিনি অন্যকে অনুদানের মধ্য দিয়ে দিয়েছিলেন পথটি সহজলভ্য করে এবং প্রশস্ত করে এবং এটি

ধার্মিকতার একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এর জন্য তারা বলে: যদি সে পথ প্রশস্ত করা ব্যতীত পূর্ববর্তী ব্যক্তির যদি পূর্ববর্তী ব্যক্তির কোন পছন্দ না থাকে তবে তা যথেষ্ট

বইটি সাধারণত যারা তাদের সন্তানকে হারিয়েছেন বা অন্য কথায় তিনি আল্লাহর হাতে সংরক্ষণ করেছিলেন এবং তাঁর প্রার্থনার প্রতিদানকে অস্বীকার করেছেন তাদের প্রায়শই জিজ্ঞাসা করা একটি ঘন ঘন প্রশ্নের একটি সন্তোষজনক উত্তর দেয়; "বা একটি ভাল শিশু যা তার-জন্য প্রার্থনা করে" । ভূমিকা পাল্টে গেলে কি কাজের ধারাবাহিকতা থাকবে? আপনি এই বিষয়টির অধীনে পরিষ্কার এটি দেখতে পাবেন: "বা এমন একটি শিশু যা তার জন্য প্রার্থনা করে?"

বইটি একটি ভুল ধারণা সংশোধন করেছে যে অনেক লোক ইচ্ছাকৃতভাবে বা অজান্তেই ভুল বুঝেছিল যে আসল সম্পদ অর্থ সংগ্রহ করা এবং সম্পত্তি অর্জন করা হয়েছে যখন সত্যিকারের সম্পদ লোকদের ভালবাসায় নিহিত যারা বিখ্যাত হাদীসে বর্ণিত আছে এবং বইটিতে এই প্রেমের প্রকারগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটি স্পষ্টত শিরোনামে পাওয়া যায়: "ওয়েলথ ক্রেডিট আবিষ্কার, আমি একজন বিলিয়নেয়ার" ।

বইটি অনেক মুসলিম মহিলার হৃদয়কে সান্ত্বনা দিয়েছে যে তাদের ধর্ষর্ষান্বিতভাবে তাদের মনকে দখল করে রেখেছে এবং এটি এমন একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে যা তাদের মধ্যে প্রায়শই পুনরাবৃত্তি হয়েছিল এবং এমনকি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে বার বার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যা হ'ল: "কে চওড়া চোখের মেয়ের? " তাদের বিরুদ্ধে লবর্ষা হবে? বইটি একটি সন্তোষজনক উত্তর দিয়েছে, তাতে দেখানো হয়েছে যে স্বর্গে কোনও .র্ষা নেই এবং জান্নাতে একজন মুসলিম মহিলার অবস্থা প্রশস্ত চোখের মেয়ের চেয়ে ভাল এবং তারা "ডিগ্রিতে অনেক বেশি আনন্দিত এবং তার অনেক সৌন্দর্য আছে"। আপনি এই বিষয়টির নীচে দেখতে পাবেন। "জান্নাতে মুসলিম মহিলাদের জন্য সংবাদ" ।

বইটি এর বিষয় সম্পর্কে কবিতা ও কবিদের অবহেলা করে না এবং এর লেখক একটি অধ্যায় উৎসর্গ করেছিলেন যাতে তিনি আমাদের কবিদের প্রকৃতির শিশুদের মৃত্যুর একটি প্রাণবন্ত চিত্র দিয়েছিলেন। এটি আপনি বইটিতে এবং একই বিষয়ের অধীনে সন্ধান করেন।

বাচ্চাদের গোপন জগতগুলি এবং তাদের ভাঁজগুলির মধ্যে এবং তাদের বাচ্চাদের গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এবং অভিভাবকদের গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগের উন্মুক্ত চ্যানেলগুলির মাধ্যমে তাদের বাচ্চাদের গোপন জগতগুলি আবিষ্কার করার জন্য বাবা-মাকে একটি স্পষ্ট আমন্ত্রণ রয়েছে।

বইটি একটি চিৎকার সতর্কবার্তা হ'ল যাঁরা ভাল আছেন তাদের পালনকর্তাকে তাঁর অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ জানাতে এবং তাঁর আশীর্বাদে যে তারা দিনরাত উপভোগ করে।

সামগ্রিকভাবে বইটি ধৈর্য, লঁক্ষমসবহঃশ্বরের বিচারের সাথে সন্তুষ্টি এবং তাঁর অনুসারীদের প্রতিশ্রুতিতে আস্থা রাখার একটি আমন্ত্রণ। যাইহোক, এই বার কলটি সেই আত্মার কাছ থেকে এসেছে যার অভিজ্ঞতা ছিল, তিনি এর একের পর এক অধ্যায়গুলি পরীক্ষা করেছিলেন, অতএব, এটি একটি নতুন দরজা খুলেছে।

বইয়ের কয়েকটি অধ্যায়ে, পৌরাণিক কাহিনী, যাদু এবং দানশীলতার দরজাগুলির দিকে ঝাঁকুনির বিরুদ্ধে বিদ্বানদের একটি সতর্কতা সতর্কতা এবং বৈধ জ্ঞান মেনে চলা এবং রাষ্ট্রদ্রোহ এবং ফিসফিসিং প্রতিরোধে এর প্রভাব সম্পর্কে বিশেষত রোগীর কাছ থেকে জেনে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

লেখক তাঁর বইয়ে কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আইনশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছেন; "ক্যান্সারে আক্রান্ত নিহত একজন শহীদ, মস্তিষ্কের রোগে মারা যাওয়া ব্যক্তি থেকে পুনরুত্থানের সরঞ্জামগুলি অপসারণের অনুমতি এবং মৃতকে সৎকর্মের পুরষ্কার দেওয়ার বৈধতা সহ একাধিক শিরোনামে আপনি এটিই পেয়েছেন। "

লেখক, আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করুন, পাঠককে সবচেয়ে দরকারী জিনিস সরবরাহ করতে আগ্রহী ছিলেন। অতএব, তিনি তার রোগ সফর এবং রোগ এবং রোগীদের সম্পর্কিত কিছু নৈতিকতা সম্পর্কে আলোচনার দর্শনে উপেক্ষা করেন নি। এর মধ্যে অন্যতম, একজন রোগীর সহকর্মী বা দর্শনার্থীর কী জানা উচিত, রোগীর যত্ন নেওয়ার প্রতিদান, অসুস্থদের সাথে বেশি দিন না কাটানো ইত্যাদি ।

উপসংহারে, আমি পৃথিবী ও আকাশের প্রভুর কাছে আমাদের প্রিয় আবদুল্লাহর প্রতি করুণা জানাতে এবং জান্নাতে তাঁর আবাসস্থলকে সর্বোচ্চ স্থান করার জন্য, তাঁর পরিবারের, আত্মীয়স্বজন এবং প্রিয়জনদের হৃদয়কে একত্রিত করার জন্য আন্তরিক প্রার্থনা করতে পারি না ঃড় তাদের প্রশংসার ঘরে জড়ো করুন, সর্বশক্তিমান প্রভুর প্রতিজ্ঞা।

এটি আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে শেষ হয়।
এই সামগ্রীর ডকুমেন্টেশন শেষ হয়েছিল প্রিয় আবদুল্লাহর মৃত্যুর প্রথম স্মরণে - মায়া আল্লাহ তাঁর প্রতি করুণা করুন - যিনি আমাদের সামনে প্রশংসার ঘরে গিয়েছিলেন, ইনশাআল্লাহ্।

এই গ্রন্থের সুবিধাভোগী

১। অসুস্থতা এবং তাদের পরিবার এবং বন্ধুদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ।
২। চিকিৎসকরা
৩। তাদের সন্তান এবং তাদের পিয়জনদের মৃত্যুর সাথে প্রভাবিত।
৪। যারা ওষুধের জন্য বা তাদের দেশের বাইরে সাধারণত কুয়েতে চলে যায় এবং বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রে আর্নারিয়াইন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যায়।
৫। অগ্রহী স্বাস্থ্যকর যারা অসুস্থতার সংস্কৃতি, ঔষধের সংস্কৃতি, শিশু এবং প্রিয়জনের মৃত্যুর বিচারের সংস্কৃতি দিয়ে সজ্জিত হতে চান।

আমরা তাদের অনুরোধ করছি, আদেশ না দিয়ে, আমাদের জন্য প্রার্থনা করার জন্য, আল্লাহ তাদের প্রতিদান দিন এবং তাদেরকে ধন্যবাদ দিন।

অগ্রবর্তী বিবরণ

বইটি সম্পূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে শুরু হয, কোনও বিনা বাধায়, যে হাদীসে আল্লাহ তাআলা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তা এই বইয়ের প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে তা পূর্ণ হবে। রেফারেন্সটি ইঙ্গিত দেয় যে, মহান আল্লাহ তাঁর স্বর্গদূতদের জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করার আদেশ দেবেন যা তার সন্তানের জন্য যে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ হবে, তার জন্য ধৈর্য ধারণ করবে, মহান আল্লাহর প্রশংসা করবে এবং ইস্তিরাজায় নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে "অর্থাৎ তিনি বলেছেন "অবশ্যই আমরা আল্লাহর এবং আমরা অবশ্যই তাঁর কাছে ফিরে যাব।" এটি আল্‌রাহর কিতাবের ক্ষেত্র এবং আল-াহর ইচ্ছায় নবীর হাদীসের এক আশীর্বাদী যাত্রা। এর সাথে আমরা অসুস্থতার পর্যায়ে আমাদের বিনীত অভিজ্ঞতার কথা জানানোর চেষ্টা করি, আবদুল্লাহর চিকিৎসা ও মৃত্যু যার জন্য উপকৃত হতে পারে। আমি নম্র পাঠকদের জন্য প্রাপ্ত বিশাল এবং সুন্দর প্রতিক্রিয়া এবং তাদের আমার অধ্যয়নের ধারাবাহিক ধারাবাহিক অনুসরণের কারণে এই বইটি প্রকাশে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমি অনেক উৎসাহিত করেছি "কৃতজ্ঞতার সাথে আবদুল্লাহর সাথে মাইজ ওজনে" শিরোনামে আল-কাবস পত্রিকা।